# CONTENTS.

**Monday, the 3rd April, 1989 :** **Pages.**

**Tuesday, the 4th April, 1989.**

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11·00 A. M. on Monday, the 3rd April, 1989.

## PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister,—the Deputy Speaker, Seven Ministers, Nine Ministers of State and 36 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

**শ্রীরসিকলাল রায় ( সোনামুড়া ) ঃ—** মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৭. পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ—** মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৭।

### প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিভাগে মেলাঘর বাজারের রাস্তা সংস্কার ও তার দুই পার্শ্বে পাকা ড্রেইন নির্মাণ করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। করে থাকলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

### উত্তর

১। মেলাঘর বাজারের নিকট মেলাঘর সোনামুড়া রাস্তার সংস্কার এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বের পাকা ড্রেইন নির্মাণের পরিকল্পা আছে।

২। আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেলে পরবর্তী আর্থিক বৎসরে এই কাজ হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

**শ্রীরসিকলাল রায় :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সোনামুড়া বিভাগে মেলাঘর বাজারের উপর দিয়ে যে আগরতলা সোনামুড়া রাস্তাটা গিয়েছে সেটা সরু। বিগত দশ বৎসর এইটা নিয়ে এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে কিন্তু কোন অ্যাকশন নেওয়া হয় নি। এটার যেহেতু পরিকল্পনা আছে এই ড্রেইনের কাজটি জরুরী ভিত্তিতে করা হবে কিনা ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী)** মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কাজের জন্য ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা একটা এস্টিমেট করা হয়েছে এবং এটা ১৯৮৯-৯০ ইং সনে এটা করা হবে।

**শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং ( শান্তির বাজার ) :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারগুলির সবই প্রায় মেইন রোডের উপর। যেমন বিশালগড় সেখানে বর্ষাকালে বাজারে হাটু জল হয়। প্রত্যেকটা বাজারেরই এই অবস্থা। কাজেই বাজারগুলির জল নিষ্কাশনের জন্য মাষ্টার প্ল্যান করতে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অবস্থা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। ধীরে ধীরে সেটা করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং।

**শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :— ( শান্তির বাজার ) :—** কোয়েশ্চন নং ৯৪ স্যার।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ( রাষ্ট্র মন্ত্রী ) :—** কোয়েশ্চান নং ৯৪ স্যার।

**প্রশ্ন**

১) ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কত কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারনের লক্ষ মাত্রা ছিল।

২) উক্ত লক্ষ্য মাত্রা ৩১-১-৮৯ পর্যন্ত কত টুকু পূরণ করা সম্ভব হয়েছে,

৩) বাকি লক্ষ্য মাত্রা ৩১শে মার্চ ৮৯ এর মধ্যে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, এবং

# QUESTIONS & ANSWERS

৪) ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরের উক্ত লাইন সম্প্রসারণের লক্ষ্য মাত্রা কত কিঃ মিঃ (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

১) ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ৫৬০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন।

২) ৩১-১২-৮৯ ইং পর্যন্ত ৩০৬ কিঃমিঃ লাইন সম্প্রসারণ করা হইয়াছে।

৩) হ্যাঁ আছে।

৪) আগামী আর্থিক বছরে মোট ২৫০ কিঃমিঃ এইচ্, টি, এবং ২০০ কিঃমিঃ এল, টি, লাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল)

## ব্লক ভিত্তিক হিসাব

| ব্লক | এইচ্. টি. | এল, টি. |
|---|---|---|
| ১) খোয়াই | ২০.০০ কিঃমি | ১৫.০০ কিঃমিঃ |
| ২) তেলিয়ামুড়া | ২০.০০ ,, | ১৫ ০০ কিঃমিঃ |
| ৩) জীরানিয়া | ১৫.০০ ,, | ১০.০০ ,, |
| ৪) মোহনপুর | ১৫.০০ ,, | ১০.০০ ,, |
| ৫) বিশালগড় | ২০.০০ ,, | ১৫ ০০ ,, |
| ৬) মেলাঘর | ২০.০০ ,, | ১২.০০ ,, |
| ৭) মাতারবাড়ী | ১০ ০০ ,, | ১০ ০০ ,, |
| ৮) অমরপুর | ১৫ ০০ ,, | ১০.০০ ,, |
| ৯) ডম্বুরনগর | ১০ ০০ ,, | ১০.০০ ,, |
| ১০) বগাফা | ১৪ ০০ ,, | ১২ ০০ ,, |
| ১১) রাজনগর | ১৪.০০ ,, | ১২.০০ ,, |
| ১২( সাতচাঁদ | ১০.০০ | ১০.০০ ,, |
| ১৩) পানিসাগর | ১৫ ০০ ,, | ১০.০০ ,, |
| ১৪) কাঞ্চনপুর | ১০.০০ ,, | ১০.০০ ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫) | কুমারঘাট | ১৪.০০ ,, | ১২.০০ ,, |
| ১৬) | ছামনু | ১৪.০০ ,, | ১২.০০ ,, |
| ১৭) | সালেমা | ১৪.০০ ,, | ১২.০০ |
| | | ২৫০.০০ | ২০০.০০ |

**শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং** ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার মোট ৫৬০টি বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের যে চাহিদা তার তুলনায় এটা অত্যন্ত নগণ্য। সুতরাং বৈদ্যুতিক লাইন চাহিদা অনুযায়ী আরও সম্প্রসারণ করা হবে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখেছি গ্রামে গঞ্জে বহু বৈদ্যুতিক লাইন গিয়েছে। কিন্তু এই লাইন গুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ না করার ফলে বেনিফিসিয়ারীরা বেনিফিট নিতে পারছেননা। এই বৈদ্যুতিক লাইন গুলিতে বিদ্যুত সরবরাহের কাজ তরান্বিত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে বলেছেন লক্ষ্য মাত্রা অতি নগণ্য, এটা সত্য। এই সরকারও চায় যে বৈদ্যুতিক লাইন আরও বেশী পরিমাণ সম্প্রসারিত হোক। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমরা লিখেছি এবং প্রস্তাবও দিয়েছি যে লক্ষ্য মাত্রা আরও বেশী পরিমাণে বাড়িয়ে অর্থ বরাদ্ধ করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, কাজগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁরা অর্থ সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলে। ফলে এই সম্প্রসারণের কাজগুলি অসম্পুর্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। এই জোট সরকার চেস্টা করেছেন এই অসমাপ্ত কাজগুলিকে সম্পূর্ন করার জন্য। অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি লাইন সম্প্রসারণ করার পরও কনজিউমার্সরা লাইন নেননা। তাই এই লাইনগুলিতে অযথা চার্য করার কোন অর্থ নেই। সে কারনে অনেক জায়গায় বন্ধ আছে।

**শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেব নাথ** (মোহনপুর) ঃ— সাপ্লিমান্টারী স্যার, দুর্জয়নগর গাঁওসভা এবং তারানগর গাঁওসভায় ১৯৮৩ ইং সালে বৈদ্যুতি খুঁটি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার টানা হয়নি। কি কারনে তার টানা হয়নি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরীক্ষা করে দেখবেন কিনা এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং আগামী আর্থিক বছরে প্রতিটি গ্রামে যে বিদ্যুৎ কানেকশানগুলি দেওয়া হবে সেগুলি কি পদ্ধতিতে দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই সরকার আসার পর বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের একটা নীতি নির্ধারণ করেছেন, প্রতি ব্লকে এই বছর আমরা ১০ কিলোমিটার এক্সটেনশ্যান এবং ব্যাকহেইন ভিলেজ যেটা নূতন করে সম্প্রসারণ করা হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ১৬০ ভিলেজ টারগেট নিয়েছিলাম এবং এর মধ্যে ১১০টি ভিলেজ হয়ে গেছে, বাকীগুলি অর্থের অভাবে করা যায় নাই এই নামগুলি ব্লক লেভেল ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে নামটা প্রস্তাব আসলে পরে এটা করে থাকি।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (সাব্রুম) : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে লাইন সম্প্রসারনের লক্ষ্যমাত্রা সমস্ত ঠিক হচ্ছে তার মধ্যে কয়টা উপজাতি গ্রাম নির্দিষ্ট হয়েছে এবং এই কথা তার সঙ্গে জানাবেন কি যে, আপনার কাছে এই সংবাদ আছে কিনা যে উপজাতি গ্রামের যে লাইন সেই লাইন দুবৃত্তরা কেটে নিয়ে সেখান থেকে খুঁটি সহ সমস্ত সরিয়ে ফেলছে এবং যারা সরাচ্ছে তারা সমস্ত কংগ্রেসী নামে পরিচিত? আমি একটা স্পেসিফিক ভিলেজের নাম করে বলছি, সোনামুড়া সাব ডিভিশনের রাঙ্গামুড়া গ্রামে সেই রাঙ্গামুড়া গ্রাম থেকে যে লাইনটা ছিল তার কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত সম্পূর্ণ লাইন তার তুলে নিয়েছে। থানায় রেকর্ড করেছে, থানায় আবেদন করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের কাজ বিশেষ করে এই সরকার আসার পর উপজাতি অধ্যুষিত এলোকায় গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাস্তার কিনারে যে সব গ্রাম সেগুলির উপরে উনারা নজর দিয়েছেন, গ্রামাঞ্চলে দেননি। যে সব টারগেট নেওয়া হয়েছে উপজাতি এলাকায় যে নাম উনি চেয়েছেন আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে। তবে তার চুরির ব্যাপারে এটা আমি তো স্যার, বিরোধী দলে গত ৫ বছর ছিলাম এটা আমারও অভিজ্ঞতা আছে। তাদের আমলে এটা বেশী হতো শুধু কারেন্টের তার নয় টেলিফোনের তারও কেটে নিয়ে যেত। এটার স্পেসিফিক কোন তথ্য যদি মাননীয় সদস্য দিতে পারেন অবশ্যই সরকার সেটা তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, আমি স্পেসিফিক বলেছি যাত্রাপুর থানার রাঙ্গামুড়া গ্রামে ট্রাইবেল ভিলেজ, সমস্ত তার কেটে নিয়ে গেছে, আমি তো বলেছি স্যার।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) এটা স্যার, সরকার খতিয়ে দেখবে

**শ্রীরতন লাল ঘোষ** (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমরা জানি [illegible] যেখানে সি-পি-এম সেখানে, যে কারণে আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলোতে যে, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এবস্ট-

শ্যান যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেখানে গণমুক্তি পরিষদের কোন নেতা অথবা সি-পি-এমের কোন নেতার বাড়ীতে তিন গ্রাম দূরে খালি মাঠ দিয়ে ৩০০ খুটি একজনের বাড়ীর জন্য লাইন নেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং আমরা এটাও জানি যে আগামী ১/২ বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সেলফ্ সাফিসিয়েণ্ট হচ্ছে, তার পাশাপাশি গ্রামীন বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে লাইন করে অন্ধকার দূর করার ব্যবস্থা করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— স্যার, এই কথা সত্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাব বিদ্যুৎ সম্পর্কে। গত ১০ বছর আমরা দেখেছি যে, বামফ্রণ্টের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামগুলি বাছাই করে, স্যাংশ্যান ভিলেজের নাম না থাকলেও পরে সেই ভিলেজকে ইলেকট্রিফাই করা যায় না। কিন্তু এও দেখেছি যে ভিলেজের নাম স্যাংশ্যান হয় নি অন্য একটা নাম ঢুকিয়ে সেখানে করা হয়েছে এটা ঠিক। তবে আমাদের এই সরকার আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ধরনের আচরণ করছি না, আমরা সমস্ত জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করব।

**শ্রীরসিকলাল রায়** :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, বিগত দিনে ৭৯ ইংরাজী থেকে ধনপুর থেকে তারাপুকুরে সমস্ত ইলেকট্রিক পোষ্টগুলি দেওয়া সত্ত্বেও, তার দেওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ক্যাডারদের দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কন্ট্রাকট করে এই সমস্ত মালামালগুলি বিক্রি করে দিয়েছেন, জনগণ অদ্যাবধি সেখানে বিজলী বাতি পায়নি। শ্রীমন্তপুর রবীন্দ্রনগর গাঁওসভা ১৯৮৩ ইংরাজী নির্বাচনের পূর্বে স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি, শ্রীমন্তপুর গ্রামে ভোটের জন্য ইলেকট্রিক পোষ্টগুলি লাগানো হয়েছিল। যেই তাদের প্রার্থী ফেইল করেছে পরে অর্ডার দিয়ে এই পোষ্টগুলি খুলে নিয়েছেন। এই গর্তগুলিতে পরে আমার জনসাধারণ মৃত্যুবরণ করেছেন, এই খবর মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— স্যার, এইরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। তবে মাননীয় সদস্য যেটা উত্থাপন করেছেন, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে, তদন্ত করে দেখে এইটার দেখার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য **শ্রীঅমল মল্লিক**।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— ( বিলোনীয়া ) অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ২১১।

**মিঃ স্পীকার** :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২১১।

# QUESTIONS & ANSWERS

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২১১

## প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার বনকরের নিকট মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মানের জন্য সরকার কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করিয়াছিল ?

২। বর্ত্তমানে উক্ত সেতু নির্মান কার্য্যের ব্যয় বরাদ্দের বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

## উত্তর

১। ১৯,৮২,৭০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হইয়াছিল।

২। ষ্টিল ট্রাস ব্রীজের পরিবর্তে ডবল লেইন আর, সি, সি ব্রীজের পরিকল্পনা নেওয়ায় এবং ইতিমধ্যে জিনিষপত্রের দাম এবং মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়াছে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ব্রীজের কাজ কবে নাগাদ হাতে নেওয়া হয়েছিল ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী) :—আমি ইংরেজীতে উত্তর দিচ্ছি, Sanction was accorded for Rs 16,82,600/— for the work "Constn. of Steel truss Bridge over River Muhuri on B. B Road." Subsequently, sanction was accorded for Rs. 19,82,700/— for the work "Construction of double lane R. C. C. Bridge over River Muhuri on B. B. Ro d in Tripura/alance work."
In the year 1974-75, construction of Steel truss Bridge over river Muhuri on Bagafa Belonia Road was taken up and work order of the same was issued to M/S. Gannon Dunkerley Co Ltd and M/S Auto Engineering Works. In the meantime as per decision of the Govt of India the design of the bridge had to be changed to a double lane R. C. C bridge from single lane steel truss bridge M/S. Gannon Dunkerley the contractor suspended the work in 1978 after doing some work and went for arbitration. The work remained suspended for about 7 years because of dispute with the contractor.

**The arbitration case has since been finalised. The balance work awarded to a new contractor in 1985. In the meantime cost of materials & labour increased very considerbly.**

**The cost of construction of the bridge is now estimated to be about Rs. 61.00 lakhs,**

**শ্রীআমল মল্লিক :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ব্রীজের কাজ ১৯৭৩-৭৪ সনে হাতে নেওয়া হয়েছিল, সেই কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে এবং যান চলাচলের উপযোগী হবে ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) খুব শীঘ্রই এইটা সমাপ্ত করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

**শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা** ( গোলাঘাটি ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৭।

**মিঃ স্পীকার :—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৭।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৭।

## প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকের বড়জলা গাঁও সভার অধীন বিহুনবাড়ীর বাঙ্গাপানীয়া নদীর উপর কোন এস. পি. টি ব্রিজ তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকিলে ১৯৮৯-৯০ সনের মধ্যে উক্ত ব্রীজ তৈরীর কাজ আরম্ভ করা হবে কি ?

৩। যদি পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ ?

## উত্তর

১। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২। প্রস্তাবিত ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার প্রয়োজনীয় মাটির কাজ শেষ হইলে উক্ত ব্রীজ তৈরীর কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। জমি না পাওয়ায় রাস্তার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।

৩। উপরোক্ত প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

**শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা** ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিতনবাড়ী সন্নিকটে রাঙ্গাপানীয়া নদীর উপর ব্রীজ খুব জরুরী। আমরা গত ১০ বৎসর দেখেছি, বামফ্রণ্ট সরকার কনিষ্ঠা আঙুল দেখাতে দেখাতে শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। এই জিনিসটা খুব দরকার। জনসাধারনের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এইটা জরুরী ভিত্তিতে করা হবে কিনা জানাবেন কি?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেই বলেছি রাঙ্গাপানীয়া নদীর উপর ব্রীজটি করার সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে, ১৯৮৮-৮৯ ইংরাজীর বাজেটে এইটা ধরা হয়েছে এবং প্রাথমিক অ্যাসটিমেটে উক্ত ব্রীজটি ধরা হয়েছে, আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া যাওয়ায় কাজটি বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রস্তাবিত ব্রীজ প্রর্যন্ত রাস্তার প্রয়োজনীয় মাটির কাজ শেষ হইলে উক্ত ব্রীজ তৈরীর কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

**শ্রীবদ্ধ দেববর্মা** :— সাপ্লিম্যাণ্টারী স্যার, জায়গা না পাওয়াতে জিনিষটা হইতেছেনা। সরকারের টাকা পয়সা যেখানে আছে সেখানে এটা একুাইজিশন করে নিলেই ত হয়ে যায়। কাজেই এটা অত্যান্ত দরকার।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, টাকা থাকলে এবং একুাইজিশন করা হলেও অনেক সময় নানা রকম রাজনৈতিক কারণে জমি পাওয়া যায়না। তবে মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব এ ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য এবং আশা করা যায় অতি শীঘ্র আমরা এই কাজ করতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস** :— (শালগড়া) এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

**মিঃ স্পীকার** ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

**শ্রী মতিলাল সাহা** ঃ— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

## প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং টি, আর টি, সির ষ্টোরে দেড় লক্ষাধিক টাকার হিসেব বহির্ভূত যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে যা দীর্ঘদিন যাবৎ ষ্টোরের ষ্টক রেজিষ্টারে এন্ট্রি দেওয়া হয়নি।

২। সত্য হলে এ ব্যপারে কর্তৃপক্ষ কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

৩। ইহাও কি সত্য এক শ্রেণীর দুর্ণিতী পরায়ন কর্মচারী এবং অসাধু ব্যবসয়ীদের যোগ-সাজসে বড়জলা ওয়ার্কসপ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার টাকার যন্ত্রপাতি এবং টি, আর, টি, সির বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী পাচার হয়ে যায় এবং ;

৪। সত্য হলে সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

## উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। ২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ইহাও সত্য নহে। ৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** ঃ— সাপ্লিম্যাণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে মেকানিকেল এসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার চন্দন মজুমদার যখন বড়জলা ওয়ার্কশপের দায়িত্বে যান তখন উনি ওয়ার্কশপ ভেরিফাই করেন এবং এটা ধরা পড়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যারা মেকানিকেল তাদের হাত থেকে বেড়িয়ে আসে। মাননীয় মন্ত্রীর এটাও জানা আছে কিনা যে, সেখানে যে সমস্ত নূতন যন্ত্রপাতি দেওয়া হত সেগুলি অচল গাড়ীতে ফিট না করে পুরাণ যন্ত্রপাতি ফিট করে নূতন যন্ত্রপাতি তারা নিজেরা পকেটস্থ করত ? তারপর তাদের সময় সুযোগমত ট্রাইয়েলের নাম করে এই সমস্ত মেশিনারি জিনিষগুলি বাহিরে পাচার হয়ে যেত। এ সমস্ত তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রী মতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এরকম কোন তথ্য আমাদের কাছে নাই তবে ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রপাতিগুলিকে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রাখা হত এবং অনেক সময় মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলিকেও আলদা ভাবে রাখা হত যাতে পরবর্তী সময়ে মেরামত করে ব্যবহার করা যায়।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** ঃ— সাপ্লিম্যাণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে, বড়জলা ওয়ার্কশপে অনেক মূল্যবান মেসিন আছে যেখানে মেকানিজমের কাজ হয় তা সত্বেও কি কারণে বাহিরের ফার্মে, যেমন অনুপম মেকানিকেলে বোরিং করানোর জন্য নিয়ে আসা হয়, যেখানে বড়জলাতে বোরিং মেশিন আছে এবং সেই মেশিন থাকা সত্বেও ফার্মে নিয়ে এসে সে সুযোগে ইঞ্জিনসহ এসমস্ত যন্ত্রপাতিগুলি পাচার হয়ে যাচ্ছে। সেখানে সুযোগ আছে ইঞ্জিনের নাম্বার চেইঞ্জ করার এবং সেখানে

নুতন নাম্বার বসান যায়। এইভাবে বহু জিনিষ বাহিরের এজেন্টগুলির মাধ্যমে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রী মতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম তথ্য আমার কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন আমরা নিশ্চই তদন্ত করে দেখব।

**শ্রী অমল মল্লিক** :— সাপ্লিম্যাণ্টারী স্যার, বিগত বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে এই নষ্ট হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশগুলি বড আকারে স্তূপীকৃত হতে থাকে, কারণ তখন গাড়ীগুলির যে অরিজিন্যাল পার্টস ছিল সেগুলি তুলে নিয়ে নকল দুই নম্বরী যন্ত্রাংশ লাগানোর ফলেই এই যন্ত্রাংশের স্তুপ বড় আকারে হয়েছে সেই বামফ্রণ্টের শাসনকালে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

**শ্রী মতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকমের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আলাদাভাবে প্রশ্ন এলে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে এবং জবাব দেওয়া যাবে।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে, স্টোর এর ভেরিফিকেশান কবে করা হয়েছে এবং সেখানে যে রেকর্ডপত্র মেনটেইন করা হয়েছে সেটা দেখা হয়েছে কিনা ? দুইনং কথা হচ্ছে যে, শিফ্‌ট ইনচার্জ গোবিন্দ সেন তার চেক মেজারমেণ্ট এর পর গাড়ী যখন ইলেক্‌ট্রিক সেকসনে যায় সে সময় গাড়ীটির চারটি ব্রেকশো পাওয়া যায় যার বর্তমান বাজার মূল্য ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা হবে। এইটা যখন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মজুমদারের নজরে আসে তিনি তখন সেখানকার সিকিউরিটি অফিসারকে দিয়ে এইগুলি সিজ্‌ করেন। কাজেই এইসব ঘটনাগুলি যে ঘটেছে তার সঙ্গে কিছু দুর্নীতি পরায়ন কর্মচারী যুক্ত রয়েছে যাদের যোগসাজসে এইসব জিনিষপত্র মালামাল পাচার হয়ে যায়, এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

**শ্রী মতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে টি, আর, টি, সি দপ্তরে যদি কেউ দুর্নীতি পরায়ন হয় তাহলে আইন অনুযায়ী তার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। মাননীয় সদস্য যদি ঠিক এই ধরনের কোন তথ্য দিতে পারেন তবে আমরা সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

**শ্রী রতনলাল ঘোষ** (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০।

**শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০।

**প্রশ্ন :—** ডি. আর ডবলিউদের আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

**উত্তর :—** হ্যাঁ ইহা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীরতনলাল ঘোষ** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি কংগ্রেস টি. ইউ. কে. এস, সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কর্মচারীদের সকল প্রকার ন্যায্য পাওনা ডি. এ. দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ডি. আর. ডবলিউ যারা রয়েছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন বিভাগে তাদের সংখ্যাও প্রচুর এবং তাদের মধ্যে অনেকে আবার প্রচুর শিক্ষিতও আছেন। তাদের ব্যাপারে আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে সরকার বিবেচনা করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, তৃতীয় পে কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে ঐরকম কিছু নাই। রেগুলার এমপ্লয়িদের জন্য রিকোমেণ্ডেসন রয়েছে। এই ধরনের কন্টিজেন্ট, ডি আর, ডবলিউ ওয়ার্কাসদের জন্য কোন রিকোমেণ্ডেশন নাই। যেটা রেটস ছিল ওয়েজেস ফর ডিফারেন্ট কেটাগরিজ অব এমপল্যিজ প্রায়র টু ১.৬.৭৯। সেটা রেটস ছিল মান্থলি রেটেড কন্টিজেন্ট ওয়ার্কস, গ্রুপ ডি জবরুপিস ১৫০.০০ টাকা পার মান্থ। ভিলেজ চৌকিদার ১৭৫ টাকা পার মান্থ। ডি আর ডবলিউ কন্টিজেন্ট ওয়ার্কাস এণ্ড মাষ্টার রুলস ওবার্কাস টেকনিক্যাল ওয়ার্কাস দের জন্য ছিল ৮ টাকা ক্লারিক্যাল জবের জন্য ছিল ৭ টাকা, আর গ্রোপ ডিকাস-৪ দের জন্য ৬ টাকা এবং ৫ টাকা। কেজুয়েল লেবারদের জন্য ছিল ২ ঘণ্টার ডিউটির জন্য ৬০ টাকা। পার্ট টাইম কনটিনজেন্ট ওয়ার্কাস এণ্ড কেজুয়েল লেবারদের জন্য ২ ঘণ্টার জন্য ছিল ৬০ টাকা, ৩ ঘণ্টার জন্য ৮০ টাকা এবং ৪ ঘন্টার জন্য ১০০ টাকা।

স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসে সেটাকে বাড়িয়ে ১.৪.৮৮ থেকে যে রেট করা হয়েছে মান্থলী রেটেড ওয়ার্কাস-দের গ্রোপ-ডি-জব ৫৭০ টাকা পার মান্থ ফ্রম ১৫০ টাকা থেকে ৫৭০ টাকা। ভিলেজ চৌকিদার জব ছিল ১৭৫ টাকা সেটাকে আমরা বাড়িয়ে করেছি ৫৯৫ টাকা। ডি, আর, ডবলিউ. কন্টিজেন্ট ওয়ার্কাস, এণ্ড মাষ্টার রুলস্ ওয়ার্কাসদের টেকনিক্যাল জবের জন্য রুপিস ২১.৫০, ক্লারিক্যাল জবের জন্য রুপিস ২১.৫০, গ্রোপ ডি জবের জন্য রুপিস ১৯.৫০ এণ্ড রুপিস ১৭.৫০ এ পার ডে। কেজুয়েল লেবারার এণ্ড পার্ট টাইম কন্টিনজেন্ট ওয়ার্কাস ২ ঘণ্টার জন্য ৩৯০ টাকা, ৩ ঘণ্টার জন্য ৪১০ টাকা, ৪ ঘন্টার জন্য ৪৩০ টাকা।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ক্লাস-৪ যারা এম্প্লয়ি আছে তাদের এইরকম কোন সার্কুলার দেওয়া হয়েছে কিনা যে, তাদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর থেকে কমিয়ে ৫৮ বছর করা হয়েছে ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা প্রশ্ন হলে জবাব দেওয়া যাবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

**শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা ( রাধা কিশোরপুর ):—** এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২৯।

**শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২৯।

## প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উদয়পুর রাজারবাগ টি, আর, টি, সি বাস স্টেণ্ডের পাশাপাশি পাবলিক বাস স্টেণ্ড ও নির্মাণ করা হয়েছিল।

২। ইহাও কি সত্য পাবলিক বাস স্টেণ্ড এখনো রাজারবাগে নবনির্মিত বাস স্টেণ্ডে স্থানান্তরিত হয়নি :

৩। সত্য হলে তার কারণ এবং ৪। রাজারবাগে পাবলিক বাসস্টেণ্ড বর্তমানে কি কাজে ব্যবহার করা হবে ?

## উত্তর

১। হাঁ।

২। হাঁ, স্থানান্তরিত হয়নি।

৩। জনসাধারণ ও বাস মালিকদের আপত্তির কারনে তাহা স্থানান্তরিত হয়নি।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন।

**শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা :—** সাপলিমেন্টারী স্যার, বর্তমান পাবলিক বাসস্টেণ্ডটি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, নাকি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে ? এবং অন্যত্র সরালে কি কি অসুবিধা হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী মতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমি আগেই বলেছি যে জনসাধারণ এবং বাস মালিকদের আপত্তি উঠার ফলে বিলম্বিত হচ্ছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে বাস স্টেণ্ডটি যত তারাতাড়ি সম্ভব নেওয়া যায়।

**শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, সেখানে যে সমস্ত আপত্তি উঠেছিল সে সমস্ত আপত্তিগুলি নিয়ে লোকাল রিপ্রেজেনটেটিভ, বিভিন্ন পলিটিকেল দলের রিপ্রেজেনটেটিভ এবং বাস মালিক সংগঠনের রিপ্রেজেনটেটিভদের নিয়ে ডি, এম সাউথ-এর এখানে একটি মিটিং হয়েছিল। এটা ঠিক হয়েছিল যে, টাউনে বাস না ঢুকলে একটা অংশের মানুষের অসুবিধা হবে। তার জন্য সিংগেল ওয়েটাকে ঘুরিয়ে টাউনের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্তটা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর না হওয়ার কারণ কি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীমতিলাল সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্থানীয় জনসাধারণ এবং বাস মালিকদের নিয়ে এই ব্যাপারে আমরা একটা মিটিং করব বলে ঠিক করেছি এবং সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সেটা করব।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

**শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ** ( মোহনপুর ) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৩।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৩।

**প্রশ্ন**

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কামালঘাট হতে গামছা কবরা ভায়া নৃপেন্দ্রনগর পর্যন্ত রাস্তাটি পিচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থেকে থাকে, তবে কবে পর্যন্ত উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর**

১। না।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই রাস্তাটি ১৯৬২ইং সনে করা হয়েছিল, তারপর সি-পি-এম, যখন সরকারে এসেছিল, তখন এই রাস্তাটির কোন মেরামত করা হয়নি, এখন রাস্তাটি দুর্দশাগ্রস্ত, ঐ রাস্তা দিয়ে অনেক লোক বিশেষ করে উপজাতি অংশের লোকই বেশী করে। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে এই রাস্তাটির সংস্কার করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, এই রাস্তাটির সোলিং এর কাজ আগেই শেষ হয়েছে, এখন এর মেটেলিং বা কার্পেটিং করার জন্য কোন পরিকল্পনা নাই, তার প্রধান কারণ হল আর্থিক অভাব।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই রাস্তাটির সোলিং এর কাজ হয়েছে, কিন্তু আমি জানি যে এই রাস্তাটির কোন কাজই হয়নি। এই রাস্তার পাশে একটা হাই স্কুল আছে, অধিকাংশ উপজাতি অংশের লোক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়ত করে। কিন্তু রাস্তার এই অবস্থা থাকার জন্য লোকদের চলাফেরার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে এই রাস্তাটির নীচের কাজ করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আর্থিক অভাবের জন্য এটার কাজ করা সম্ভব না।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :— স্যার, আমিও সেই রকম একটা রাস্তার ব্যাপারে অনেক আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পাইনি। যেমন বাইখোরা থেকে লক্ষীছড়া রাস্তাটা। এই রাস্তার পাশেই মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, মাননীয় উপজাতি দপ্তরের মন্ত্রী যথা কাশিরাম রিয়াং এবং দ্রাউ কুমার রিয়াংয়ের শ্বশুর বাড়ী, এমন কি আমারও শ্বশুর বাড়ী। কাজেই এই রাস্তাতে যেখানে এত ভি, আই, পির শ্বশুর বাড়ী রয়েছে, সেখানে এই রাস্তাটির এমন হাল হওয়া উচিত না, বলে আমি মনে করি। তাই, এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু দৃষ্টি দিবেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, এত ভি, আই, পির শ্বশুর বাড়ী যদি এই রাস্তার পাশে হয়, তাহলে তো আমাদের একটু দৃষ্টি দিতে হবে কি ?

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, এই কামালঘাট থেকে নৃপেন্দ্রনগর রাস্তাটির পাশেই প্রাক্তন

ভি, আই, পি উপ মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবুর শ্বশুর বাড়ী রয়েছে, এই রাস্তায় একটি ভাঙ্গা পুল আছে। কাজেই জামতা ভি, আই, পির শ্বশুর বাড়ী যেখানে, সেই রাস্তার দিকে একটু মনোযোগ দিবেন কি ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, ভি, আই, পি মন্ত্রী, ভি, আই, পি এম, এল, দের শ্বশুর বাড়ী যে রাস্তায়, সেই রাস্তার দিকে সরকারের অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া দরকার, এটা নিশ্চয় সবাই মানবেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( কাকরাবন ) :— স্যার, ভি, আই, পিদের শ্বশুর বাড়ী যে রাস্তায় থাকবে, সেই রাস্তার উন্নতি হবে, এটা উত্তম প্রস্তাব। তাই যদি হয়, তাহলে আমিও প্রস্তাব করছি, যে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্য যারা আছেন, তারা প্রত্যেকেই আর একটি করে বিয়ে করলে, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক রাস্তা হবে।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাবটা আমাদের সবার বিবেচনা করে দেখা উচিত। ( সব দিক থেকে হাস্যরোল )

**মিঃ স্পীকার** :— আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন। ( সবদিকে হাসির রোল )।

**মিঃ স্পীকার**:— শ্রীনকুল দাস।

**শ্রীনকুল দাস** ( রাজনগর ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৮০। ফাইনেনস্ ডিপার্টমেণ্ট।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৮০।

## প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা জেলাপরিষদ থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয় তবে টাকার অঙ্ক কত এবং কি কি সর্তে তা ধার নিয়েছেন ?

৩। এ, টাকা ধার নেওয়ার কারণ কি ?

## উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা ?

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৭১।
পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৭১।

## প্রশ্ন

১। সম্প্রতি রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিদ্যুত দপ্তরের সচিব ও কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ফ্রান্স, লণ্ডন ও পশ্চিম জার্মাণী সফরে গিয়েছিলেন কিনা?

২। গিয়ে থাকলে কেন গিয়েছিলেন এবং এই বাবদ সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে?

## উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বড়মুড়া দ্বিতীয় ইউনিটের মেরামতের ব্যবস্থাপনা ও ৩নং ইউনিটের যন্ত্রাংশের পরিদর্শন ও ভবিষ্যতে বড়মুড়ার গ্যাস টারবাইনের রক্ষনা বেক্ষণের নীতি নির্ধারনের জন্য উক্ত তিন দেশে এই গ্যাস টারবাইনের নির্মানকারী ও তার সহযোগী সংস্থার সঙ্গে আলোচনার জন্য ফ্রান্স লণ্ডন ও পঃ জার্মানী গিয়েছিলেন তদুপরি তাহারা ফ্রান্সে কয়েকটি ক্ষুদ্র জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজও দেখেন। যার সম্ভাবনা ত্রিপুরায় আছে। এই বাবদে ত্রিপুরা সরকারের আনুমানিক মোট ৫০ ( হাজার ) টাকা খরচ হয়েছে। যার সংস্থান উক্ত প্রকল্পের কাজের হিসাবে ধরা হয়েছিল।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন নিজেই ফ্রান্সে গিয়েছিলেন আমরা জানতে চাচ্ছি যে তিনি ফ্রান্সে গিয়ে তিনি কি কি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** :( রাষ্ট্র মন্ত্রী ) স্যার, যখন ইউনিট মেশিন কেনা হয় তার কতগুলি সর্তের উপর স্বাক্ষর করতে হয়। তখন এখান থেকে যে চারজন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একজন থাকেন রাজ্যের পরামর্শদাতা হিসাবে সেখানে চারজনকেই স্বাক্ষর করতে হয়েছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে কি টেকনিকেল এক্সপার্ট।

টেকনিকেল এক্সপার্টরাইতো এই সমস্ত স্বাক্ষরের সঙ্গে যুক্ত। আর যদি বিদেশের সঙ্গে চুক্তি করতে হয় সেটাতো সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপার। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের চুক্তি করতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্র মন্ত্রী :— স্যার, এটাতো আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে, কতগুলি যন্ত্রাংশ কিনতে গেলে সেই যন্ত্রাংশ ওরা কি কনডিশনে দেবে, সেই সমস্ত জিনিষ কেনার যে টাকা সেই টাকার কত পার্সেন্ট দেবে, তারপর জিনিষ আসার পর টাকা দেওয়া, জিনিষ না আসার পর দেওয়া এই সম্পর্কে সই করা যায়।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি স্পেসিফিক জানতে চাইছি যে কোন কোন চুক্তিতে এবং কোন কোন কনডিশনের মধ্যে তিনি স্বাক্ষর করেছেন?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) আলাদা প্রশ্ন না করলে এখন এ সম্পর্কে হাউসে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া যাবেনা।

## ইন্টারাপশান

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, এটা হতে পারেনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ফ্রান্সে গিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন আর ত্রিপুরাতে এসে তা প্রকাশ করবেন না এটা হতে পারেনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন এটা হাউসে প্রকাশ করতে হবে।

## ইন্টারাপশান

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, মহোদয়দের বসার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার হাউসে দেওয়া যাবেনা, এই কথা আমি বলিনি আমি বলছি আলাদা প্রশ্ন করলে এর উত্তর দেওয়া হবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার ফ্রান্সে গিয়ে কি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে হবে।

## ইন্টারাপশান

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি যে গত বামফ্রন্ট

সরকারের আমলে একই কোম্পানী থেকে দুইটা মেশিন কিনা হয়। দ্বিতীয় মেশিনটি চালানোর মেয়াদ ছিল ৮ হাজার ঘণ্টা চালানোর পর মেশিনটাকে একটু রেষ্ট দিতে হয়। কিন্তু সে রেষ্ট না দিয়ে মেশিনটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ১৯ হাজার ঘণ্টা চালানো হয়। ফলে, মেশিনটি নষ্ট হয়ে যায়। মেশিনটির এমন মেজর ডিফেকট দেখা দিয়েছে যে, তা ঠিক করতে প্রায় ২ কোটি টাকার মত খরচ লাগে। বিনা খরচে মেশিনটি চালু করার জন্য সেই কোম্পানী রাজি হয় নি। তারা বলল যে, এখানকার ইঞ্জিনীয়াররা এটা চালাতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। আমরা বললাম, তাহলে তদন্ত হোক এবং তিনটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো, একটা রাজ্য স্তরে, আরেকটা কেন্দ্রীয় স্তরে এবং অপরটি কোম্পানী স্তরে। এই তিনটা তদন্ত কমিটি একই রিপোর্ট দিল যে, এই মেশিনটিকে ৮ হাজার ঘণ্টা চালানোর পর রেষ্ট দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না দিয়ে ১৯ হাজার ঘণ্টা চালানোর ফলেই মেশিনটি বিকল হয়ে যায়। ৩য় ইউনিটটি কিনার চুক্তি আমরা করিনি, বামফ্রন্ট সরকারই করে গিয়েছিলেন এবং উক্ত কোম্পানীকে ২০ পার্সেণ্ট টাকা তাঁরাই দিয়ে গিয়েছিলেন। স্যার, এখানে একটা সন্দেহ দেখা দিল যে, দ্বিতীয় ইউনিটটি যখন নষ্ট হয়ে গেল এবং ৩য় ইউনিটটিরও ২০ পার্সেণ্ট টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, সুতরাং এই মেশিনটা আমরা নেব কিনা এই প্রশ্ন জাগল। যার জন্য এই প্রজেকটা করতে দেরী হয়ে গেল, এটা আরও আগে করার কথা ছিল। এটা যদি বফোর্সের সঙ্গে চুক্তি হয়, তাহলে এটা তাঁরাই করে গিয়েছিলেন, কারণ এই চুক্তি তাঁদের আমলেই করা হয়েছে। আমি ফ্রান্সে গিয়ে সেই কোম্পনীর উপর চাপ সৃষ্টি করেছি। তখন তারা বলল যে, দ্বিতীয় ইউনিটটি তারা বিনা পয়সায় ঠিক করে দেবে যদি ৩য় ইউনিটটি আমরা নেই। তখন আমরা চিন্তা করলাম যে, ৩য় ইউনিটটির জন্য ২০ পার্সেণ্ট টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, যদি আমরা না নেই তাহলে আমাদের লস হয়ে যাবে। আর নিলে দ্বিতীয় ইউনিটটি বিনা পয়সায় ঠিক করে দেবে। তখনই আমরা ৩য় ইউনিটটি কিনার সিদ্ধান্ত নেই এবং বিনা পয়স য় ঠিক করে দেবার জন্য একটা লিখিত চুক্তিতে উভয় পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করা হয়। সুতরাং আমার এই ফ্রান্সে যাওয়ার ফলে এই রাজ্যে দেড় থেকে দুই কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি যে প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের উত্তর পাইনি। মাননীয় মন্ত্রী এর উত্তরে বলেছেন ৩/৪ টা চুক্তিতে সই করতে হয়েছে, আমরা ডকুমেণ্টগুলিকে দেখতে চাই, এই হাউসে পেশ করা হোক। এই ডকুমেণ্টে মন্ত্রী কোন অধিকারে, কিভাবে সমস্ত স্বাক্ষর করেছেন, নিশ্চয়ই তার অধিকার আছে, সেই অধিকারগুলি আমরা দেখতে চাই, সেইগুলি কি, কি কি কনডিশ্যান হয়েছে। রাজ্যের স্বার্থে হবে, বিদ্যুতের কথা বলা হচ্ছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে আর তার কি কি চুক্তি হলো, সেই চুক্তিতে কি সই হবে, সেগুলি জানতে পারবো না? এইগুলি সাবমিট করতে হবে স্যার।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— দুই কোটি টাকা।

গণ্ডগোল

শ্রীসমর চৌধুরী :— একটা কথাও তিনি বলেন নি, উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকম ইতিহাস টানছেন, আমি ইতিহাস শুনতে চাই না, কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ?

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— উনি তো বলছেন জন স্বার্থে, তাতে ত্রিপুরার লাভ হয়েছে।

গণ্ডগোল

শ্রীসমর চৌধুরী :— সেটা আমরা শুনতে চাই না। কোন চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন?

মিঃ স্পীকার :— যদি কোন পাবলিক লস্ হয় তাহলে আমি বলব সেটা হি ইজ টু প্রডিস অর বাউণ্ড। উনি বলেছেন পাবলিকের ইন্টারেষ্ট রয়েছে, টাকা লাভ হয়েছে সুতরাং হোয়াট এভার মে বি।

গণ্ডগোল

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটাকে ভিত্তি করে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, টোট্যাল চুক্তি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা চাই এই ডকুমেন্ট এখানে প্রডিউস করা হোক।

গণ্ডগোল

শ্রীবিমল সিনহা ( কমলপুর ) :— প্রশ্নটা নিয়ম নীতির প্রশ্ন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— "এ মেম্বার অব দি গভর্ণমেণ্ট ক্যান নট্ বি কমপেল্ড টু সেটিসফাই বাই আনসার এ্যাণ্ড পারটিকুলার মেম্বার সুতরাং ইউ ক্যান নট কমপেইল।" স্যার, এই হচ্ছে রুলস্।

( গণ্ডগোল )

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে বিভ্রান্তির চেষ্টা করছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) : - ডিসিশ্যান অব্ দি স্পীকার অব্ দি ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী ভলিউম ওয়ান।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবিমল সিনহা :—** আমার একটা প্রশ্ন, একবার উনি বলছেন ডকুমেণ্ট দেখানো যাবে না, একবার বলছেন আলাদা প্রশ্ন হলে জবাব দেবেন, আমরা কোনটা মেনে নেব ?

**মিঃ স্পীকার:—** এখানে একটা জিনিষ দেখবো জনগণের ক্ষতি সাধিত হয়েছে কিনা, পাবলিক ইণ্টারেষ্ট কিছু হয়েছে কিনা।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই হাউসে, ওদের অপদার্থতার জন্য এই রাজ্যের মানুষকে দুই কোটি টাকা দিতে হতো, সেই দুই কোটি টাকা থেকে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী ( ঋষ্যমুখ ) :—** স্যার, এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি প্রশ্ন উঠেছে।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার এখানে কোন দুর্নীতি হয়নি, দুর্নীতি করলে ওরা করেছে।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** পাবলিকের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, সেটা যদি আপনারা বলেন আমি বলব, উনি বলেছেন পাবলিকের জন্য ত্রিপুরার ২ কোটি টাকা লাভ হয়েছে।

( গণ্ডগোল )

( বিরোধী সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন )

**মিঃ স্পীকার :—** নো, নো, আই স্যুড নট এলাউড দিস স্টেপ। যেহেতু মিনিষ্টার স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন যে বাহিরে যাওয়াতে ২ কোটি টাকা ত্রিপুরার সাশ্রয় হয়েছে। সুতরাং আই ক্যান নট বাউণ্ড ইন টু প্রডিউস হোয়াট হি হেজ ডান।

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** যদি বিরোধীরা কোন প্রমাণ দেখাতে পারতেন যে ত্রিপুরার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে বলে তাহলে আমি বলতাম যে, হ্যাঁ, সমস্ত ডকোমেণ্ট তুমি প্রডিউস কর। যেহেতু ওনারা ত্রিপুরার স্বার্থ

বিস্মিত হয়েছে এই ধরনের কোন ডকোমেণ্ট প্রডিউস করতে পারেনি, সুতরাং আই রুড নট এলাউড দিস। আমি এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচীতে যাচ্ছি যে সকল তারকা চিহ্নিত ( * ) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ( ANNEXURES— 'A' & 'B' )।

## REFERNCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :—** এখস রেফারেন্স পিরিয়ড.। আমি আজ একটা নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে পেয়েছি, সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এই বিষয়ে যে নোটিশটি দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি। মাননীয় সদস্যের নাম শ্রীনকুল দাস।

**শ্রীনকুল দাস ( রাজনগর ) :—** স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে, "গত ২৪শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং বিলোনীয়া বিভাগের রাজনগর থানাধীন বড়পাথরী পঞ্চায়েতের সোনাপুর গ্রামের নারায়ন চৌধুরীদের বাড়ী অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি, যদি তিনি আজ অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন কবে উনি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটির জবাব আমি ৫-৪-৮৯ইং তারিখে দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড. আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ইহার গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের জন্য আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে ওনার নোটিশটি সভায় উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ( শালগড়া ) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হচ্ছে "ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় ৩১শে মার্চ" ১৯৮৯ ইং সংখ্যায় ৩২০ জন যে গ্রামের অধিবাসী দুর্গম লাংট্রেইক পাহাড়ী গ্রাম মহারাণী তান্ত্রিকের কবলে মৃত ১২ আক্রান্ত বহু শিরোনামে প্রকাশিত

সংবাদ সম্পর্কে" ।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এ বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ দিতে অপারগ হন তাহলে কবে দিতে পারবেন সে অনুসারে আমাকে একটি তারিখ জানাবেন ।

**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৬ই এপ্রিল এ প্রশ্নের জবাব দেব ।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ আরেকটি নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি । নোটিশটি পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ইহার গুরুত্ব অনুসারে ইহা উত্থাপনের সম্মতি আমি দিয়েছি । এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়কে ওনার নোটিশটি উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি ।

**শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং** ( শান্তির বাজার ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হচ্ছে "আগরতলা অভয়নগর এলাকায় ৩১-৩-৮৯ইং রাত্রে কংগ্রেস (ই) কর্মী দীলিপ দাস খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে" ।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে আপারগ হন তাহলে কবে দিতে পারবেন তার একটা তারিখ আমাকে জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন ।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ বিষয়ের উত্তর আমি ৪-৪ ৮৯ইং তারিখে দেব ।

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্য্যসূচীতে ৩টি বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ উত্তর দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন । প্রথম নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং । নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ১২ই জানুয়ারী ১৯৮৯ইং দৈনিক সংবাদের ১ম পাতায় ৭ম কলমে প্রকাশিত" 'স্কুল পরিদর্শের অফিসে খেলার সরঞ্জাম কেনা নিয়ে দুর্নীতি চলছে' সংবাদের ঘটনা সম্পর্কে । আমি এখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ।

**শ্রীঅরুণ কুমার কর** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১২-১-১৯৮৯ইং তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতি খবরের

পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় তেলিয়ামুড়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক মোহরছড়া প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেডের নিকট থেকে ১০,৭১৮ টাকার ৪০ পয়সা এবং তেলিয়ামুড়া প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিমিটেডের নিকট থেকে ৫৪,৭৭৪ টাকা ৭০ পয়সার খেলার সরঞ্জাম ক্রয় করেছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক তদন্তে এই ক্রয়ের ব্যাপারে কিছু অনিয়ম আছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আরও তদন্ত প্রয়োজন। তদন্ত সম্পূর্ণ হলে উপযুক্ত স্তরে বিচার বিবেচনার পর কোন ব্যাক্তি বা সংস্থা দোষী সাব্যস্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শিক্ষা বিভাগ থেকে নেওয়া হবে।

**শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :—** পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, প্যাক্সের নামে অর্ডার সাপ্লাই করা হলেও বামফ্রন্টের জনৈক শিক্ষক এবং ঐ এলাকার কর্মী এক যোগে প্যাক্সের নাম ভাঁড়িয়ে নিজেরা এসব নিম্নমানের জিনিষ সাপ্লাই করেছেন। পুরোপুরি মাল না দিয়ে বিল করে ওরা টাকা নিয়েছেন। এসব তথ্যগুলি পেয়েছেন কিনা ? যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে সঠিক তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা করছেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীঅরুন কুমার কর ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে প্রাথমিক তদন্তে কিছু অনিয়ম আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে দেখা যায় খেলাধুলার জিনিষগুলির গুণগত মান অনুসারে মূল্য বাজারদরের তুলানায় বেশী হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভুলক্রমে মোট মূল দামের উপর শতকরা ৭ পাসেণ্ট বেশী পেমেন্ট করেছেন। খেলার সরঞ্জামের দর জানানোর সময় প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমস্ত টাকা দর জানিয়েছিলেন এবং ঐ দামের উপর শতকরা ৫ শতাংশ অতিরিক্ত সার্ভিসিং চার্জ দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল, কিন্তু বিল করার সময় মোট মূল্যের উপর শতকরা ৫ পার্সেন্ট সার্ভিসিং চার্জ না ধরে ১২ পার্সেন্ট ত্রিপুরা সেইলস ট্যাকস্ চার্জ করেছেন। সে বিলের টাকা পেমেন্ট হয়ে গেছে। ২টা প্রাথমিক সমবায় সমিতি থেকে অতিরিক্ত পেমেন্টের বারাদ্ধ ৪ হাজার ৯৩ টাকা ৩২ পয়সা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এবং আরও তদন্তক্রমে যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন তাদেব বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন সরকার মহোদয় কর্তৃক উথাপিত হয়েছিল এবং সেই নোটিশটির উপর আজকে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল "গত ১১-৩-১৯৮৯ ইং খোয়াই মহকুমার ধলাবিল গাঁওসভার বিশারথ চৌধুরী পাড়ার শ্রীমতি প্রিয়বালা দেববর্মাকে কতিপয় সমাজ বিরোধী কর্তৃক অপহরণ করে অমানবিক নির্যাতন সম্পর্কে।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১২-৩-৮৯ ইং সকাল ৯-১৫ মিঃ সময় খোয়াই থানাধীন বিশারদ চৌধুরী পাড়া গ্রামের শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মার কন্যা শ্রীমতি প্রিয়বালা দেববর্মা খোয়াই থানাতে উপস্থিত হইয়া জানায় যে, গত ১১-৩-৮৯ ইং বিকাল প্রায় ৩-৩০ মিঃ সময় তাহার বোন মৃত্তিকা দেববর্মা বলে যে একটি ছেলে নাকি তাহাকে ডাকিতেছে। শ্রীমতি দেববর্মা বাহিরে আসিলে দেউলিয়া টিলার চিত্ত দেবনাথ তাহাকে জঙ্গলের ভিতর নিয়া যায় এবং তাহাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকিয়ে রাখে। রাত্রি অনুমান ১১-৩০ মিঃ সময় সে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছে। উক্ত ঘটনার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬/৩৭৫ ধারায় খোয়াই থানার ১১(৩)৮৯ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ গত ১২-৩-৮৯ ইং উক্ত মোকদ্দমার এফ-আই-আর-এ বর্ণিত আসামী চিত্ত দেবনাথকে ( পিং কর্ণমুনি দেবনাথ, সাং— দেউলিয়া টিলা ) গ্রেপ্তার করিয়া ঐ দিনই মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে সে হাজতে আছে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে পূর্বে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে প্রণয় ছিল। মোকদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

**শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা** ( আশারাম বাড়ী ) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, যখন এই প্রিয়বালা দেববর্মা গিয়ে এসব কথাগুলি বলল তখন তার কোন ডাক্তারি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়েছিল কিনা ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আইনের ধারাগুলি বলেছি সেখানে ধর্ষণের এবং কিডনেপিংয়ের ৩৬৬ নং ধারায় ২টাই আছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( ঋষ্যমুখ ) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই চিত্ত দেবনাথ যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ইলেকশন এজেন্টের মত খুব ঘনিষ্ট লোক ছিলেন এবং ইলেকশনে দারুন খাটাখাটুনি করেছেন। এটা তিনি নিজেও খুব ভাল করে জানেন। স্যার এটা একটা সুনির্দিষ্ট কেইস যে প্রিয়বালা দেববর্মা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পি সংঘের একজন সদস্যা। তাকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই জোট সরকার আসার পর এ ধরণের ঘটনা ক্রমশঃ বাড়ছে, কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কোন তথ্য দেবেন কিনা ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের নিকট যে রেকর্ড আছে তাতে দেখা যায় পূর্বতন সরকারের আমলে প্রতিদিন ১টা করে ধর্ষনের ঘটনা ঘটত কিংবা শ্লীলতা হানির ঘটনা ঘটত। এই চিত্ত দেবনাথের কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই। তবে তার পিতা কর্ণমুনি দেবনাথ ঐ এলাকার সি, পি, এমের লোকেল কমিটির সভাপতি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা বার বার মিথ্যা কথা বলবেন আর তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা। স্যার, ওনারা যে মিথ্যা কথা বলছেন এর দ্বারা তো তারা আপনাকে বার বার অপমান করছেন। এইটা সভার মধ্যে চলবে কিনা ?

**মিঃ স্পীকার :—** কোন মেম্বার বা কোন মন্ত্রী যদি এখানে কিছু বলেন তবে সেটাকে সত্যি বলেই ধরে নিই, যদি না এইটা মিথ্যা বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, নির্বাচনের পর যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটিই সর্বেসর্বা।

**মিঃ স্পীকার :—** উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৩, ৩, ৮৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— 'গত ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং ধর্ম্মনগর মহকুমার হাফলংছড়া চা বাগানে টি-ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা গৌরাঙ্গ তাঁতী কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক খুন হওয়া সম্পর্কে'

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার গত ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৯ইং কতিপয় দুষ্কৃতকারী দ্বারা গৌরাঙ্গ তাঁতী খুন হওয়ার সংবাদ পুলিশের জানা নাই। তবে বিগত ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং হাফলংছড়ায় গৌরাঙ্গ তাঁতীকে সি, পি, আই, ( এম ) এর সক্রিয় সদস্য নন্দলাল তাঁতী দা দ্বারা আঘাত করার ফলে হাসপাতালে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে। ঘটনাটি নিম্নরূপ :—

বিগত ২৪-১-৮৯ ইং তারিখ রাত্রিবেলা গৌরাঙ্গ তাঁতীর ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়ের সহিত নন্দলাল তাঁতীর বোন উর্মিলার বিয়ের পাকা কথাবার্তা উভয় তরফের অভিবাকের উপস্থিতিতে গৌরাঙ্গ তাঁতীর বাড়ীতে ঠিক হয়। অজয় এবং উর্মিলা উভয়ের মধ্যে পূর্ব থেকে ভালবাসা ছিল। এই ঘটনা জানার পর নন্দলাল তাঁতী তার বোন উর্মিলাকে তিরস্কার করে। বিগত ২৫-১-৮৯ তারিখ প্রভাতে উর্মিলা অজয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এই সংবাদ পেয়ে নন্দলাল তাঁতী হাতে একটি দা নিয়ে অজয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময় উর্মিলাকে খোঁজতে যায়, এবং অজয়ের বাড়ীতে ঘরের বারান্দায় গৌরাঙ্গ তাঁতী ও অজয়কে বসে থাকতে দেখে। ঐ সময় নন্দলাল তাঁতী অজয়ের ঘরে উর্মিলাকে খোঁজার জন্য প্রবেশ করতে উদ্যত

হলে গৌরাঙ্গ তাঁতী তাকে বাধা দেয়। ইহাতে নন্দলাল তাঁতী ক্রোধান্বিত হয়ে তার হাতের দা দিয়ে গৌরাঙ্গ তাঁতীর গলা লক্ষ্য করে আঘাত করে। ফলে গৌরাঙ্গ তাঁতী গুরুতর রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথিমধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হন। উপরোক্ত ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ১১(১)৮৯ নং মোকদ্দমা ধর্মনগর থানায় নথীভুক্ত করেন। এই ঘটনার অভিযোগে নন্দলাল তাঁতী বর্তমানে হাজতে আছে। ঘটনার জোর তদন্ত চলিতেছে।

**শ্রীবিমল সিংহ** (কমলপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে, গৌরাঙ্গ তাঁতীকে মেয়ে সংক্রান্ত কারণে হত্যা করা হয়েছে। এইভাবে তিনি রিপোর্টটা দিতে চেয়েছেন। এই কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম, একই প্লেনার যারা এই সমস্ত মার্ডারের প্লেন করে ওদের প্লেনে কৈলাসহরের অমূল্য গুণ্ডাকে হত্যা করা হলো বামলুং বাগানের কাছে সরোজিনি বাগানের শ্রমিক। হাফলংএ ত্রিপুরা টি ওয়ার্কাস এই এলাকার নেতা যে গৌরাঙ্গ তাঁতী তাকে হত্যা করা হলো এবং এই ঘটনাটা মেয়ে সংক্রান্ত বলে চেপে দিতে চাইছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এই ঘটনার আগে থেকেই তাকে হত্যা করতে পারে বলে এই মর্মে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্বয়ং এবং ত্রিপুরার আরো অন্যান্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিভিন্ন অফিসারের কাছে দরখাস্ত দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস (ই) গুণ্ডারা আমাকে হত্যা করতে পারে, এই মর্মে দরখাস্ত দিয়েছিলেন সেই গৌরাঙ্গ তাঁতী। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকাশ করবেন কিনা ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন** ( মন্ত্রী ) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন ঘটনাই চেপে দেবার উদ্দেশ্য আমার নাই। গৌরাঙ্গ তাঁতীর পক্ষে যে এফ, আই, আর, করা হয়েছে সেই এফ, আই, আর অনুযায়ী ঘটনাটা এখানে বলা হয়েছে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** : – ( ধনপুর ) পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এফ, আই, আর, এর মধ্যে তো আরো অনেকের নাম ছিল শুধু একটা নাম ছিলনা। সেই নামগুলি থেকে শুধু একজনকে মাত্র গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এফ, আই, আর, এ বলা হয়েছে যে, সি, পি, আই, (এম)-এর সদস্য নন্দলাল তাঁতী দা দিয়ে গৌরাঙ্গ তাঁতীকে মেরেছে। কজেই মেইন যে একিউজড, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্যদের নাম থাকলে তাদের সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। নাম দিলেই তো চলবেনা। তদন্ত করে দেখতে হবে সত্যি না মিথ্যা। তারপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** স্যার, তারা সবাই সেখানকার কংগ্রেস (আই)-এর নিয়মিত কর্মী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে এই কারণেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। এ তথ্য উনার কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন** (মন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নন্দলাল তাঁতী সি, পি, এম, দলের সদস্য এবং গত নির্বাচনে সি, পি, এম প্রার্থীর হয়ে কাজ করেছেন। উনাকেই আসামি হিসাবে ধরা হয়েছে।

**শ্রীবিমল সিনহা :—** স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এফ, আই, আর-এ এক-জনের নাম ছিল এবং সেই অনুযায়ী নন্দলাল তাঁতিকে ধরা হয়েছে। পুলিস তদন্ত করেছে। শ্রমিক বস্তির সবাই সেখানে সাক্ষী দিয়েছেন। তারপর পুলিশও গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিশেষ মেসেজ নিয়ে দূত প্রেরণ করার পর তাদেরকে রাস্তার মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়। এ তথ্য সত্য কিনা ?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

সদস্যের নাম —**শ্রীবিমল সিন্হা** মহোদয়।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১২ই অক্টোবর, ১৯৮৮ইং বিলোনিয়া বিভাগের বীরচন্দ্র মনু হত্যা-কাণ্ডের প্রত্যক্ষ দর্শি সাক্ষীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ব্যাপক গ্রেপ্তারী পরোয়ানাজারী করে ঘটনার সাক্ষ্য লোপাট অভিযোগ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহ মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে-দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ৫-৪-৮৯ইং এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

সদস্যের নাম **শ্রীঅমল মল্লিক।** নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "বিগত ২০শে মার্চ, ১৯৮৯ইং দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত জোলাইবাড়ী এলাকায় অস্ত্রসহ সহস্রাধিক সি-পি-এম কর্মী, সমর্থক, নেতার কংগ্রেস-এ যোগদান সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগামী ৪-৪-৮৯ ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয়ের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনীয় নোটিশ পেয়েছি। উনার নোটিশের বিষয়বস্তু হল - "গত শুক্রবার ২৪/৩/৮৯ইং তারিখ রাত অনুমান ৯-৩০ ঘটিকায় বাইখোরা থানায় পুলিশ কর্তৃক সহদেব দেবনাথ ও তরুন দেবনাথকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা এবং আরো কয়েকজনকে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি বিবৃতি দিতে অপারগ হন। তাহলে তিনি আমায় একটি পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দেবেন।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি আগামী ৬/৪/৮৯ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৬/৪/৮৯ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

আজ, একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নে বর্ণিত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— "বিগত ২৭/২/৮৯ ইং বিলোনিয়া থানাধীন উত্তর তাকমার কংগ্রেস ই) কর্মী হরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় হরচন্দ্র দেববর্মা সহ তিনজনকে গুরুতর আহত করে ঋণমেলা পাওয়া ৪০০০ টাকা ডাকাতি করে নেওয়া সম্পর্কে

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিগত ২৮/২/৮৯ইং তারিখে বিলোনীয়া থানাধীন উত্তর তাকমা গ্রামের শ্রীবিশ্বরাম রিয়াংএর পুত্র শ্রীনবজয় রিয়াং স্বয়ং বিলোনিয়া থানায় উপস্থিত হইয়া এজাহার করে যে পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৭/২/৮৯ ইং তারিখ মধ্য রাত্রিতে ১০-১৫ জনের এক অজ্ঞাত ডাকাত দল উত্তর তাকমা গ্রামের শ্রীহরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনদের মারধোর করে নগদ ও চাউল আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০০০ টাকা হবে লুঠ করে নিয়ে যায়। উক্ত ডাকাতির সংবাদটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় মোর্কদমা নং ২৪(২)৮৯, নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে যে, গত ২৭-২-৮৯ তারিখ মধ্য রাত্রিতে ৯ জনের মত এক উপজাতি ডাকাত দল যাদের বয়স অনুমান ২০ থেকে ২৫ বৎসর অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুখে কাপড় বেধে শ্রীহরচন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে। ডাকাতি করাকালীন ডাকাত দল বাড়ীর মালিক শ্রী হরচন্দ্র দেববর্মা, তার স্ত্রী শ্রীমতি তরুতি রিয়াংকে মারধোর করে নগদ ৪০০০ টাকা একটি শাড়ী কাপড় ও ১০ কেজি চাউল লুঠ করে নিয়ে যায়। ডাকাত দলের মারধোরের ফলে প্রত্যেকেই তাদের শরীরে জখমপ্রাপ্ত হন। আহত সবাইকে প্রথমে শান্তির বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। বিগত ২৮-২-৮৯ তারিখ আহত সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য উদয়পুর হাসপাতালে পাঠান হয়, বর্তমানে সবাই হাসপাতাল হতে ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে যায়।
পুলিশ ঘটনার ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছেন এবং প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার এবং লুন্ঠিত অর্থ ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

ডাকাত দল কর্তৃক লুঠ করা ৪০০০ টাকা ঋণমেলা হতে পেয়েছিল বলে তদন্তে প্রকাশ এবং ঐ টাকা বীরচন্দ্র গ্রামীন ব্যাংকের শাখা অফিস হতে গত ২১-২-৮৯ তারিখ তোলা হয়েছিল বলে প্রকাশ।

**শ্রীঅমল মল্লিক** (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি যে, বিগত ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন ঋণ মেলার আয়োজন করা হয় তখন তাকমা গ্রাম নিবাসী শ্রীহরচন্দ্র দেববর্মাকে উদয়পুর মহকুমার গজিচড়ার উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সদস্য ও কর্মিরা ঋণমেলার ফর্ম ফিলাপ করতে

নিষেধ করে দিয়েছিল। যদি তাদের কথা না শুনে ঋণমেলার ফর্ম ফিলাপ করা হয় তার উপর আক্রমণ হবে বলে শাসিয়েছিল। তাই দেখা গেল যে শ্রীদেববর্মা ৫ হাজার টাকা ঋণ পাওয়ার পর ১ হাজার টাকায় ছাগল কেনার পর যে ৪ হাজার টাকা তার কাছে ছিল, সেটা ডাকাতি করে নেওয়ার জন্যই ডাকাত দল এসেছিল।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) :— স্যার, হরচন্দ্র দেববর্মাকে ঋণ মেলার ফর্ম ফিলআপ করতে গণমুক্তি পরিষদের কোন কর্মী নিষেধ করেছিল কিনা, সেটা আমার জানা নাই। তবে এটা দেখা গেছে যে বর্তমানে যে সমস্ত ডাকাতি রাহাজানি হচ্ছে, তার অধিকাংশগুলিতেই সি, পি, এম এর কর্মীরা জড়িত রয়েছে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে, ইদানিং কালে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে যে সমস্ত টি, ভি, বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থাগুলিকে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন গাঁও সভায় যেমন শান্তির বাজারের মর্ডাণ ক্লাব, খয়েরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সেগুলিকে একদল দুস্কৃতকারী পরিকল্পিত ভাবে চুরি করার চেষ্টা হচ্ছে।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে। তবে এটা ঠিক যে বর্তমানে যেসব ডাকাতি এবং রাহাজানি হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে, তার সঙ্গে সি, পি, এমের কর্মী অথবা সমর্থকরা জড়িত রয়েছে বলে সরকারের কাছে প্রমাণ আছে।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (কাকড়াবন) স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অমলবাবু উদয়পুর মহকুমার গর্জিছড়া বলে যে পাড়ার কথা বলছেন, সেইরকম পাড়া ঐ অঞ্চলে আছে বলে আমার জানা নাই। তবে, সেই অঞ্চলে গুরুভক্তি পাড়া বলে একটি গ্রাম আছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে ভুল গ্রামের নাম দিয়েছেন, সেটা প্রসিডিঙ্গস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করা হবে কিনা, আমি জানতে চাই?

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা এ্যাক্সপাঞ্জ করার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তদন্ত করে যদি দেখা যায় যে এই নামে কোন গ্রাম নাই, তাহলে তো হয়ে গেল।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, এটা সাংঘাতিক কথা মাননীয় মন্ত্রী উত্তরে বলেছেন যে, তার কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে সেগুলিকে ভিত্তি করে তিনি দেখেছেন এই ধরনের গ্রামের কোন চিহ্ন নেই। প্রশ্ন কর্তা

প্রশ্ন করলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলেন। এখন আবার বলছেন এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরির ঘটনা ঘটছে সেগুলির সংঙ্গে সি-পি-আই ( এম ) এর সদস্যরা জড়িত। আর মাননীয় বিধায়ক যে প্রশ্ন এনেছেন সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

## PRESENTATION OF PETITION

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশন পেয়েছি, যাহা পিটিশন কমিটির অন্তরভুক্ত ম্যাটার্স অব পাবলিক ইম্পোর্টেন্সের উপর। পিটিশনটি দিয়েছেন শ্রীসুরেশ ত্রিপুরা এবং অন্যান্য। পিটিশনটির বিষয় বস্তু হল ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর ১৯৮৮ সালের ১৫ই অক্টোবর এক আদেশ বলে প্রত্যেক গাঁও এ একটি করে পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি মনোনীত করে তার হাতে ১৯৮৩ সালের ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ১১৮ ধারার 'খ' (১) উপধারা মতে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য দেওয়ার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সেই ক্ষমতা বলে প্রতিটি গাঁও-এর বিভিন্ন গ্রামে উন্নয়ণ কর্মসূচী তারা রুপায়ণ করতে পারবেন। আমরা মনে করি এই আদেশ গাঁও পঞ্চায়েতের মহান উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে। "পিটিশনটি ফরোয়ার্ড এবং কাউণ্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশনটি সম্পর্কে এই সভায় রিপোর্ট করার জন্য।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) :— স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। কাগজপত্র এবং ফাইল গুলি এনেছি, তবে এখানে আনিনি। এক মিনিট সময় দিন। আমি তো জানিনা এটা এখনিই উঠবে। আমি নিজে নিয়ে আসছি।

**মিঃ স্পীকার** :— ইউ আর অ্যালাউড। নিয়ে আসুন।

**Shri Samar Chowdhury** :— Mr. Speaker Sir I beg to present Petitions signed Shri Suresh Tripura and others 65,505 Nos. people regarding immediate holding of Panchayet elections in the state.

স্যার. এই সমস্ত আবেদন পত্রে ত্রিপুরা বিধানসভার এম, এল, এ, মহোদয়দের কাউণ্টার সাইণ্ড রয়েছে।

এই আবেদন পত্রে লেখা রয়েছে "নিম্নলিখিত আবেদনকারী এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের বিনীত নিবেদন এই যে ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর ১৯৮৮ সালের ১৫ই অক্টোবর এক আদেশ বলে প্রত্যেক গাঁওএ একটি করে পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি মনোনীত করে তার হাতে ১৯৮৩ সালে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ১১৮ ধারার 'খ' (১) উপধারা মতে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য দেওয়ার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সেই ক্ষমতা বলে প্রতিটি গাঁওএর বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী তারা রূপায়ণ করতে পারবেন। আমরা মনে করি এই আদেশ গাঁও পঞ্চায়েতের মহান উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কারণ পঞ্চায়েত হল সবচেয়ে নীচের তলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন, যার হাতে গ্রামস্তরে সীমিত শাসনের ক্ষমতা আছে। পঞ্চায়েত দপ্তর মনোনীত ঐ ধরনের একদলীয় একটি পঞ্চায়েত গঠনের আদেশজারী করে ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর সমগ্র পঞ্চায়েত আইনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। কার্য্যত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

অতএব স্বাক্ষরকারী আবেদনকারীগণের প্রার্থনা যে পঞ্চায়েত দপ্তরের এই আদেশটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক এবং ১৯৮৩ সালের পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। আবেদনকারীগণ এই জন্য বরাবর কৃতজ্ঞ থাকবেন।

স্যার, ৬৭ ৫০৫ জনের সিগনেচার সহ পিটিশানটি আমি বিধানসভায় উপস্থিত করলাম।

**Mr Speaker :—** The petitions stands refered to the comittee on petitions.

## DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989-90

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "১৯৮৯-৯০ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলাচনা এবং উহাদের ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১৯টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল্য

ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি যে কোন একজন সদস্য যেন বক্তব্য রাখেন। রুলিং পার্টি ৯০ মিনিট সময় পাবেন এবং বিরোধী দল ১৬০ মিনিট সময় পাবেন।

**শ্রীনকুল দাস :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের আলোচনার মধ্যে যে বিষয়গুলি আছে সমস্ত বিষয়গুলির উপর আমি আলোচনা করতে যাচ্ছিনা, আমি কয়েকটি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। এখানে যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধীতা করে এবং যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, ফিসারীর উপর এখানে বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যের ফিসারীর অবস্থাটি কি? ডম্বুর থেকে এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে কত মাছ এসেছে এবং সেই মাছ কিভাবে বাজারজাত করা হয়েছে এটা আমাদের জানার বিষয় আছে। আমরা দেখেছিলাম যে, আমাদের রাজ্যে মাছের যে চাহিদা সেই চাহিদার তুলনায় আমাদের প্রডাকশান অনেক কম। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে মুষ্টিমেয় প্রডাকশান হয় সরকারী স্তরে। সেটা থেকে যাতে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে একটা সুষ্ঠ স্বাভাবিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে আগরতলা শহরে বিভিন্ন জায়গায় ৬টি কাউন্টার খুলে মাছ বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়, অমরপুরে সাময়িকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, উদয়পুরেও কোন কোন সময় কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার আসার পর এখন সেই মাছ বিক্রি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডম্বুর থেকে কত মাছ এসেছে তার কোন হিসাব নেই। কত মাছ লুট করা হয়েছে, কত মাছ পচে নষ্ট হয়েছে তার কোন হিসাব নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে গায়েব করা হয়েছে, হাজার হাজার কে, জি, মাছ সেখানে গায়েব করা হয়েছে। সিস্টেমটা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে নুতন বাজার, সেখানে একজন আছেন নির্মল দাস এক সময়ে এ, ডি, সির ইলেকশানে দাড়িয়েছিলেন, ওদের মাধ্যমে সমস্ত মাছ সেখানে পাচার হচ্ছে। সেই নুতন বাজারে সমস্ত মাছ বিক্রি করছে। এক সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সেই তথ্য আমরা এই হাউসে উত্থাপন করেছিলাম। আগরতলা বাজারে বিশেষ বিশেষ লোকদের কাছে সেসমস্ত মাছ বটতলায় আসে সেই মাছগুলি বিশেষ বিশেষ লোকদের দোকানে চলে যাচ্ছে, একটা মাছও কাউন্টারে বিক্রি হচ্ছে না। কাউন্টারে কোন ভদ্রলোক মাছ পাচ্ছেন না, সুতরাং যে সিস্টেমটা এখানে বামফ্রন্ট সরকার চালু করেছিলেন, গণবন্টন যে সিস্টেম সেই সিস্টেম সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়ে কায়েমী স্বার্থে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সমস্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু এটা নয় স্যার,

গত এক বছর আগে আরও একটা জিনিষ ড্রাইফিস (শুকনা মাছ) সিদল শুটকী যেটা অত্যন্ত দরকার আমাদের এই রাজ্যের প্রায় যত অংশের মানুষ মাছ খান আমার মনে হয় প্রায় সমস্ত অংশের মানুষই এই শুটকী খান। এক বছর আগে এখানে সিদলের কে. জি ছিল ৪৫ টাকা, লইটা শুটকী ২২/২৩/২৪ টাকার মধ্যে ছিল, কিন্তু আজকে সেই ৪৫ টাকার সিদল বাজারে এখন ৮০, ৮৫ টাকার কমে পাওয়া যায়না, আশাই করা যায় না এমন একটা অবস্থা হয়েছে। আগে এপেক্সের মাধ্যমে এখানে স্টোর করা হত কিন্তু আজকে এক্ষেত্রে সেখানে ডিফাংট করে দেওয়া হয়েছে যার জন্য ষ্টোর হচ্ছেনা।

ফলে মুষ্টিমেয় অর্জুন দাস কংগ্রেসের একজন নেতা, মনমোহন দাস, সেও কংগ্রেসের একজন নেতা এবং সুরেশ দাস সেও কংগ্রেসের একজন নেতা, এই সমস্ত লোকের হাতে আজকে ৩/৪টা পরিবারের হাতে আজকে সমস্ত কিছু ড্রাই ফিসের মনোপলি তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোথায় ছিল ২২ টাকা সেটা হয়েছে ৪৫ টাকা, আজকে সেই সুটকী ৪৫ টাকা থেকে ৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আজকে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ট্রাইবেল অংশের মানুষ এই রাজ্যের মধ্যে শুকনো মাছ পাবে এই ব্যবস্থা চালু নেই। এই বাজেটের মধ্যে অনেক কথাই বলা হয়েছে কিন্তু এই রাজ্যের অত্যন্ত যে প্রয়োজনীয় জিনিস, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেই জিনিসটাকে দিতে পারবে সেইরকম কোন প্রতিশ্রুতি নেই। কাজেই কি করে এই বাজেটকে সমর্থন করব? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে স্বাধীনতার আগে থেকে শ্লোগান ছিল জাল যার জলাশয় তার। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জলাশয় খুব কম। এই রাজ্যে জল যার জলাশয় তার ছিল, যারা সত্যিকারের মৎসজীবি তাদের জলাশয়গুলি দেওয়া হয়েছিল। ১০৪ টার মত কোপারেটিভ এবং সেই কোপারেটিভগুলি প্যাক্স, ফিশারী কোপারেটিভ গঠন করে, তার মাধ্যমে তাদের হাতে যতটা সম্ভব সরকারের যতটা জলাশয় ছিল দেওয়া হয়েছিল, সবাইকে দেওয়া যায়নি কিন্তু দেওয়া হয়েছিল। এই সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোপারেটিভগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, বোর্ডগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, ডিফাংট করে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এইসমস্ত জলাশয়গুলিকে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রীরা বলেন কোপারেটিভের মধ্যে অমুক হয়েছে, তমুক হয়েছে। যদি কোন জায়গায় দুর্নীতি থাকে থাকতে পারে। সেটা তদন্ত করতে হবে, দেখতে হবে, অডিট করতে হবে কিন্তু তার জেনারেল যে ফাংশানিং সেটা ত উনারা ষ্টপ করতে পারেন না। সেই অধিকার ত কাউকে দেওয়া হয়নি। সেই কোপারেটিভ আইনের মধ্যে ত সেই অধিকার দেওয় হয়নি। আপনারা ফ্রেশ ইলেকশান করুন, ইলেকশান ডিউ হয়ে গেছে যেখানে সেখানে ইলেকশান করুন। কোন জায়গায় কোন প্রতিনিধি যদি খারাপ কাজ করে থাকে তাহলে সেটা জনগণ ঠিক করবে। সেই জায়গায় নতুন লোক নির্বাচিত হবে। এই সব কিছু এখানে নেই। সমস্ত কিছুকে অচল করে দিয়ে সারা রাজ্যে জলাশয়গুলিকে মৎস্যজীবিদের হাত থেকে তুলে নিয়ে কিছু টাউট, বাটপারের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্যার, এই যে ফিশ প্রডাকশান, মাছের চারা পোনা তৈরী করা, ওরা অনেক ফানুসে গল্প তৈরী করেছেন এত টন হয়েছে, এত টন হয়েছে। আমাদের এই রাজ্যে ২২ হাজার টন মাছের দরকার। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই স্টেটিস্টিকস কিভাবে কালেকশান করলেন? হোয়াট ইজ দি বেসিস অফ কালেকটিং দি স্টেটিসটিকস? মৎস দপ্তরের অধীনে এই সমস্ত অথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোন সেল নাই। আমাদের রাজ্যে স্টেটিস্টিকস যে কালেকশান যে দপ্তর করতে পারে সেই দপ্তরকে ত কাজে লাগানো হয়নি। তাহলে এত কালেকশান হচ্ছে, কত ব্যয় হবে, কত উৎপাদন করতে হবে, এইটা অনুমানভিত্তিক করা হয়েছে। ওরা ধরেছে রাজ্যের মানুষ আছে ২২ লক্ষ যদি মাথাপিছু ১০০ গ্রাম করে মাছ লাগে অর্থাৎ সবই অনুমানভিত্তিক। কাজেই আমি বলব এইযে তথ্য দেওয়া হয়েছে সবটাই অনুমানভিত্তিক তথ্য। সুতরাং বাজেটটাও অনুমানভিত্তিক, কাজেই এই বাজেটকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারিনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রীরা বলেছেন মৎসজীবি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ২০০/৩০০ টাকা করে দেব। এই কথা আকাশবানীকে দিয়ে বলিয়েছেন, রেডিওতে বলিয়েছেন, পত্রিকাতে বলিয়েছেন, এমনকি রাজ্যপালের ভাষনের মধ্যেও উল্লেখ আছে যে ক্ষতিগ্রস্ত মৎসজীবিদের মধ্যে আমরা টাকা দিয়েছি। স্যার উনারা নিজেরা শুধু মিথ্যা কথা বলেননা, রাজ্যপালকে দিয়েও এই মিথ্যার অংশীদার করেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি।

**শ্রীবিল্লাল মিঞা** রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— পয়েণ্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে বললেন ফিশারী থেকে যাদেরকে সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল উনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়নি। জানিনা উনি জানেন কিনা, সেই মৎস্যজীবিদের মধ্যে সিলেকশান করে অলরেডী দেওয়া শুরু হয়েছে। এখনও দেওয়া চলছে।

**শ্রীনকুল দাস** :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসলে মাননীয় মন্ত্রী কি তথ্য বলছেন আমি জানিনা কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এখনও দেওয়া হয়নি, কিন্তু রাজ্যপালকে বলানো হয়েছে দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে রাজ্যের ফিশারীকে ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে।
হাজার হাজার ছিন্নমুল ফিসারীম্যান উদ্বাস্তু, যারা বিশেষ করে সিডুয়েল কাষ্ট অংশের মানুষ তাদেরকে এখানে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা বাড়ী তৈরী করেছেন, এই হাউসের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীরা বলবার চেস্টা করছেন যে, আমরা নিজে বাড়ী তৈরী করিনি, আমরা সিকিউরিটির জন্য বাড়ীতে সিকিউরিটি রুম তৈরী করেছি। এই রুমটার নাম সিকিউরিটি রুম। যাই হোক সিকিউরিটির জন্য যদি এইটা হয়, এবং সিকিউরিটির রুম যদি এত বিলাসবহুল হয় তাহলে নিশ্চই আমাদের সিকিউরিটির ভাগ্য

খুব ভাল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বা এম, এল, এ, মহোদয়দের বাড়ীতে এই সমস্ত করা হয় তখন গভর্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরার সঙ্গে একটা এগ্রিমেণ্ট করতে হবে যে, আপনারা এই জায়গাতে আমার এই পারপাসে দরকার হয়েছে ঘর তোলার, সেইজন্য আমি আপনার সঙ্গে চুক্তি করতে চাই, এত বছর পর্য্যন্ত আপনার জায়গাতে আমার এই ঘরটা থাকবে, সে জন্য যদি রেণ্টের প্রশ্ন আসে সেই রেণ্টও দিতে হবে, সেই চুক্তি করতে হবে। তা এমন কোন চুক্তি করা হয়েছে কি ? কোন চুক্তি করা হয়নি। এর উদ্দেশ্যটা কি ?

**শ্রীজহর সাহা** (বাণিমন্ত্রী) :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে, কেন মন্ত্রীর বাড়ীতে সিকিউরিটি রুম খোলার ব্যাপারে, সেখানে এগ্রিমেণ্টের প্রশ্ন আছে ইত্যাদি যে ধরনের কথা বলছেন এইগুলি বিগত দিনে এই রাজ্যে তাদের বামফ্রণ্ট সরকার থাকাকালীন অবস্থায় মাননীয় সদস্য অনিলবাবু, খগেন বাবু, নীরেন দত্ত, ও দশরথ বাবুদের বাড়ীতে যখন এই ধরণের কাজ হয়েছে তখন তারা এইরকম কোন এগ্রিমেণ্ট করছেন কিনা বা এই আইনটা ওরা ফলো করেছেন কিনা ?

**শ্রীনকুল দাস** :— স্যার, এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয়না। কাজেই এই যে কনষ্ট্রাকশানগুলি করা হয়েছে, আজকে যে কোন কারণে যদি গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, না এইটা আমার ডিসপ্লেস করা দরকার তাহলে সেই বাড়ীতে প্রবেশের কারও কোন অধিকার থাকবেনা। সেখানে কোন ভদ্রমহিলা বা ভদ্রলোকের নামে যদি জায়গাটা হয়ে থাকে সেই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা উল্টো গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কেইস করে যে, কে আপনাকে পারমিট করেছিল আমার এখানে এইটা করার জন্য ? কাজেই উলটা সেই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাকে গভর্ণমেণ্টের আরও কিছু দক্ষিণা সেখানে দিয়ে আসতে হবে এবং এই ফাঁকটা রেখেই ওরা এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন এগ্রিমেণ্ট এরা করার চেষ্টা করেননি। ফলে উনারা এই বাড়ীতে তো থাকবেনই এবং এইটাকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করবেন, উল্টো গভর্ণমেণ্ট যখন এইটাকে প্রয়োজনে আনতে চাইবে তখন গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেও লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে আরও নেওয়ার মত ব্যবস্থা এরা রেখেছেন। এই জন্যই তাদের এই সমস্ত কাজকে আমরা সমর্থন করি না এবং এই টাকাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তারপর পাবলিক হেলথ ও মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্যার, মাইনরই ইরিগেশানের অবস্থাটা কি ? সারা রাজ্যের মধ্যে আমরা এই হাউসের মধ্যে যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি তা অত্যান্ত উদ্বেগজনক তথ্য। এই হাউসের তথ্য থেকে আমরা দেখেছি, আজকে যেখানে এতবড় খরা চলছে, কালকে একটু বৃষ্টি হয়েছে, খরায় বরুধান অনেক জায়গায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে.

এখানে আমাদের মেশিনগুলি কয়টা চালু আছে? মেশিনগুলি একটাও ঠিকভাবে চলছে না। বিশেষ করে মেশিনগুলি চালু করার জন্য লোক একটা দেওয়া হয়েছে সেই লোক অনেক সময় ষ্টেশনে থাকছে না। ফলে অসুবিধা হচ্ছে, মেশিনগুলি প্রায় তিন ভাগের একভাগ সেখানে অচল হয়ে আছে এবং যে সমস্ত নুতন মেশিন এখানে করার জন্য পরিকল্পনা ছিল সেগুলির ধারে কাছেও তারা যেতে পারেনি। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে রাজ্যের ইরিগেশান সম্পর্কে ওনারা বলছেন সম্পদ বাড়াবেন, ইরিগেশান বাড়াবেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইরিগেশান দরকার, আরও বেশী জলসেচ দরকার, আমাদের রাজ্যর সম্পদ বাড়ানো দরকার। কিন্তু মুখে যে কথাটা বলছেন বাস্তবে তার কাছাকাছিও যাচ্ছেন না। বিশেষ করে আমি আমার কতগুলি জায়গার কথা বলতে পারি।

জারুলবাচাই একটা জায়গা সেখানে অলরেডি মেশিনটা ইন্সটল করা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা গেলেন, মেশিনটা স্টার্ট করা হবে তখন হঠাৎ করে আনন্দনগর থেকে ১৫০ জন কংগ্রেস কর্মী গেল এবং বলল, যেহেতু আমাদের আনন্দনগরে হয়নি সেহেতু এটা আগে চালু করা যাবেনা। কাজেই আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়দের বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। কারণ তারা এসে বলছে যে এটা সি পি.এম. এলাকা এখানে কংগ্রেস ১টাও ভোট পায়না, অতএব এটা আগে হবেনা। শুধু এখানে না স্যার, বুড়াখাতে, আনন্দনগরে, মলয়নগরে আমাদের মা-বোনদের কি দুঃসহ অবস্থা। সেখানে শত শত মা-বোনরা সারাদিন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও এক কলসি জল পায়না। স্বাভাবিকভাবে সেখানে জল নিয়ে একটু বচসা হতেই পারে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কেইস দিয়ে তাদেরকে জিরানীয়া থানায় ধরে নিয়ে আসা হল। পাবলিক হেলথ অ্যাণ্ড সেনিটেশন যেগুলি হয়েছে সেগুলি প্রপারলি চলেনা। বিশেষকরে যোগেন্দ্রনগরে ১কিলোমিটারের মধ্যে ৬টা ডিপ টিউব-ওয়েল করা হয়েছে কিন্তু সেগুলি যদি প্রপারলি চালু থাকত তাহলে মানুষের কিছু সুবিধা হত। জলের অভাব কিছুটা লাগব হত। অথচ দেখা যায় এই চলছে আবার এই বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলি চালানোর জন্য কোন মেনেজমেন্ট এখানে আছে বলে মনে হয়না। দেশের এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখছি যে, এই মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকার কেলেংকারির মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। ২৫০টি পাম্পসেট কেনা হল। সেখানে দেখা গেল এ. কে. জি. র পাম্পসেট কেনা হল কিরলস্করকে বাদ দিয়ে, আবার দেখা গেল এ. কে-জি.র পাম্পসেট কিরলস্করের মটর। এসব গোঁজামিল দেখে অফিসাররা বললেন এসব করা ঠিক হবে না। তখন অফিসারদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, না এই কোম্পানিই ঠিক আছে, এটাকে দিয়ে দিন। এই ২৫০টা পাম্পসেটের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকার কেলেংকারির কথা আমরা আগেও বলেছি। এভাবে টাকা নষ্ট হচ্ছে। এই টাকা যদি জনগণের কাজে আসত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমরা সেটাকে সমর্থন করতাম। কিন্তু জনগণের কাজের নাম করে ব্যাপক দুর্নীতির সঙ্গে যদি এই মন্ত্রীসভা জড়িয়ে পড়েন তাহলে কেউ এটাকে সমর্থন করবেনা। কাজেই আমরাও সমর্থন করিনা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ক্ষুদ্র সেচ সম্পর্কে আমার ব্যাক্তিগত

ভাবে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। সেই গণ্ডাছড়াতে চাকমামাঠ বলে একটা জায়গা আছে, এটা রবীন্দ্রবাবু চিনেন। সেখানে প্রায় কয়েক দ্রোন জমি আছে। আমাদের উপজাতি অংশের মানুষ সেখানে ঠিকমত এগ্রিকালচার করেন না। বর্ষাকালে সেখানে বাঁধ দিয়ে একেবারে বর্ষার ধান করে রেখে দেয়। সেই জায়গায় একটা লিফ্‌ট ইরিগেশন করার জন্য আমি প্রস্তাব করেছিলাম। এই প্রস্তাব আগেই দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ৪টা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তারমধ্যে ৩টা করা হয়েছে। কিন্তু এই কাজটা এখনও হয়নি। কাজেই এই জিনিষটা তদন্ত করে দেখা হউক এই মাঠটাকে জলসেচের আওতায় আনার জন্য। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— নাও ইট ইজ ওয়ান পি. এম., দি হাউজ ইজ এডজোর্নড্ টিল টু পি. এম।

## AFTER RECESS AT 2·00 P M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে দফাওয়ারী ব্যয় বরাদ্দের উপর ১৪-১৫টা কাটমোশান এসেছে সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখছি। এইখানে বিরোধী পক্ষ থেকে কাটমোশান এনেছেন এইটা অত্যন্ত বাস্তবের পরিপন্থী। এইখানে প্রথম কাটমোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী দেববর্মা। তিনি বলেছেন যে, এই বাজেট থেকে নাকি ১ টাকা বাদ দিতে হবে। এখন এই ধরনের কাটমোশানের কোন অর্থ নাই। এক টাকা নাকি বাদ দিতে হবে। লিখেছেন শাসক দলের বিধায়কদের এবং মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত জমির উপর নিরাপত্তা বাহিনী এই সেই প্রয়োজনে সরকারী খরচ এবং পাকা বাড়ী নির্মাণ এবং বাকীটা সব পি. ডবলিউ. ডি. এর উপর কাটমোশান এনেছেন। এবং বলেছেন ৫ লক্ষ টাকা বা ৬ লক্ষ টাকা এইরকম টাকা বাজেট থেকে বাদ দিতে হবে। এই সব বক্তব্য বলে তারা কাটমোশান এনেছেন। কাজেই এইটা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারিনা। তাদের এইসব কাটমোশানের বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য রাখব।

অতীত দিনগুলিতে যদি আমরা ফিরে তাকাই এবং তথ্য যদি সংগ্রহ করি তাহলে আমরা দেখব যে, অতীতেও যারা মন্ত্রী ছিলেন, এইখানে কয়েকজন আছেন, উনাদেরও সিকিউরিটি ঘর তারা তৈরী করেছেন। এইটা তাদের ব্যক্তিগত খরচে, না সরকারী খরচে করেছেন এইটা যদি উনাদের প্রশ্ন করি ? অথচ এইখানে তারা একদম নিষ্পাপের মত, নির্দোষের মত কাটমোশান এনেছেন। কিন্তু উনারা কি করেছিলেন। কি করে এইখানে দশ বছর শাসকগোষ্ঠি হিসেবে একটিং করার পরে না বোঝার মত কাটমোশান

এনেছেন। এইটা একেবারে অর্থহীন। কাজেই এইটা ত্রিপুরার মানুষ গ্রহণ করবেনা।
তারপর এইখানে আজকে কাট মোশানের মধ্যে বিশেষতঃ দুইটা সাবজেক্ট রয়েছে। একটা বিধায়কদের এবং আরেকটা শাসকগোষ্ঠির উপরে। কিন্তু এখন এই জোট সরকার আসার পরে শুধু শাসকগোষ্ঠিরাই নয় বিরোধী দলের সদস্য বিধায়কদেরও সিকিউরিটি দিচ্ছেন, অস্বীকার করতে পারবেন? এই সরকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে প্রশাসন চালাচ্ছেন না বা চালাবেও না। আজকে বিরোধী বন্ধুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এইটা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই, তাই এইটার কোন অর্থ ই হয়না। এবং সেইজন্য এইগুলি সমর্থন করা যায়না। কাজেই এই বাজেটের যদি আপনারা সমালোচনা বা বিরোধীতা করেন তাহলে আগামী দিনে আপনারা বিরোধী বেঞ্চেও আসতে পারবেন না তারপর দ্বিতীয় সাবজেকট হলো পি. ডবলিউ. ডি. এর উপরে তারা আক্রমন করেছেন। আমি এইটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। কারণ তারা একবার বলছেন অমুক করতে হবে, সমুক করতে হবে, আবার তারাই বলছেন এইখান থেকে এত লাখ টাকা বা এক টাকা বাদ দিতে হবে, অমুক সমুক। আবার বলছেন অমুক রাস্তা তৈরী হয়নি, অমুক ব্রীজ তৈরী হয়নি, এইটা করা প্রয়োজন, এটা করা প্রয়োজন। তাহলে আপনারা এই বাজেট থেকে এত লাখ টাকা বাদ দিতে হবে বলে প্রতিবাদ করেছেন, বিরোধীতা করছেন কেন? অমুক প্রোজেক্ট তৈরী করতে হবে, অমুক রাস্তা বা ব্রীজ তৈরী করতে হবে বলে আপনারা যুক্তি খাঁড়া করছেন, আবার অন্যদিকে এই বাজেটের কোন অর্থ নাই, এই বাজেট থেকে এত লাখ টাকা কমাতে হবে, এইসব বলে বিরোধীতা করছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ইনডিরেকটলি আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করছেন। মানে সোজা হাতে এইটাকে অসমর্থন করছেন না। একটু ব্যাঁকাবুকু করে সমর্থন করবেন, এইতো? এ ছাড়া আর কি আছে? সোজা খাবেননা একটু ঘোরাইয়া খাবেন এই আর কি?

পি. ডবলিউ, ডি, এর উপরে উনারা বিরোধীতা করছেন। আজকে ত্রিপুরার চিত্রটা একটু তুলে ধরুন। গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে অঞ্চলগুলিতে এবং শহরাঞ্চলগুলিতে একটা ব্রীজ যদি ভাল না থাকে লোকজন চলাচল করতে পারবেন না, বাড়ীঘরে যেতে পারবেন না, কমিউনিকেশন থাকবেনা যাতাযাত ব্যবস্থা ব্যহত হবে, কাজেই এইসবের বিরোধীতার কোন প্রয়োজন আমি দেখিনা। কাজেই আজকে গ্রামে গঞ্জে শহরে সারা ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাট, ব্রীজ ইত্যাদি করা প্রয়োজন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ যারা দুর্গম অঞ্চলে বাসবাস করেন এবং শহরতলীতে যারা বাস করেন, উভয় অঞ্চলে এই রাস্তাঘাট, ব্রীজ ইত্যাদি তৈরী করার জন্য আজকে এই জোট সরকার এই বাজেট তৈরী করেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী এই বাজেটকে এই হাউসে পেশ করেছেন। এইটার যদি আপনারা বিরোধীতা করেন তাহলে তো তার কোন অর্থ হয় না। কেন না, আপনারা তো অতীতের দিনগুলি জানেন। কাজেই এখনে বলছেন যে বিশালগড় রোড, লালছড়ানগর বাজার ব্রিক সোলিং মেটেলিং, ব্লেক টেপিং ইত্যাদি

করতে হবে। অপরদিকে আবার আপনারা যুক্তি দেখাচ্ছেন, এই বাজেট অর্থহীন, এখান থেকে টাকা কমাতে হবে। এইখানে ডিমাণ্ড নম্বর —১৬, মেজর হেড—৫০৫৪ এর বিরোধীতা করছেন। বলছেন, বাজেট থেকে বাদ দিতে হবে, ৬,০০ লক্ষ টাকা। কাজেই এইসবে যুক্তি আমাদের রাজ্যে কোনদিন যুক্তি-যুক্ত হতে পারে না।

নকুলবাবু বলেছেন যে, শাসকগোষ্ঠীরা এই করছে, সেই করছে। কিন্তু এখন আমরা দেখেছি, কোন কোন কর্পোরেশনে হিসাব একেবারেই পাওয়া যাচ্ছেনা। তার জন্য অডিট করা যাচ্ছে না। এইখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বার বার বলেছেন যে অতীতের দিনগুলিতে আপনারা কি করেছেন এবং পরবর্তী সরকার যদি আসে এবং আপনাদের নামে যদি তদন্ত করে তাহলে আপনারা ধরা পড়বেন এই ভয়ে আপনারা এইটা করেছন।

এক একজন মন্ত্রী আছেন, সংস্থা বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, এক একজন বিধায়কও ছিলেন সেদিন। এখন যদি আমরা তদন্ত শুরু করি তাহলে আপনারা সবাই ধরা পড়বেন। অতীতে আপনারা যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন তাহা কি ব্যক্তিগত টাকা পয়সা খরচ করে ক্রয় করেছিলেন ? নাকি সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে আপনারা ক্রয় করেছিলেন। এখন যদি আমরা সেই বামফ্রন্ট বন্ধুদের কাছ থেকে সেই সমস্ত গাড়ী ঘোড়ার হিসাব নেই তাহলে উনারা বিপাকে পড়ে যাবেন। কি সব দেশী বিদেশী নাম্বার দিয়ে উনারা গাড়ী ব্যবহার করতেন। আমরা সবকিছুই তদন্ত করব। আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। আস্তে আস্তে সব তথ্যই প্রকাশ পাবে। শুধু তাই নয়, বিগত ১০ বৎসর আপনারা কিভাবে এত সব বিল্‌ডিং করলেন, সম্পত্তি করলেন তাও দেখব। সবই অডিট হবে। সব বুঝা যাবে তখনই। কাজেই আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা আস্তে আস্তে করব। এসব করতে কয়েকদিন সময় লাগবে। কাজেই আমার বিরোধী বন্ধুদের আমি বলতে চাই যে, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটাকে আপনারা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করুন। আপনাদেরও কাজ হবে। বিগত দিনগুলিতে আপনারা কি করেছেন তার একটা চিত্র এখানে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র হচ্ছে কুলাই। বিগত পাঁচ বছর সেখানে আপনাদের সরকার কি করেছেন ? কিছুই না। ইরিগেশনতো দূরের কথা, ল্যাণ্ড একুসকেভেশান তো দূরের কথা, একটা ডিপ টিউবওয়েল পর্য্যন্ত হয় নাই। আপনারা যে রকম দৃষ্টি ভংগী নিয়ে কাজ কর্ম করেছেন এই সরকার এই রকম দৃষ্টি ভংগী নিয়ে কাজকর্ম করবেন না। পি. ডব্লিউ. ডি-র কাজ হবে। রাস্তা হবে, ব্রীজ হবে, ইরিগেশনের ব্যবস্থা হবে সব কিছু হবে। আস্তে আস্তে হবে। আপনাদের দৃষ্টিভংগী আর আমাদের দৃষ্টিভংগী যে এক নয় এটাই একটা বড় প্রমাণ।

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা। এই জোট সরকার গণতন্ত্র বিশ্বাসী বলেই এই ধরনের বাজেট পেশ করা হয়েছে। আপনারা মুখে বিরোধীতা করতে পারেন, কিন্তু জানেন যে, এই

বাজেট আপনাদের এলাকাতেও উন্নয়নমূলক কাজ হবে। চাকুরী থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই হবে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে, আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করুন, এবং আপনারা যে সমস্ত কাট মোশন এনেছেন তার সবটাই উইথ ড্র করুন এবং এই আসল বাজেটকে সমর্থন করুন। এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয়।

**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস** (শালগড়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন আনা হয়েছে তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এর আগেও এই বাজেট আলোচনায় বলেছিলাম যে এই বাজেটটি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে দফাওয়ারী আলোচনা করতে গিয়ে সেখানে জনগণের জন্য নুতন কোন পরিকল্পনা নিতে পারেন নাই। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার, যেসব পরিকল্পনা করে গিয়েছিলাম সেগুলি রক্ষা করার ব্যাপারে তাহারা এখনো কোন পরিকল্পনা নিতে পারেন নাই এবং দেখা গেছে যে পরিকল্পনার অভাবে অনেক কাজই রুখে রুখে বন্ধ হয়ে আছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং সেখানে রাজ্যের টাকা পয়সা যা আসছে সেগুলোর অপচয় হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার আলোচনা করতে গিয়ে যে জিনিষটি উল্লেখ করেছি সেই কাট-মোশন যে কতগুলো উল্লেখ আছে তার মধ্যে একটা আছে উদয়পুরের গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে গকুল-পুর থেকে ছত্রা স্লুইজ গেইট পর্য্যন্ত বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী না হওয়ার প্রতিবাদে। স্যার, এর জন্য বাজেট বরাদ্ধ ছিল কিন্তু জোট সরকার এসে সেটাকে নেগলেকট করা হয়েছে। তাছাড়া, আমার এলাকায় বিভিন্ন ডেভেলাপমেণ্ট প্রগ্রামে, আমি লক্ষ্য করেছি যে, শালগড়া থেকে কিশোরগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা বামফ্রণ্ট আমলে হয়ে গেছে, যে রাস্তাটা দিয়ে বাস এবং অন্যান্য যানবাহন চলার কথা, সেই রাস্তার সোলিং, মেটেলিং এবং কার্পেটিং করার জন্য টেণ্ডার পর্যন্ত কল করা হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, সেটারও কিছু করা হয় না। এর জন্য কি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে অথবা কত টাকা খরচ হয়েছে, সেটা মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে, জোট সরকারের মন্ত্রী এবং বিধায়করা নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য প্রতিদিন ব্যস্ত আছেন, এমন কি তারা এখানে সেখানে ভ্রমণের জন্য ইতিমধ্যে প্রচুর টাকা খরচ করে ফেলেছেন, অথবা নিজেরাই আত্মসাত করেছেন, অথবা নিজেদের ছেলে-মেয়ে, আত্মীয় স্বজনের চাকুরী দেওয়ার নাম করে সেই মিউনিসিপ্যালিটি অথবা অন্যান্য দপ্তরগুলিতে মাস্টার রুলে ঢুকাচ্ছেন, যেটা আমাদের বামফ্রণ্টের আমলেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এভাবে তারা সরকারী টাকার নয়ছয় করছেন, যার ফলে এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ আজকে হতাশায় ভোগছে। আজকে ত্রিপুরাতে যেটা চলছে, সেটাকে রাজনৈতিক লুটপাট ছাড়া আর কিছু বলা যায় কিনা, আমি জানি

না। আর এসবই করা হচ্ছে জনগণের স্বার্থের নামে, গত ১৩ মাসে তাদের রাজত্বের এই নমুনা, আমরা লক্ষ করে চলেছি। অথচ, আমরা লক্ষ করেছি যে, যে ঐ গোমতীর বন্যার জলে প্রতিবছরই কৃষকদের ক্ষতি হচ্ছে, তার জন্য যে মাষ্টার প্লেন নেওয়ার কথা, সেটা নেওয়া হচ্ছে না, যেটা নিলে আগামী দিনে ঐ অঞ্চলে বন্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হত। তারপরে আমি লক্ষ্য করছি, এই জোট সরকারের আমলে পি, ডবলিউ, ডির, কাজকর্মের পদ্ধতিটা কি? স্যার, মিউনিসিপ্যালিটিতে এই পি, ডবলিউ, ডির, একটা উইঙ্গ আছে, সেখানে এই পর্য্যন্ত মোট ৭টি ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে ৮৫ সালের সিডিউলড অনুযায়ী মোট ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৯৭৫ টাকার, কিন্তু কাজ যখন শেষ হবে এই ১৯৮৫ সালের সিডিউলড অনুযায়ী তখন তার মূল্য দাঁড়াবে দ্বিগুণেরও বেশী।

স্যার, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুযায়ী নিয়ম আছে যে, ২৫ হাজার টাকার উপর যদি কোন কাজ দিতে হয় সে কাজের ক্ষেত্রে পত্রিকায় এডভারটাইজমেণ্ট করতে হয়। কিন্তু কোন এডভারটাইজমেণ্ট ছাড়াই সেই সমস্ত কাজ বণ্টন করা হয়েছে নিজেদের পেয়ারের লোকদের মধ্যে। সেখানে ইঞ্জিনিয়াররা মন্ত্রীরা, নিজেরা সেই সমস্ত টাকা নয়ছয় করেছে এবং শোনা যাচ্ছে ১০ পার্সেণ্ট এর মত কমিশন তার মধ্যে আছে। আমি জানি না, এটা আদৌ সত্য কিনা। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে পত্রিকায় এডভারটাইজমেণ্ট না দিয়ে এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। আর এখানে এসে তারা জনস্বার্থের কথা বলছেন। স্যার, আমি আপনাকে দেখাতে চাই ঐ তারিখে যে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল সেটার কোন এডভারটাইজমেণ্ট করা হয়নি। সেখানে ১০ পার্সেণ্টের মত কমিশন নিয়েছে। ব্যাক্তিগত ভাবে কনট্রাকটাররা ভাগ ভাটোয়ারা করে সেই সমস্ত টাকা নয়ছয় করেছে। কাজেই এই ধরনের চুরি করার বাজেট, রাজ্যের মানুষের বঞ্চনার জন্য যে বাজেট সে বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং এ রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষও এই বাজেটকে সমর্থন করেনা। স্যার, আমরা লক্ষ করেছি কিভাবে সমাজ-বিরোধীরা পি, ডবলিউ, ডিকে দখল করে রেখেছে। খোয়াই ব্যারেজ একটা ইম্পরটেণ্ট ওয়ার্ক। একটা মিডিয়াম ইরিগেশন প্রজেক্ট। সেই খোয়াই ব্যারেজের আজকে কি অবস্থা? গত ১৭ তারিখ থেকে সেখানে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে শাসক দীলয় সমর্থক সমাজ বিরোধীরা ইঞ্জিনিয়ারদের উপর হামলা করেছে, চাপ সৃষ্টি করেছে যে তাদেরকে যদি বে-আইনিভাবে টাকা লুটতে দেওয়া না হয়, তাহলে সেখানে কেউ কাজ করতে পারবেনা। এই সমস্ত খবর আজকে পত্রিকায় বেড়িয়েছে। খোয়াই প্রজেক্টের ইঞ্জিনিয়াররা, ওভারশীয়াররা, অফিসের কর্মচারীরা সমাজ বিরোধীদের অত্যাচারে কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে। জানা গেছে সুরজিৎ দাস নামে জনৈক সমাজ বিরোধী, তিনি আবার ইনটাকের সদস্য, এই সমস্ত কাজকর্মে সেখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। সেখানে ইঞ্জিনিয়াররা মুখ্য বাস্তুকার, আই, জি, পি, রাষ্ট্রমন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অশোক বৈদ্য মহোদয়ের কাছে বহুবার ধর্ণা দিয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেউ প্রতিকার

করছেন না। ফলে বাধ্য হয়েই সেখানকার ইঞ্জিনিয়াররা কাজকর্ম বন্ধ রাখছে। আজকে শাসক দলীয় সমাজবিরোধীরা রাজ্যের জনগণের উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে প্রজেক্ট নির্মিত হচ্ছে সেটা বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই টাকায় ভাগ বসানোর জন্য মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমাজ বিরোধীরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন সুচিন্তা সম্পন্ন মানুষ কি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারে ? স্যার, আজকে এগ্রিকালচারের অবস্থা কি ? বৈশাখ মাসে যে বীজ, স র, ঔষধ ইত্যাদি দেবার কথা সেগুলি কৃষকদের হাতে পৌছাচ্ছে আষাঢ় মাসে। তখন কৃষকরা এইগুলি নিয়ে কি করবে ? সময়ের জিনিষ যদি সময় মত না পাওয়া যায় তাহলে এইগুলি কৃষকদের কোন উপকারেই আসবেনা। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে গ্রীষ্মকালের বীজ গিয়ে পৌছাচ্ছে বর্ষাকালে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এইভাবে জোট সরকারের রাজত্বে রাজ্যের কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই জোট সরকারের সুষ্ঠ কোন পরিকল্পনা নাই। আজকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কিসের ভিত্তিতে জবাব দেবেন ? এখানে কৃষি বীমার কথা বলা হচ্ছে।

সেখানে আইন কানুনের ফ্যাকরা আছে। যদি খরায় বন্যায় ফসল নষ্ট হয় সেখানে কৃষকরা কোন সুযোগ সুবিধা পায়না। ত্রিপুরায় কৃষকদের অর্থনীতি খুবই দুর্বল। যাদের চার পাঁচ কানি জমি আছে এবং যদি তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায় তারা কোন সাহায্য পায়না। সেই মহাজনদের কাছে তাদেরকে যেতে হয় এবং সর্বসান্ত হয়ে যায়। এইভাবে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। স্যার, আমরা লক্ষ করছি যে, আজকে এখানে বিদ্যুতের কথা বলা হচ্ছে। এই জোট সরকারের আমলে আমরা দেখছি কখন বিদ্যুতের কারেন্ট থাকবে কখন চলে যাবে তার ঠিক নেই। বিগত দুর্গাপূজার সময় এত বড একটা উৎসবের সময় মন্ত্রীরা ষ্টেটমেন্ট দিলেন যে, কখন কারেন্ট আসবে কখন চলে যাবে তার ঠিক নেই। কাজেই নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করবেন। এদিকে দেখছি বিদ্যুৎ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্স, পঃ জার্মানি ও লণ্ডন যাচ্ছেন প্রমোদ ভ্রমনের জন্য। ফ্রান্সের সুইজার কোম্পানীকে বলে ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে গিয়ে কি চুক্তি করেছেন ? সেটা তিনি বলছেন। অথচ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এই ভ্রমণের জন্য। চুক্তিতে সই করেছেন। তিনি কি ট্যাকনিকেল ম্যান ? টেকনিক্যাল কোন অভিজ্ঞতা আছে ? তিনি কি জানেন পৃথিবীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দিক থেকে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ ? তিনি ভারতবর্ষের প্রোজেক্টগুলি দেখেছেন ? ভারতবর্ষ এমন কি ত্রিপুরা সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা নেই তিনি যান ফ্রান্সে, লণ্ডনে এবং পঃ জার্মানীতে জনসাধারণের টাকা দিয়ে আরাম আয়াস করার জন্য। কোন জনস্বার্থে তিনি গিয়েছেন সেটা বলতে পারছেন না।

স্যার, আমরা দেখেছি সেই সুইজার কোম্পানীর যে এজেন্ট তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কি চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে ? যে, না মন্ত্রীর বিদেশ সফর করতে হবে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে, তার জন্য

সেখানে চাপ সৃষ্টি করা হলো। এইভাবে সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে, কাজেই এই ধরণের যে দুর্নীতি সেখানে রয়েছে সেই জন্য আমরা দাবী করছি যে, অবিলম্বে এই সমস্ত তথ্য হাউসে রাখতে হবে, এটা হাউসের প্রপারটি। এই তথ্য এটা পরিস্কার নয়, এটার মধ্যে কারচুপি করা হয়েছে, এই হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে. এটা জনগণের জানার অধিকার আছে, সেই ডকুমেন্ট এই হাউসের সামনে রাখা হোক। আপনারা বোফর্স কেলেংকারী দেখেছেন. সেই ঠক্কর কমিশনের তথ্য গোপন তথ্য যেগুলি গোপন রাখা হয়েছিল, কিভাবে আজকে সেগুলি উৎঘাটিত হচ্ছে, কি কারণে মানুষের স্বার্থে সেই ফ্রান্স ভ্রমণ করলেন, সেই সমস্ত ডকুমেন্ট এই হাউসে পেশ করা হোক। এটা গোপনে পকেটে রাখলে হবে না, এটা হাউসে পেশ করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কারণে আমরা বলছি বিদ্যুতের উন্নয়নের নামে ধোকাবাজী আমরা দেখছি। আমরা দেখছি রুকিয়াতে কি হয়েছে। সেখানে ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলছেন কিন্তু সেই রুখিয়াতে আমরা লক্ষ্য করছি. কথা ছিল সেখানে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তাদেরকে দিয়ে সে প্রজেক্ট করা হবে, কিন্তু এখন শুনছি তারেদকে দিয়ে সেই প্রজেক্ট করা হলো। কখনও বলছেন এক রকমের স্টেটমেন্ট, আবারও কখনও বলছেন অন্য রকমে স্টেটমেন্ট, বেলকে দিয়ে করাবেন, আবার কখনও বলছেন রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা করা হবে। পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন কিন্তু কোনটা ঠিক সেটা রাজ্যের মানুষ আজকে কিছুই বুঝতে পারছেন না। কাজেই এইভাবে আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, এবং এইভাবে জোট সরকার আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। কাজেই এই ধরনের যেই বাজেটে রাজ্যের উন্নতির কথা নেই, শ্রেণী স্বার্থের কথা নেই, মানুষের কথা নেই, কিন্তু সেখানে আজকে সবকিছু লুটপাট করে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেই লুটপাটের মধ্য দিয়ে মানুষকে সর্বসান্ত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—** সেই কারণে আজকে বাজেট যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। কারণ এটা হচ্ছে জনস্বার্থ বিরোধী, কাজেই সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। ব্যক্তিগত লুটপাট করার জন্য, নিজেদের সুযোগ সুবিধার জন্য, মন্ত্রী আমলাদের পরিবার পরিজনদের সুখ সুবিধার জন্য, জনগনের স্বার্থের জন্য নয়। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা এবং সমস্ত কাটমোশনের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল মেম্বার শ্রীরসিকলাল রায়।

**শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট বক্তব্যে বিরোধী সদস্যদের বক্তব্য শুনে আমি মনে করি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা হতাশা রোগে ভুগছেন। উনাদের জিজ্ঞাসা করবেন স্যার, কারণ উনারা হতাশা রোগে ভুগছেন, কারণ আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, মাননীয় সদস্য নকুল বাবু এখানে বক্তব্য পরিবেশন করেছেন সেটার উনারা কাট মোশন আনতে সাহস পাননি। সেখানে উনি ফিসারীর কথা বলছেন যেটা নগেনবাবুর দপ্তর, কিন্তু সেখানে বিরোধীরা কোন কাটমোশন আনতে সাহস পাননি। কিন্তু বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনার যে চরিত্র সেই চরিত্র এখানে পরিবেশিত হয়েছে। উনি অত্যন্ত সন্দিহান উনার যে চরিত্র, উনি যে খাতে মাছের পোনা ফেলতে ভিত পুটির পোনা ফেলেছিলেন সেই কথাটা উনার স্মরণ পড়েছে। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষে এই হাউসে উনার এই বক্তব্য। এটাতে আশা করবো ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনসাধারণ আগামী দিনের ভোটে আপনাদের বঙ্গোপসাগরে ঢেলে ফেলে দেবে।

আমি কি বলব স্যার, উনারা হতাশা রোগে ভুগছেন। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যে দাবী উঠেছে, যে বাজেট আনা হয়েছে তা বিরোধীরা ইনডাইরেক্টলী সমর্থন করে নিয়েছেন। তাদের কোন কাটমোশন নাই, ২টি মাত্র ডিমাণ্ডের উপর মাত্র কাটমোশন এনেছেন। আজকে এতগুলি ডিমাণ্ড পাশ হতে চলেছে সেখানে ২টি মাত্র ডিমাণ্ডের উপর ১৪ জনের কাটমোশন এনেছেন। মাত্র ২টি ডিমাণ্ডের উপর তারা কাটমোশন এনেছেন। সেটা হল রাস্তাঘাট, পি, ডবলিউ, ডি ডিপার্টমেন্ট। ডিমাণ্ড নং ১৬ রোড্স অ্যাণ্ড ব্রিজেস। এর প্রতিবাদ করেছেন। কি প্রতিবাদ করেছেন? এইটা কেন হয়না, সেইটা কেন হয়না। ডিমাণ্ড নং ১৮ এইটাতে উনারা প্রতিবাদ করেছেন ফ্লাড কন্ট্রোলের জন্য কেন বাঁধ বাধা হলনা। গত ১০ বৎসর ধরে ত আমরা চীৎকার করেছি বাঁধ বাধার জন্য তখন কেন বাঁধলেন না? আজকে আমার নবগঠিত সরকার সেই সমস্ত কাজ রূপায়ণ করার জন্য যখন বাজেট পেশ করেছেন তখন আপনারা গোঁসা করেছেন, কারণ কি? যদি বলেন যে কাজ হয় নাই, কাজ হওয়ার জন্যই ত বাজেট। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা বলতে চান যে কাজ হবেনা? আপনারা কাজ হতে দেবেন না? এই সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর আপনারা কাটমোশন এনেছেন। আমি আশ্বস্ত যে আমাদের এই বাজেটকে আপনারা ইনডাইরেক্টলি সমর্থন করছেন। দ্বিতীয়তঃ, উনারা শুধু হাউসে নয়, প্রতিটা গ্রামে গঞ্জে উনারা হতাশার ভাব দেখাচ্ছেন। আজকে আমি লক্ষ্য করেছি, ফার্স্ট আওয়ারে আমার শ্রদ্ধেয় দাদা সমর চৌধুরী মহাশয় উনি ৬৫ হাজার দরখাস্ত এনেছেন পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। এইখানে সাবমিট করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি দরখাস্তগুলি পড়ে দেখবেন, জগ্‌গলটি দরখাস্ত বোধহয় এক হাতের লেখা। সই আছে ডাইন হাতের, বাম হাতের, ডাইন আঙ্গুলের টিপও বোধ হয় আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, উদাহরণস্বরূপ আমি বলছি যেটা সত্য,

আমার কংগ্রেস (আই) পার্টি যখন ঋণমেলার জন্য চীৎকার করেছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার তখন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নৃপেন বাবু তখন চীৎকার করেছিলেন যে ঋণমেলা হতে দেবনা। অর্থাৎ যেসমস্ত জনসাধারনের কাছে গিয়ে উনারা হাজার হাজার দরখাস্তের মধ্যে দস্তখত কালেক্শান করতে নেমেছেন। বলেছেন, তোমরা সই করে দাও তোমাদের টাকা পাইয়ে দেব। সেই দরখাস্তে বলা হয়েছে ঋণমেলার বিরুদ্ধে, রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে, রাজীব গান্ধীর কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। সেখানে টাকা দেওয়ার পরিবর্তে অভি-যোগ গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে ঋণমেলা লাগবেনা। এই হল তাদের দরখাস্ত কালেক্শানের নমুনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইজন্য বলছি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা উনারা হতাশা রোগে ভুগছেন। এর সংগে আর, এস, পি লেজুর আছে। ২ জন মাত্র। ওদের পেছনে পেছনে ট্যাং ট্যাং করে। উনারা চীৎকার করেন উদয়পুরে বাঁধ হয়নি। উদয়পুরে ১৯৮২ ইংরাজী থেকে যখন পালাটানা থেকে বৈষ্ণবীচর পর্য্যন্ত বাঁধের জন্য চীৎকার করেছিলাম তখন কেন শুনলেন না? এখন দাবী করছেন বাঁধগুলি কেন হচ্ছেনা। কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস-এর নবগঠিত সরকার যখন এই কাজগুলি করার জন্য বাজেট পেশ করলেন তখন এর বিরুদ্ধে কাটমোশন, এই নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের স্বার্থের কথা বলা। স্যার, উনারা বার বার আর একটা প্রসঙ্গ উঠান উনারা শুধু এই হাউসে নয় গ্রামে গঞ্জে গিয়েও বিভ্রান্তিকর কথাবার্ত্তা বলেন।

স্যার, উনারা গ্রামে গিয়ে মানুষকে শুনাতে চেষ্টা করেন শুধু এই হাউসে নয়, যে, অমুক গ্রামের একটা মিথ্যা ঘটনা ধর্মনগরে গিয়ে বলছেন, ধর্মনগরের একটা ঘটনা বিলোনিয়াতে গিয়ে বলছেন, ওনাদের চরিত্র হচ্ছে এই। আপনারা দেখুন আমি নির্দিষ্টভাবে তার প্রমাণ দিচ্ছি, স্যার, ওনাদের মুখপাত্র পত্রিকা ডেইলি দেশের কথা এইটার মধ্যেও ওনারা মিথ্যা তথ্য দেন। যেমন ২৬শে মার্চের পত্রিকায় ছাপিয়েছেন দুর্লভনারায়ন একটা গরীব পরিবারের একজন মহিলার অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। স্যার, ওনাদের মুখপাত্র পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠালেও ওঠায়না, জনসাধারণ বড় ব্যস্ততার মধ্যে আছে, সেই দুর্লভনারায়নে জন-সাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। যে ভদ্রমহিলা মারা গেলেন তিনি ৫ বৎসর ধরে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শর্য্যাগত, চলাফেরা করার ক্ষমতা নাই, তিনি মারা গিয়েছেন কথাটা সত্য। ওনাকে সেবা শুশ্রূষা করেছেন আমার দেশের সেখানকার গ্রামীন চেয়ারম্যান মুক্তরঞ্জন দাস। ওনারা পত্রিকায় পরিবেশন করেছেন অনা-হারে মৃত্যু হয়েছে। স্যার, অতি দুঃখে সেখানকার জনসাধারণের চাপে এই দুর্লভনারায়ন গাঁওসভার পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হয়েছে, পত্রিকায় উঠায়না প্রতিবাদ। সেই হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে জনসাধারণকে বুঝাতে হচ্ছে এই ঘটনা নয় ঘটনা হচ্ছে এই। আমি হ্যাণ্ডবিলের একটা বয়ান আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি। স্যার, মুক্তরঞ্জন দাস চেয়ারম্যান দুর্লভনারায়ন উনি জনসাধারণের পক্ষে ত্রিপুরাবাসীকে জানা-নোর লক্ষ্যে এই যে মিথ্যা অপপ্রচার ওনাদের মুখপাত্র ডেইলি দেশের কথায় প্রচার করেছেন, এইটা সম্পূর্ণ

মিথ্যা। তিনি লিখেছেন জেলাশাসকের নিকট এবং এই হ্যাণ্ডবিলের কাগজগুলি দেশে ছড়াচ্ছে, উপায় নাই, ডেইলি দেশের কথা যদি না উঠায়। মাননীয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক মহোদয়, সমীপেষু পশ্চিম ত্রিপুরা আগরতলা। বিষয় বিগত ২৬শে মার্চ ১৯৮৯ইং ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় গরীব পরিবার অনাহারে মৃত্যু শির্ষক সংবাদটার প্রতিবাদ। মহাশয়, সবিনয় নিবেদন এইযে বিগত ২৬শে মার্চ ১৯৮৯ইং ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় গরীব পরিবার অনাহার মৃত্যুর কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা সংবাদটি প্রকাশিত হয়, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মৃতা অষ্টমী বর্মন দীর্ঘদিন যাবত ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত, তিনি বিগত ৫ বৎসর যাবৎ প্রায় শর্যাগত ছিলেন। অনেকদিন যাবত আহারও চলেফেরা করতে পারেননি। রাজনৈতিক কর্মী শ্রীতপন দত্ত চৌধুরী মৃতার দুই মেয়েকে প্রলোভিত করিয়া অর্থ প্রদান করিয়া সি. পি. আই. (এম) এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই বিবৃতি প্রকাশ করেন। অনাহার মৃত্যুজনীত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দুর্লভ-নারায়ন গাঁওপঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে যতটুকু সাহায্য করে দেওয়ার ততটুকু সাহায্য করে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা নিজেরাই ওনার পরলৌকিক সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছি। সি, পি, আই, (এম) পার্টির একজন লোকও তাকে সাহায্য করতে আসেনি। এইটা সরকারের বিরুদ্ধে সি, পি, আই, (এম) ঘৃণ্য চক্রান্ত বলিয়া আমরা জনসাধারণের পক্ষ থেকে মনে করছি। স্যার, এইটা দেখুন, আমি আপনার কাছে সাবমিট করলাম।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (ধনপুর) :— স্যার, এই মুক্তরঞ্জন দাস ওদের নোমিনেটেড কমিটির চেয়ারম্যান ওদের নিজেদের দলের নোমিনেটেড কমিটির চেয়ারম্যান।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীরসিকলাল রায়** :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা ১৬ নং ডিমাণ্ডের উপর বার বার কাটমোশন এনেছেন কিন্তু আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ অন্যান্য যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন, যেগুলি আজকে পাশ হবে সেগুলির উপর কোন কাটমোশন আনতে সাহস পান নি। যেমন. ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭, ১৯, ২৫, ৩২, ৪৫, ৩০, ৩৫ ৪৬, ৪৯, ৪৫, ৪৬ প্রভৃতি ডিমাণ্ডের উপর কোন কাট মোশন এনে বিরোধীতা করার কোন সাহস ওনাদের নেই। তাই আমি আশা করব এভাবে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ না তুলে হাউজকে বিভ্রান্ত না করে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে আপনারা সহযোগীতা করবেন এবং সমস্ত প্রকার বিভ্রান্ত থেকে দূরে থাকুন. এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**— অনারেবল মেম্বার শ্রীবিমল সিনহা।

**শ্রীবিমল সিনহা** (কমলপুর) :— অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেসমস্ত কাটমোশন বিরোধী বেঞ্চ থেকে এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনগণের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্যই করা হয়ে থাকে। এটা আমাদের গভর্ণমেন্ট হউক, আর কংগ্রেস (ই) টি. ইউ. জি, এস সরকার হউক সকলকেই করতে হয়। কাজেই এটাকে মামুলি বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা করা ভাবলে ঠিক হবেনা। আমরা যখন পরিস্কার ভাবে বুঝি যে শুধু কাগজ পত্রেই চাই, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অন্য রকম, ত্রিপুরা রাজ্যের শুধু ১/২ জন মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তখন সে বাজেটকে বিরোধীতা করা ছাড়া উপায় থাকে না। খুব দুঃখের সহিত আমি কয়েকটা তথ্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। তবে যে তথ্যগুলি আমি এখানে উপস্থাপিত করতে চাই সেগুলি সম্পর্কে এটা ভাবা ঠিক হবেনা যে, আমি কোন মাননীয় মন্ত্রীকে আঘাত করতে চাইছি বা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করার চেস্টা করছি। আজকে মানুষ জানছে কি হচ্ছে, তাদের জানার ইচ্ছা আছে, জানার ব্যাপার। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অবগতির জন্য এবং মাননীয় এম. এল, এ, দেরও মাননীয় মন্ত্রীদের অবগতির জন্য এসব তথ্য তুলে ধরছি। ১৯৮৫ ইং সনের ১৮ই ডিসেম্বর একটা এক্সট্রা অর্ডিনারী গেজেট নোটিফিকেশন ইস্যু নাম্বার ২৭৪ প্রকাশিত হয় যেখানে ও. এন. জি. সি. কমপ্লেক্সের জন্য বিতর্কিত কিছু জমি অধিগ্রহনের ব্যাপার আছে সেখানে জমির পরিমাণ হচ্ছে ৪৭ ২৬ একর। এই জমির একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা কি ? সেই ইতিহাসটা বলছি। এই জমির কায়েমী তালুক নাম্বার ১৬৯। এই জমির মূল মালিক ছিলেন মহারাণী অরুনন্ধুতী দেবী, মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুরের স্ত্রী। সেই জমির কায়েমী তালুক নাম্বার ১৬৯ তালুক জনৈক ললিত দেববর্মা দর তালুকী করার জন্য আবেদন জানালেন। দর তালুকী মানে হচ্ছে ৬ টাকা হারে দ্রোণ প্রতি খাজনা দেওয়া হবে। এই ভাবে সাব্যস্ত করা হলো মহারাণী অরুন্ধুতী দেবীর কাছ থেকে ললিত দেববর্মা দর তালুক নিলেন। অর্থাৎ জমির উপসত্ব পাবে ললিত দেববর্মা। এবং তার জন্য তাকে প্রতি দ্রোণ জমির খাজনা দিতে হবে ৬ টাকা হারে এই ছিল সিদ্ধান্ত।

এরপর ত্রিপুরা সরকার গেজেট নোটিফিকেশন দিলেন, নোটিফিকেশন নাম্বার হচ্ছে ৪৬০ অব ১৯৬১, ডেট ২৪ ১০, ১৯৬১ যেসমস্ত দর তালুকী রয়েছে সেগুলি ঘোষণা দিতে হবে। টি, এল, আর, এণ্ড এল, আর, এ্যাক্ট ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব আইন চালু হলো। সেদিনই ললিত দেববর্মা ঘোষণা করলেন কত জমি তার দখলে রয়েছে কত জমি তার দখলে নাই তারমধ্যে দুটি বিধান রয়েছে এই টি, এল, আর, এণ্ড এল, আর,

এই অনুযায়ী। সেই বিধান অনুযায়ী ঘোষণা দেওয়া হল ৫৫ নং ফর্মে ডেট ১৪, ৬, ১৯৬৩ইং তারিখে। এর মানেটা কি? অর্থাৎ জমি যতটুকু ছিল সেটা ঘোষণা দেবার পরে সরকার সে জমির একটা অংশ নিতে পারে এই আইন অনুযায়ী ৫৩ নাম্বার আইন অনুযায়ী। আব ৫৫ নাম্বার আইন অনুযায়ী- হলে সমস্ত জমির ঘোষণা দিতে হয় এবং সেই অনুযায়ী সরকারের কাছ থেকে একটা কমপেন-সেসন গ্রহণ করবে এবং জমির ব্যাপারে তাদের আর কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।

ললিত দেববর্মা সেই ঘোষণাটা দিয়ে দিলেন। ঘোষণা দেবার পর থেকে এই জমিটা খাস জমিতে পরিণত হলো। আর কোন ঝামেলা রইলনা।

তারপর ১৯৮৫ ইং সেই গেজেটে নোটিফিকেশন দেওয়া হলো। ও, এন, জি, সি, যখন জমিটা অধি-গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল তখন সেই জমি নতুন করে দাবীদার হলেন ললিত দেববর্মার দুই ছেলে-একজনের নাম চিত্ত দেববর্মা এবং আরেকজনের নাম বিশ্বরঞ্জন দেববর্মা আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মামা। সৎ মামা মানে তাইনের আরেক মা ছিলেন মারা গেছেন, তার ভাই।

এই দুই ভাই জমিটা দাবী করলেন যে, এই জমিটা আমরা পাব এবং জমির দাম হলো ৮৪, ২৭, ৫৫৬ ২০ টাকা। সেদিনই এই জমির দাম ঠিক করা হলো। এরপর এল, এ, কালেকটার চিন্তা করলেন যে, এইটা তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার, অনেক ক্লেইমেণ্ট আছে। প্রভাত বনিক আছে, তারপর আরেকজন ঘোষ আছেন, তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীরবাবু আছেন, এদের পেছনে অনেক বড় বড় লোক রয়েছেন। এই সব লোকদের বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবেনা। বরং এটাকে ট্রেন্সফার করে দিই।

এল, এ, কালেক্টার কাজ এন, সি, দাসের ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এর কোর্টে এইটাকে ট্রেন্সফার করে দিলেন। যেটা এভার্ট করার জন্য সমীরবাবু তাকে ল-সেক্রেটারী করে দিলেন।

এই ৮৪, ২৭, ৫৫৬, ২০ টাকা এইটা প্রতি বৎসর ৪৩ হাজার টাকা করে সুদ গুণতে হয় এবং এইভাবে ১৯৮৬ সাল থেকে এই টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই কোটি টাকা।

এতদিন এইভাবে ছিল। কিছু করতে পারেন নাই। এই জোট সরকার আসার পর রাতারাতি রায় করিয়ে নিলেন সমীরবাবু। আমার বিশ্বাস সরকারী পক্ষের সদস্যরা, মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমীর বাবু ছাড়া আর কেউ ইহা জানেন না। যতটুকু আমরা খবর পেয়েছি। এইভাবে তিনি জালিয়াতিটা করেছেন।

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েণ্ট অব অর্ডার। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করছি যে, হাউস থেকে একটা কমিটি করে তদন্ত করা হোক। উনি এ্যবলিউটলি ফলস্ স্টেটমেণ্ট দিয়ে যাচ্ছেন।

**শ্রীবিমল সিন্হা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই টাকাটা গ্রহণ করার জন্য তিনি কিসের আশ্রয় নিয়ে ছিলেন ? কংগ্রেসের কাউকে নিলেন না। তিনি উনাদের মামাদের নিয়ে একটা পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নি করলেন। পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নি করলেন দৈনিক গণদূত পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সুশীল চৌধুরীকে। অন্য কেউ দেখবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে কাগজগুলি পাঠানো হয়েছিল তার নম্বর ছিল এল. এ. কেইস্ নং ১৫৩।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ( মুখমন্ত্রী ) :—** পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভি-যোগ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন একটা কমিটি করার জন্য। সেজন্য আমি প্রস্তাব দিচ্ছি যে, একটা কমিটি করা হোক্। এই কমিটিতে শাসক দলের তিনজন এবং বিরোধী দলের একজন সদস্য থাকবেন।

**শ্রীবিমল সিন্হা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে আমি দুই হাত উপরে তুলে স্বাগত জানাই। তবে হাউসের অবগতির জন্য আমাকে আরও কিছু বলতে হবে। আমি আরও কিছু না বললে জিনিসটা এখানে ফাঁস হবে না।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে মোশন এনেছেন, আই সেল কনসিডার ইট লেটার অন্।

**শ্রীবিমল সিন্হা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্যটা নিয়ে যখন রায় দেওয়া হল. ডিষ্ট্রিক্ট জাজ্ এন, জি দাশকে বাধ্য করা হল রায়টা দেওয়ার জন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনাকে বাধ্য করেছেন রায়টা দেওয়ার জন্য। এবং বলেছেন, তোমাকে ল সেক্রেটারী করা হবে। উনি আইনমন্ত্রী, উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং তাঁকে পর-বর্তী সময়ে তা করাও হল। ল সেক্রেটারী করার কয়েকদিন আগে রায় বের হল যে এটা ললিত্ দেববর্মার, ছেলে বিশুরঞ্জন দেববর্মা এবং চীত্তরঞ্জন দেববর্মা, ওরাই আসল ক্লেইমেণ্ট। এই দুই কোটি টাকার মালিক গোপন করেছেন আপনারা। রাজনীতি করেছেন আপনারা। আর উনি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে বিরাট ব্যবসা।

যা হউক আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমার কথাই বা আপনারা ধরে নেবেন কেন ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৭ই মার্চ এই বিষয় নিয়ে যখন চারিদিকে একটা গুঞ্জন উঠলো, তখন জৈনক ব্যক্তি হাই কোর্টের চীফ জাস্ষ্টিস রঘুবীরের কাছে একটা দরখাস্ত করলেন যে, এটা কি করে হল ? আমার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই, বা অংশ নাই, আমি কোন দাবীদারও নই, কিন্তু এত বড় একটা টাকার বিল, গর্ভমেণ্টের কোটি টাকার বিল যে জাজ একটা রায় দিলেন, উনি কোন সাক্ষী ডাকলেন না, উনি কোন ডকু-মেণ্ট নিলেন না, কোন একটা এল. এ, অফিসারকে ডাকলেন না, কোন একজন সেটেলমেণ্ট অফিসারকে

ডাকলেন না, তিনি কি করে এই রায়টি দিলেন বলে হাই কোর্টের চীফ জাষ্টিসের কাছে আবেদন জানালেন, তখন এখানকার ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টের জাজ সুকদেব রায়কে অর্ডার দিলেন তাড়াতাড়ি তার তদন্ত করার জন্য, পেশাদারিকভাবে প্যারাওয়াইজ কমেন্ট করার জন্য। সুকদেববাবু আসার আগে এই কেইসে সরকার পক্ষে দাড়ালো কে এম, জি, দাসের কোর্টে, ? না দিব্যেন্দু বাবু সরকারী উকিল। সরকার হাজার হাজার টাকা দেন, সেই গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি দাড়ালেন সমীরবাবুর স্বার্থ রক্ষার জন্য, এই সরকারের বিরোধীতা করে সম্পত্তিটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য, এভাবে তিনি রায়টা করিয়ে দিলেন। এখন প্রশ্ন তুললেন রঘুবীর সাহেব, সুকদেববাবু নির্ভিকভাবে রায় দিয়েছেন, এটা এখনও কোর্টে পেণ্ডিং আছে। এখন এই যে ন্যায় বিচারের পক্ষে রায় দিলেন, তার বিপদ হতে পারে। আমরা নিজেরাও আতঙ্কিত, আমি যে তথ্য ফাঁস করে দিলাম, আমারও বিপদ হতে পারে। কারণ সমীরবাবু এখন নানা রকমের ছলচাতুরী করছেন, এর মধ্যে মামলা করবেন, অর্ডার করবেন, এই করবেন, সেই করবেন, যাতে কোন রকম সাক্ষী না থাকে, তার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই এই নিয়ে আমি এই হাউসের প্রটেকশান চাইছি এবং মাননীয় সদস্য যারা এই হাউসে আছেন, তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব যে এটা দুই কোটি টাকার একটা বিরাট ডিল, আপনাদের ঘুমে রেখে এটা করা হয়েছে যাতে করে এই দুই কোটি টাকার জমিটা হস্তগত হয়, তার বিরুদ্ধে আপনারা গর্জে উঠুন। এখানে আপনাদের লজ্জা হতে পারে, হয়তো সেটা করতে চাইবেন না, কিন্তু বাইরে তো করতে পারেন, অন্তত: আপনাদের কোনাযে তো করতে পারেন। একজন কি দেশটাকে বিকিয়ে দেবে ? মারাত্মক পথে পা দিয়েছেন। এটা আমরা সি, পি, বলে কোন কথা না, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস বলে কোন কথা না। এখানে বাজেট এনেছেন উন্নতি হবে ভাল কথা। কিন্তু আমি বলি, এই বাজেট কি একজনের জন্য ? একজনকে দুই কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ? তা নিশ্চই নয়, আর তা যদি হয়, তাহলে তার বিরোধীতা করুন। আর একটা বিষয় আছে, পরে আপনারা বুঝতে পারবেন, মফিয়া রিপোর্ট আসছে দুই এক দিনের মধ্যেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাইনা কাটমোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে আঘাত করার জন্য একথা বলছিনা, এটা একটা বিরাট ডিল। একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে একটা কমিটি করার কথা বলছেন, তদন্ত করার জন্য, আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেই। কেন না, এর দ্বারা যে দুর্নীতি চলছে, তার রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** স্যার, এরপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে, এর কোন নৈতিক দায়িত্ব নাই মন্ত্রীর।

**শ্রীসমীরঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তাদের ঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। কাজেই সেই কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন আমি আমার মন্ত্রীত্বে থাকবো। উনাদের কথায় আমি পদত্যাগ করবো না।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, কমিটি করার আগেই উনাকে পদত্যাগ করতে হবে।

**মহারাণী বিভুকুমারী দেবী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই এই হাউসে বলেছি যে, আগের সরকারের সময় ধান্ধা ছিল জায়গা নিয়ে, অ্যাকুইজিশন ওয়াজ ষ্টার্টেড ডিউরিং দি ল্যাপট ফ্রন্ট টাইম। কোন অ্যাকুইজিশন যদি ল্যাফট ফ্রন্ট সরকারের আমলে স্টার্ট হয়ে থাকে তাহলে সেটা বর্তমান সরকারের দায়িত্বে আসেনা। আমি বলছিনা যে কি খারাপ আর কি ভাল। মাননীয় সদস্য নিজে বলছেন যে, তদন্ত করা হউক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা মেনে নিয়েছেন। আমি এটাকে ওয়েল কাম করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, দিস কেন বি কেপ্‌ট ইন রেকর্ড দ্যাট ইফ এনিবডি অফার্স অ্যাণ্ড হি ইজ গিবেন কমপেনসেশন।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অতীতে দেখেছি ১৯৮০ সালে যখন ত্রিপুরাতে জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে দাংগা হল, বহু লোক মারা গেল, ত্রিপুরার মাটি রক্তে লাল হয়ে গেল সেইদিন শুধু বিরোধীরা নয় সারা ত্রিপুরাবাসী দাবী করেছিল যে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী এই ঘটনার বিচার বিভাগ তদন্ত করা হউক। সেইদিন কিন্তু তারা সেটা করেননি। স্যার, এই সরকার আসার পর প্রতিটি ঘটনার আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে, যেগুলি গুরুতর ঘটনা সেগুলির তদন্ত হচ্ছে। এমনকি বিচার বিভাগীয় তদন্তও করা হচ্ছে। এখন যে হাউসে যে অভিযোগ এসেছে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বলেছেন সেটার তদন্ত হউক এবং উনার এই প্রস্তাব এই হাউসে গ্রহণ করছেন। এরপরে আর কোন বক্তব্য থাকতে পারেনা। আর মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী যে কথা বলছেন, যে এই অ্যাকুইজিশন ষ্টার্ট হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে। কাজেই দুর্নীতি যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই শুরু হয়েছিল। উনারাই আবার অ্যাকুইজিশনের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। দুর্নীতির শুরু কোথায়? আজকে উনারা সেই একুইজিশন প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। স্যার, আমি তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি না।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, তদন্তের আগে তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে সরতে হবে। স্যার, এটা দুর্নীতি এই দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিতে হবে।

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন; ১৯৮৫ সনে সেকশান (৪) এ নোটিশ হয়েছে এবং ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে সেকশান (৩০) এ নোটিফিকেশান হয়েছে। দেববর্মা দুইজন টাকা পাবে এটা তদানীন্তন সরকার বলে দিয়েছেন। সেকশান (৩০) এ রেফারেন্স হয়ে একজন ক্লেইমেণ্ট গেছেন। সেই ক্লেইমেণ্টের কোন কাগজ নেই। ডিস্ট্রিক্ট জাজ কি দিয়েছেন সেটা ডিস্ট্রিক্ট জাজ দেখবেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অব ত্রিপুরা সেকশান ৪, ৬, ৯, ১২, ১৮, ৩০ এল, এ, এ্যাক্ট চিত্তরঞ্জন দেববর্মা এবং তার ভাইয়ের নামে টাকা এওয়ার্ড করেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে তদন্ত কমিটি আপনি করবেন, সে কমিটিকে ১৫ দিনের সময় দেওয়া হোক। ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্টটি আপনার কাছে দেওয়া হবে।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেট তৈরী করবেন। মাননীয় রাজ্যপালের নিকট ক্যাবিনেটের নাম পাঠানো হয়, রাজ্যপাল তাতে স্বীকৃতি দেন এবং রাজ্যপালের কাছে শপথ নিতে হয়। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি অবিলম্বে এই মন্ত্রী মহোদয়কে যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, যার জন্য তদন্ত কমিটি করা হচ্ছে অবিলম্বে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব তাকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দিয়ে তদন্ত করা। এটাই হচ্ছে নিয়ম।

**মিঃ স্পীকার** :— আমি দেখব যে কমিটি আমি তৈরী করব সে কমিটির কাজ করতে গিয়ে তার উপর কোন চাপ সৃষ্টি বা কোন দিক থেকে কোন বাধা আসে কিনা। দ্যান আই উইল টেক দ্যা একচুয়েল ম্যাটার। কমিটি উইল রিপোর্ট মি হোয়েদার এনি ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েটিং টু এনকোয়ার দ্য মেটার প্রপারলী। দ্যান আই উইল টেক ইট, আদার ওয়াইজ আই উইল নট হীয়ার।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, কেবিনেটের একজন মন্ত্রী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। যার বিরুদ্ধে ক্যাবিনেটের মুখ্যমন্ত্রী নিজে দাবী করেছেন তদন্ত হোক। সুতরাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে তদন্তের দাবী করেছেন সেখানে অবিলম্বে তাকে সরে যেতে হবে।

( ইণ্টারাপশান )

**শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ** (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন সেই কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের ভাগ্য আজকে নির্ধারিত হচ্ছে কিন্তু মাননীয়

বিরোধী সদস্যরা আজকে ওরা ভাবছেন এই রাজ্যের কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জি, এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এক বছরের মধ্যে যে কাজ করেছেন এবং আজকে যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন আগামী দিনে তাতে রাজ্যের জনগণ তাদের অধিকার পাবেন সে জন্যই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিধানসভায় উৎস্মৃঙ্খলতার সৃষ্টি করছেন, তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বিগত ১০ বৎসরের ইতিহাস তাদের স্মরণ করতে হবে। ১০ বছরে তারা কি করেছেন ? আজকে আমরা ১৪ মাস হয়েছি ক্ষমতায় এসেছি। এই কংগ্রেস, টি, ইউ, জি, এস, সরকার আসার পর, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে ১০ বছর এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণকে কিভাবে লান্‌ছিত এবং বঞ্চিত করা হয়েছিল, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। আজকে সেই লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জনগণের আশা পূরণ হচ্ছে তাই তারা হতাশায় ভুগছেন তাই আপনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আজকে বিরোধী বেঞ্চে মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন তাঁরা এই সরকারের সিদ্ধান্ত এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, এই রাজ্য যে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং জনগণের যে ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে তার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। ভাবতে লজ্জা হয়, এখন মাননীয় সদস্য বিমলবাবু চলে গেছেন। উনার ১০ বছরের কুকীর্তি আমার মনে আছে, এই বিধান-সভায় উনারা কি করেছেন, ওদের চরিত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আর অজানা নয়।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—** মি স্পীকার স্যার, কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনায় এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমি চিন্তা করে দেখেছি এবং আমি প্রস্তাব রাখছি যে, এই অভিযোগগুলি, কাগজপত্রের অভি-যোগগুলি আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখুন। যদি এটার প্রাইমাফেসি পাওয়া যায় তাহলেই আপনি কমিটি করবেন। এটা হতে পারে না, এটা চলতে পারে না, তাহলে বিধানসভায় দাঁড়ানো যাবে না। কাজেই প্রাইমাফেসি আছে কিনা সেটা দেখবেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ( মন্ত্রী ) :—** প্রাইমাফেসি সেটা আগে কে দেখবে ?

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধিররঞ্জন মজুমদার ( মুখ্যমন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে একমত এটার প্রাইমাফেসি দেখেই আপনি সেটা করবেন।

( গণ্ডগোল )

**মহারাণী বিভুকুমারী দেবী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে বলে দিন ভারতের সংবিধানের অধিকার আছে গরীব মানুষের যাদের জায়গা নেওয়া হয় তাদের ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়। এই রকম অনেক ট্রাইবেল আমার কাছে এসেছে, আমাকে টাকা দিতে হয়েছে।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** সিট ডাউন প্লিজ। মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, অভিযোগ আছে, নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করবো। আগেও করেছি চিরদিনই করবো।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ( মন্ত্রী ) :— রুলিং একান্ত দরকার, এটা ঐতিহাসিক রুলিং হবে। আগে যেভাবে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে এটা ত্রুটি ছিল, এটা রিভিউ করা দরকার। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আপনার রুলিং দরকার। প্রাইমাফেসি ছাড়াই কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা কোন অভিযোগের জন্য কমিটি করা যাবে না।

**মিঃ স্পীকার :—** আফ্‌টার ওয়ার্ডস আই উইল গিভ মাই রুলিং। যেহেতু একজন অনারেবল মিনিষ্টার একটা প্রস্তাব দিয়েছেন আই হ্যাভ টু সে সামথিং অ্যাবাউট দি মেটার, সো আই উইল টেল ইট অ্যাণ্ড আই উইল গিভ মাই রুলিং লেটার অন। হোয়েদার ইট উইল বি অ্যালাউড অর নট ইন হিজ কনটেন্ট হোয়াট হি হ্যাজ টোল্ড বিফোর দি স্পীকার যে, প্রাইমাফেসী আছে কিনা দেখে দেওয়ার জন্য আই সেল কনসিডার ইট অর নট কনসিডার ইট উইল বি ডিক্লেয়ারড্ লেটার অন।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** আই সেল কন্‌সিডার। আণ্ডার কন্‌সিডারেশান। আই কেন অ্যাসিউর অল অফ ইউ ইফ আই থিংক্ ফিট, হোয়াট আই থিংক ফিট আই উইল গিভ দিন্।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** অবিলম্বে কমিটি গঠন করুন।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— দেয়ার স্যাড বি প্রাইমাফেসী। উইদাউট প্রাইমাফেসী নাথিং কেন বি ডান।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, দিস ইজ মডিফিকেশান।

**মিঃ স্পীকার** :— নো।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— আই হ্যাভ নট ওভাররোল।

**মিঃ স্পীকার** :— আফ্‌টার ডিউ কনসিডারেশন।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— দিস ইজ এ মডিফিকেশান, অ্যাণ্ড আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ ইউ।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ। আরম্ভ করুণ।

**শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উনারা বাজেটের উপর চাটাই প্রস্তাব এনেছেন ? আমাদের এই বাজেট ঐতিহাসিক বাজেট। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ জনগণ এই নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এইটা একটা ঐতিহাসিক বাজেট। ২৪ লক্ষ জনগণের জন্য যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীকে গ্রহণ করার জন্য এই সরকার আপ্রাণ চেস্টা করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আজকে বিরোধী সদস্যরা অনেক দপ্তরের উপরেই বক্তব্য রেখেছেন। পাবলিক হেলথ ওয়াটার সাপ্লাই এবং ফ্লাড কন্ট্রোল সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভাবতে লজ্জা হয় ১০ বৎসর ধরে চীৎকার করেও চটাই বাঁধের কোন কাজ করা হয়নি। ১০ বৎসর ত ওরা ক্ষমতায় ছিলেন। এই সরকার এই নিয়ে বাজেট এনেছেন। তার উপর আবার বক্তব্য ? শুধু তাই নয় আমার চটাই বাঁধ, তারাসুন্দর বাঁধ, কৈলাস বাঁধ, এই বাঁধগুলি ফ্লাডে অ্যাফেক্‌টেড হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই।

মিঃ স্পীকার স্যার, এগ্রিকালচার সম্পর্কে বলছেন যে, এগ্রিক্যালচারের কি অবস্থা, আমরা দেখেছি আমরা এই বিধানসভায় আমরা চীৎকার করেছি, আজকে বাদলবাবু কৃষিমন্ত্রী নাই, তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন তিনি। অথন স্যার, বাংলাদেশে ঔষধ পাচার হয়েছিল, হাতেনাতে ধরা পড়েছিল সেটা আমি বিধানসভায় বলেছিলাম, কোন কাজ হয়নি স্যার। ওদের কেডারদের দিয়ে বাংলাদেশে ঔষধ পাচার হয়েছিল, কৃষকদের জন্য যে সার ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল তা তারা কৃষকদেরে দেয়নি। স্যার, আশ্চার্য্য হয়ে গিয়েছিলাম, আমি দেখেছিলাম সেদিন একজন ভিখারীকে সে ভিক্ষা করতে করতে যখন বাজারে আসল তখন তার ঝুলির মধ্যে শষ্য, প্রায় দুই কেজি শষ্য, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই শষ্য তুমি কোথায় পেলে, স্যার, তৎকালীন বিধায়ক হরিচরনবাবু তাকে ডেকে শষ্য দিয়েছিলেন তাকে ভোট দেওয়ার জন্য, স্যার, ভিক্ষুকের ভোট শষ্য দিয়ে কেনা। এইভাবে স্যার, এই বীজ ধানগুলি তারা তাদের কেডারদের দিয়ে রাজনৈতিক শ্লোগান দেওয়ার জন্য সত্যিকারের কৃষককে বিতরণ করেননি, যাদের ভুমি নাই, যারা ভূমিহীন তাদেরকে এই সার বীজ দিয়েছিলেন, এইটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আর আজকে এই হাউসের মধ্যে ওরা বড় বড় কথা বলছেন, ভাবতে লজ্জা হচ্ছে স্যার, আজকে তারা আবার এগ্রিক্যালচার সম্পর্কে বলছেন, যারা এই রাজ্যে কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল বিগত দিনে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনকুড করুন।

**শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :—** করছি স্যার, আমাদের এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের এই রাজ্যকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। শুধু তাই নয়, আজকে আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ট্রাইবেল এরিয়াতে কি করছেন, আপনারা যান, গিয়ে দেখুন, তদন্ত করুন। আজকে ট্রাইবেল ভাইরা কিভাবে ফসল ফলাচ্ছে আর বিগত সরকার কি করেছিলেন? তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন? কাজেই স্যার, আজকে এখানে বিরোধীরা যারা কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং আমাদের যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল রেভেনিও মিনিষ্টার।

**Maharani Bibhu Kumari Debi ( Minister ) :—** Mr. Speaker Sir, I feel that this budget is a very progressive budget. It has definite plan for the poor and Mr. Speaker Sir, I feel that our amount of expenditure that is required

now is for collection of and for backing of moral income in the State and the amount of estimate is 14, 69 lakhs. It includes expenditure towrords pay and allowances of the Staft of the Directorate of Settlement and Land Records and Land Reforms which is not actually collection charge. You may have cut on many things they are engaged for maintenance of permanent Record of rights and map which may regarded as having Social Services. Therefore I feel this 14,69' laks for Demand No-4 is absolutely correct. It included collection of Taxes on income, land Revenue Registration, State excise, Sale Tax. Demand No-5, now this amount is required to meet the expenses in connection with fiinancial assistance to non-tribals becoming Landlass due to the restoration of Land transferred by Tribals to Non-Tribals, Insurance Scheme of personal accident up to the 3000 Rupees. Hut insurance for poor families in the rural areas. Insurance scheme for landless agricultural labourer 1 thousand rupees, Releif & Natural Calamities contribution towards public places of worship. For which Mr. Deputy Speaker Sir, we have brought a new Directorate to look after the personal religion, custom of the Manipuries, Bhuddhist, Hindus and Muslims Mr. Deputy Speaker Sir, whatever expenses that we are incurring, it is in keeping with the democratic condition of the country not in keeping with the new thinking which is coming up on their side i. e. perestraika and glustnost. Still they have not made up their mind that what is glustnost and what it perestraika. Mr. Deputy Speaker Sir, we have again 2 crores 61 lakhs, 61 thousand in Demand No. 6, 3 crores 16 lakhs 48 thousands. This year we have incurred extra expenditure. We are opening new Sub-Division shortly probably on 14th of this month and for starting its functioning, We will have to bear extra expenses. To have a Cut-Motion on this Demand I think this is very stupid, childish and it has no base. Now as regards the personal attacks on one of my collegue, I say repeatedly that I do'nt entertain any sort of crime against the people

of Tripura. Definitely, if there is a prima facie case then my Govt. Should pay for it but the acqusition is started during the Marxist period under section 40 of the L. A. Act. Then I have nothing to say about it. Because Mr. Depouty Speaker Sir, my friend must know that this is India, this is not China or any Communist Country. Indian Constitution has given the people "the right of property".

আমরা অধিকার দিয়েছি। ভারতের সংবিধান গণতান্ত্রিক সংবিধান। এই সংবিধান প্রত্যেক মানুষকে সম্পত্তি রাখার অধিকার দিয়েছে। যদি এই সম্পত্তি গভর্ণমেন্ট নিয়ে যায় তাহলে সে সম্পত্তির জন্য ওনাকে কিছু টাকা দিতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অনেক ট্রাইবেল আছে, আমরা দেখেছি আমাদের রেকর্ড আছে যে গরীব ট্রাইবেলকে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে যেখানে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। আজকাল টাকার কি ভেল্যু আছে আমি জানি না। নগেন্দ্রবাবু এলাকা থেকে একটা লোককে নিয়ে এসেছিলেন তাকে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাবাবু বেশী কথা বলবেন না। আজকে আপনার জাগায় যদি নেওয়া হত তাহলে আপনি ক্ষতিপূরণ ক্লেইম না করে ছাড়তেন না। ১ হাজার ৬০ বর্গমাইল যেটা মহারাজা দিয়ে গিয়েছিলেন সেটার ত ক্ষতিপূরণ কেউ নেয়নি। ঐ সময় ত কেউ কোন কথা বলেনি। তখন ট্রাইবেল রিহেবিলাইটেশনের কথাও ত কেউ বলেনি। আমদের বামফ্রন্ট গভর্ণমেণ্টের যারা ট্রাইবেল দরদী তারা কেন ট্রাইবেলদেরকে জায়গা দিলনা। আপনারা কিছুই করেননি শুধু জাতি উপজাতিদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা জানেন এখানে জায়গার উপর চাপ এসেছে? একটা ছোট রাজ্যে কতজনকে বাস করতে দেবে ত্রিপুরার মানুষ? আপনারা সেজন্য গণমুক্তি পরিষদ করেছিলেন দশরথবাবুকে দিয়ে তারপর ওনাকে নৃপেনবাবু লিডার করে দেবেন বলে লোভ দেখিয়ে একটা পাহাড়ী মানুষকে নিয়ে গেলেন মার্কসিষ্ট পার্টি করার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রশ্নে আর যেতে চাই না। কারণ এটা খুব সেনসিটিভ প্রশ্ন. যদি বলতে হয় তাহলে অনেক কথা বলতে হবে। কারণ বামফ্রণ্ট বন্ধুরা জানেন ওরাও অনেক জায়গা নিয়েছে. যেখানে কুমারঘাটের অনেক জায়গা আছে। ওরা অনেক বেনামী জায়গা নিয়েছে। আমরা সেটা ঠিকই এস্টাব্লিশ করতে পারি। ওরা তাদের মামার নামে জায়গা নিয়েছে, বৌয়ের নামে জায়গা নিয়েছে, বৌয়ের ভাইয়ের নামে জায়গা নিয়েছে। ওয়েলথ টেক্স রিটার্ন আপনারা কোন দিনই দেননি। আমিতো অনেকবার অপোজিশন থাকার সময় অনেকবার সেটা বলেছি। অনেকে আছেন যাদের আগে কোন টাকা পয়সা বা জমি সম্পত্তি কিছু ছিলনা, আজকে তারা অনেক টাকার মালিক, বাড়ী গাড়ী করেছেন। কিন্তু তারা কোন প্রমাণ রাখেননি। কোন কাগজপত্র তারা রাখেন না। রাখবেন কেন? যদি ওয়েলথ টেক্স থেকে

তাদের বাড়ীতে রেইড করে তাহলে তো সব বেড়িয়ে পড়বে ? তাদের বৌকে কত সোনার গয়না দিয়েছেন তা সব ধরা পড়ে যাবে। এসব বাজে কথা নয়, সব সত্যি কথা। সত্যি কথা অনেক সময় অপ্রিয় লাগে। কাজেই স্যার, আর আমি হাউসের সময় বেশী নষ্ট করতে চাই না। আমি শুধু আপনার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ত্রিপুরার মানুষকে শুধু মিসলিড করার জন্য এই বামফ্রন্ট ষড়যন্ত্র করছে। এবং রটিয়ে দিচ্ছে যে, এই হাউসে যারা ট্রেজারী বেঞ্চের পিপল তারা নাকি সব করাপ্ট। শুধু এই লোকদের জন্য আমরা আবার এসে যাব। এইভাবে তারা অনেক অনেক জায়গায় অনেক অনেক অসত্য কথা প্রচার করছেন।

কিন্তু স্যার, আমরা কি রাষ্ট্রের অব প্রপার্টি তোলে দেব ? একা সমীরবর্মনের জন্য ? অনেক গরীব রয়েছে যারা বাঙ্গালী হতে পারে, পাহাড়ী হতে পারে, যাদের জায়গা নিচ্ছে একুইজিশনে এর মাধ্যমে তারা ক্ষতি পূরণ কি পাবেনা ? এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাদের কাছে আমার এই হচ্ছে প্রশ্ন, আমি এটার জবাব চাই। আমার কথা হলো সে গরীব লোক পাহাড়ী হতে পারে বাঙ্গালী হতে পারে, তার জায়গা নেওয়া হবে আর তার বিনিময়ে সে কোন টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেব পাবেনা ? নিশ্চয়ই সে পাবে, পাবার সে অধিকারী। এইটা স্যার, ভারতবর্ষ। এখানে আইন আছে, সংবিধান আছে, সেটাকে তারা বদল করতে পারবেনা। যতদিন এই আইন থাকবে ভারতবর্ষে, যতদিন এই ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের থাকবে সংবিধান অনুসারে, ততদিনই গণতান্ত্রিক রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে।

এখানে শুধু একজন মহারাজা বা একজন ধনপতির কথা বললে চলবেনা। এখানে সকল মানুষের সমান অধিকার। এখানে গরীবের জন্য যেমন রয়েছে খুনের জন ফাঁসির সাজা ঠিক তেমনি খুনের জন্য রয়েছে ফাঁসির সাজা। এখানে আইনের কাছে কোন ধনী গরীব ছোট বড় এইসব প্রশ্ন আসবে না। কাজেই এখানে যে আইন রয়েছে সে আইন অনুসারে আমরা কাজ করতে যাব।

কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি দেখবেন এই ধরনের জন্য কোন অগণতান্ত্রিক কথা এই হাউসে আর না উঠে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাঙ্ক ইউ

**মিঃ স্পীকার :—** অনারেবল এগ্রিক্যালচার মিনিষ্টার।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে আমার যে তিনটা ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডগুলি হচ্ছে এনিম্যাল হাসবেন্ড্রী, ফিসারিজ, এবং এগ্রিকালচার। আমি খুবই খুশী হয়েছি

যে, এই সমস্ত জনস্বার্থে এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থে যেসমস্ত অর্থ বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে, পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে সেগুলির উপর বিরোধীদলের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে বা অফিসিয়েলী কোন বিরোধীতা কেউ করেননি। তবে অভ্যাসবশতঃ কয়েকজন বিরোধী সদস্য আমার কৃষি এবং মৎস দপ্তর সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করেছেন। তবে আমি জানি যে, এইটা তাদের বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করতে হবে। একটা দপ্তরের ভুলত্রুটি নিশ্চই থাকতে পারে। আমি তাই বলি না যে, কোন দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে কেউ সমালোচনা না করুক। কিন্তু সেই সমালোচনা হতে হবে কনস্ট্রাকটিভ।

স্যার, আমি এই অধিবেশনে লক্ষ্য করেছি যে, এই রাজ্যের যে খাদ্য সমস্যা রয়েছে সেটাকে মেটানোর জন্য তার পদ্ধতি নিয়ে এখানে বিভিন্ন সদস্য আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে দেখেছি বিরোধীদলের সদস্যগণ তাদের যে চিন্তাধারা দুর্ভাগ্যজনক এবং ক্ষতি কারণক। তারা একই কথাই বার বার বলছেন যে, বাইরের রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানী করে সে সমস্যা সমাধানের জন্য তারা পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। কৃষিমন্ত্রী হিসেবে আমি এবং ফ্রোট সরকারের লক্ষ্য হিসেবে আমি বলতে চাই যে আমরা এমনভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে চাই যে বাইরের থেকে যাতে রেশন না এনে বা বাফার ষ্টক প্রভিশন না করে এখানকার জমি এবং উৎপাদনের উৎসকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারি। এইটা হচ্ছে আমাদের ফ্রোট সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু বিরোধীদলের সদস্যরা এটা চান না যে, ত্রিপুরা খাদ্যে স্বনির্ভর হোক্। তাই তারা বার বারই বলছেন যে, বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করে যেন এই সমস্যা সমাধান করা হয়। আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের অনুরোধ করবো আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করুন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পাঞ্জাব থেকে বা হরিয়ানা থেকে চাল গম এই রাজ্যে নিয়ে আসা পরিবহনের দিক দিয়ে অনেক সময় খুবই অসুবিধা দেখা দেয়। মাঝে মাঝে অতি বৃষ্টির ফলে বন্যা হয় তখন রাস্তাঘাট প্রায়ই বন্ধ থাকে ফলে রেলওয়ে ওয়াগন আসতে পারেনা। তখন এই-খানে চালের দাম তিন চারগুণ বেড়ে যায় এবং গ্রামে হাহাকার চলতে থাকে। এইটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখেছি আবার আমাদের আমলেও হতে পারে। কাজেই এইটার থেকে মুক্তির একটা মাত্র রাস্তা হচ্ছে খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া।

স্যার, এইবার শুধু খারিপেই আমরা দশ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছি।

নতুন অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং এস. আর. পি (স্পেশাল রাইস প্রভাকশাম) এর মধ্যে নতুন ধরনের বীজ যেটা নাকি উচ্চ ফলনশীল, এছাড়া সারের ব্যবহার, জলসেচের ব্যবস্থা এবং নতুন পতিত জমি উদ্ধার করে আমরা উৎপাদন বৃদ্ধি করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এবার আমরা ৪ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করতে পেরেছি আগামীবার এর লক্ষমাত্রা ধার্য্য হয়েছে ৪ লক্ষ বার হাজার মেট্রিক টন। কাজেই আমাদের লক্ষ হচ্ছে ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ম্বর করে তোলা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এবার আমরা কতগুলি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে ১৮ হাজার জুমিয়া পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়া। এটাতে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুদান দিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একজন উপজাতি হিসাবে লক্ষ করেছি যে, অতীতে যতগুলি পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে তার সবকটিই এখন ব্যর্থ। তার চিহ্নমাত্র এখন পাওয়া যাবে না। প্রথম ছিল সাড়ে সাতশ, এরপর হলো উনিশ-শ, এরপর হলো আট হাজার টাকা। আট হাজার টাকা খরচ করে ২০ বৎসর পরে দেখা গেল যে সেখানে এক পয়সারও সম্পত্তি সৃষ্টি হয়নি।

স্যার, জুমিয়া পুর্ণবাসন কি এরকম হবে? এরকম ভাবে হয়না। আমি বলছি, এবার আমরা ৩০ হাজার টাকা খরচ করব। ৩০ বৎসর পর আমরা অন্তত: ১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করব। স্যার, লিচু বা রাবার বাগান করে সেখানে ১০ বৎসর পরও সেখানে কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হবে না কেন? এটা ওনারা জানাবেন কি? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সুতরাং পরিকল্পনার বেসিক পার্থক্য উনাদের সঙ্গে আমাদের এখানেই। আমি বলছি আজকে আমরা ৩০ হাজার টাকা দিয়ে যে বাগান তৈরী করব ১০ বৎসর পরে সেই বাগান থেকে কমপক্ষে ৬০ হাজার টাকা আয় করতে পারব।

সেটাকে যদি আমরা বাজারজাত করি, তাহলে তার থেকে তাদের সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় হবে। অথচ এই জুমিয়াদের পুর্ণবাসনের জন্য আপনারা একটি পয়সাও রেখে যাননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তা সত্বেও বিরোধীদল যে কাটমোশান এনেছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আপনাদের আমলে তো জুমিয়াদের জন্য আট হাজার টাকা দেওয়া হত, সেই আট হাজার টাকার কিভাবে ভাগাভাগি হত, তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরতে চাই, যেমন সেখানে মন্ত্রীই ঠিক করতেন এ আট হাজার টাকার মধ্যে কত টাকা সি, পি, এমের পার্টির ফাণ্ডে যাবে আর কত টাকা তাদের কর্মী বা সমর্থকদের পকেটে যাবে। শুধু কি তাই? তখন একটা দরখাস্ত লেখাবার জন্য ১০ টাকা করে দিতে হত, এবং তার জন্য যে দরখাস্ত লিখত, নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হত যে অমুক যদি দরখাস্ত না লেখে দেয় তো, সেটা গ্রাহ্য হবেনা। আমরা যে ১৮০০ পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, তার মধ্যে নিশ্চই সমর্থক থাকবে কাজেই আপনাদের এতে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। জুম চাষ বন্ধ হলে, নানা দিক থেকে এই

রাজ্যের এবং রাজ্যবাসীর অনেক উপকার হবে। আপনাদের আমলে তো এই রাজ্য বনময় হওয়া সত্বেও বন উদাও হয়ে গেছে, ফলে ভূমিক্ষয় অনিবার্য্য হয়ে উঠছে। কাজেই জুম চাষ বন্ধ হলে, এই রাজ্য আবার সবুজ বনানীত ভরে উঠবে, ভূমিক্ষয় রোধ হবে। আমরা আসার পর ইতিমধ্যে ১০টি মিনি ওয়াটার সেড তৈরী করেছি, এই ওয়াটার সেডগুলি ইনটিগ্রেটেড পারপাসে ব্যবহার করা যাবে। এবং জুম চাষের জন্য আগে থেকে যেসব স্টেপিং করা হয়েছে, সেগুলিতে আমরা নানা রকমের ফলের গাছ লাগিয়েছি এবং পার্শ্ব-বর্তী লুঙ্গাগুলিতে যেখানে অন্ততঃ জলাশয়ের মত আছে, সেগুলিতে ফিসিকালচার করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এভাবে জুমচাষ বন্ধ করে দিয়ে আজকাল বৈজ্ঞানিক যেসব পদ্দতি আছে, সেগুলি কার্য্যকরী করলে উপজাতিরা আরো অনেক বেশী লাভবান হবেন, এই নিশ্চিত বিশ্বাস আমাদের আছে। আপনারা অভি-যোগ করেছেন যে, নদীর পার ভেঙ্গে অনেক ক্ষতি হয়েছে, আমি প্রসংশা করি যে তোমাদের আমলেই কি নদীর পার ভেঙ্গেছে? আপনাদের আমলে নদীর পার ভাঙ্গেনি? আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা এইবারকার বাজেটে এর জন্য ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করেছি এবং বন্যা প্রতিরোধে আমরা এটাকা খরচ করব। আপনাদের আমলে মহারাণীপুর এবং রাঙ্গাছড়াতে দুটো বান তৈরী করেছেন, আমি নিজে সেগুলি দেখে এসেছি এবং আপনাদের জায়গা সিলেকশান যে ভাল হয়েছে, তারজন্য আপনা-দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সেগুলিতে এখন পর্য্যন্ত কি উৎপাদন হয়েছে? তার কথা যদি বলি তা হলে লজ্জা পাবেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম মাত্র দুটি আনারস গাছ, যার উৎপাদন মূল্য হচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ঐ বাগান করার জন্য আপনারা ৭ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। এরপর শুকর পালন কেন্দ্র করা হয়েছে, তার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে একটা শুকরও দেখতে পাইনি। তারপর আছে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট, এটা শিকারী বাড়ীতে করা হয়েছে, বুল ডোজার দিয়ে নাকি সেখানে জমি সমান করা হয়েছে, কিন্তু কোন লক্ষণই আমি সেখানে দেখতে পেলাম না। তাহলে টাকাটা কোথায় গেল? আমার কথা বিশ্বাস না হলে, আপনারা নিজেরা গিয়ে দেখে আসুন সেখানে কত টাকার কাজ হয়েছে এবং কত একর জমি আবাদযোগ্য হয়েছে। আমাদের জুমিয়াদের কি উৎসাহ নেই আমাদের জুমিয়াদের কি কোন আশা নাই, আমাদের জুমিয়ারা কি স্বপ্ন দেখবে না? নাকি তারা যেমন গরীব ছিল, চিরদিন তেমনই থাকবে? তাই বলছি জুমিয়াদের জন্য বরাদ্দ টাকা নিয়ে যদি এরকম করা হয়, তাহলে তাঁদের কোন উন্নতি হবেনা, এটা আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার। আমরা এখন সেই রাঙ্গা-ছড়াতে তৈলবীজ উৎপাদন করার ব্যবস্থা করেছি, আপনারা নিজেরা গিয়ে দেখে আসতে পারেন সেখান-কার উপজাতি কৃষকেরা কিভাবে তৈলবীজ উৎপাদন করছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরপরে আমা-দের ত্রিপুরাতে হটি কালচার কর্পোরেশন উনাদের আমলে গঠন হয়েছিল কিন্তু কোন কাজ হয়নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এক হাজার হেক্টর জমিতে কাজু বাদামের চাষ করেছি, আমরা নারিকেলের চাষ করেছি, মিশ্র ফলের চাষ করেছি, কমলার বাগানের চাষ করেছি, আনারসের চাষ করেছি। এই জন্য

আমরা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। কারণ জমি সবটা এ, ডি, সি, এলাকায়। এ, ডি, সি, যদি জায়গা না দেয় তাহলে আমাদের এই কাজ স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। ব্যাংক থেকে বার বার বলছে জায়গা অ্যালটমেণ্টের কাগজ পত্র দেখান। আমরা এ, ডি, সিকে বলছি যে বাড়তি যে জায়গা আছে সেটা আমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে আমরা হ'টি কালচার কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাগান করে চলেছি। আমরা চাই যে এখানকার সমতলের জমি এবং আমাদের টিলা সমস্ত জমি কাজে লাগাতে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ফিসারী সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নকুল দাস বলছেন যে তিনি দুঃখিত। উনি এই ব্যাপারে ভাল জানেন। উনার বেদনা কোথায় তা আমি জানি। উনি অভিযোগ করেছেন যে ফিসারীর জন্য যে ২০০ টাকা করে দেওয়ার কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সেটা নাকি দেওয়া হয়নি। এমনকি একটু আগ বাড়িয়ে বলছেন যে, টাকাটা নাকি আত্মসাৎ করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ৫.৫০০ জন মৎস্যজীবীকে ২০০ টাকা করে দেওয়ার জন্য ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমি প্রথম টাকা বিলি শুরু করি মেলাঘরে। গত ৯ই মার্চ উদয়পুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা বিলি করেছি ৮০০ জনকে। মেলাঘরে ৭০০ জনকে। উনি বলছেন দেওয়া হয়নি। আগামী ১০ই এপ্রিল অমরপুরে ৭০০ জনকে এই টাকা বিলি করা হবে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করবো তিনি যেন সেখানে উপস্থিত থাকেন। উনার হাতেই দরকার হলে টাকাটা বিলি করে হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বৎসর আমরা ১১,১৫৮ জন মৎস্যজীবিকে ৫৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার পোনা বিনা পয়সায় বণ্টন করেছি। ২২ হাজার মেঃ টন মাছের পোনার চাহিদা। এইবার দামটা একটু বাড়ছে, কারণ মাছের রোগের জন্য। তথাপি এইবার আমাদের সরকারের কাজকর্ম ভাল। মাননীয় নকুল দাস বলেছেন, ডম্বুরের মাছ সেল কাউণ্টারে বিক্রি হতো। সেল কাউন্টার কোথায়? শিলচরে? ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা তো দেখি নাই। আপনাদের আমলে সেল্‌স কাউণ্টার কি শিলচরে ছিল? আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মিনিস্টার হওয়ার পরে খোঁজ করে নিলাম ডম্বুরের মাছগুলি কোথায় যায়? ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হলো, আমরা জানি না, বৃন্দাবন দাস জানেন ওনি মাছ গুলি কোথায় নিয়ে বিক্রি করেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য নকুল দাস ভালভাবেই জানেন, ডম্বুরের মাছগুলি কোথায় নিয়ে বিক্রি করা হত। সমস্ত মাছগুলি শিলচরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হত। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যে বিক্রি করলে ৩০ টাকা কে, জি, দরে বিক্রি করতে হবে। তাই তারা শিলচরে বিক্রি করতেন। সেখানে ১০০ টাকা দরে মাছ বিক্রি করতেন। সেখানে মাছ উৎপাদন খুব কম হয় বলেই মাছের এত চাহিদা এবং দাম। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘি, মহাদেব দীঘি, ধনী সাগরের মাছ শ্রাদ্ধ, বিয়েতে দেবার কথা। দেওয়া হয়নি? কারণ, ১০ বৎসরে নাকি কোন বিয়ে শ্রাদ্ধ হয়নি। আসলে কয়েক হাজার

কে, জি, মাছ তখন শিলচরে চলে গেছে। বৃন্দাবন দাস, উনিই ছিলেন সবকিছু। আমার ডিপার্টমেণ্টের সব কর্মচারীরা সেদিন ছিল ঠুটো জগন্নাথ। কারোর টু শব্দটি করার ক্ষমতা ছিলনা সেইদিন। স্যার, এবারে আমরা একটা নূতন জিনিষ করেছি। সেটা হলো ডম্বুরের মাছ দিয়ে এবার আমরা কিছু শুকনো মাছ তৈরী করেছি। ত্রিপুরাতে শুকনো মাছ তৈরী হওয়ার কথা আমরা এতদিন শুনিনি। এই প্রথম আমরা ৩৪৫১ কে, জি, শুকনো মাছ তৈরী করেছি ডম্বুরের মাছ দিয়ে। স্যার আমরা ক্ষমতাসীন হবার পর এই বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত আগরতলা বাজারগুলিতে ৯৬,৯২৬ কে, জি, ডম্বুরের মাছ বিভিন্ন কাউন্টারের মাধ্যমে বিক্রি করেছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মন্ত্রীরা কেউ এই মাছ কেনে না। আমরা সেক্রেটারিয়েটে বিক্রি করার কথা বলেছিলাম, ১০০ কে, জি, ১৫০ কে, জি প্রতিদিন বিক্রি হতো। আমি মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা মাছ কেনেন না কেন? মন্ত্রীরা বলেছেন জনসাধারণ যদি আগে কিনতে চায় তাহলে কিনুন। আমি খুব খুশী হয়েছি, আমরা মন্ত্রীদের এইরকম মনোভাবের জন্য, কারণ এটা জনগণের জন্য খুবই আনন্দ দায়ক। কোন বিয়ে, কোন শ্রাদ্ধের জন্য আমরা মাছ বিক্রি করিনা, একমাত্র মাছ বিক্রি করি কোন সম্মেলন অথবা সেমিনারের জন্য। আপনাদের যদি কোন সম্মেলন কিংবা সেমিনার হয় তাহলে আমাদের কাছে আবেদন করবেন সব মাছই এক্সক্লুডড রেইটে দিয়ে দেব। শ্রাদ্ধের জন্য নয়, কোন মন্ত্রীর আত্মীয়ের জন্য নয়, প্রাইভেট পার্টিকে দেওয়া হয় না, এটা পুরো বন্ধ। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইবার হাঁসের ডিম বলুন, মুরগের ডিম বলুন, প্রায় ৬০.০০০ হাজার ডিম বৃদ্ধি পেয়েছে। এইবার হাঁসের ৬৯ হাজারের মত ডিম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুরগের ৪০ হাজারের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত বার ১৯৮৮-৮৯ সালে ২ লক্ষ, ৫০ হাজার আমরা হাঁস বিলি করেছি আর এই বছরের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২ লক্ষ, ৬০ হাজার। আগে বামফ্রন্টের আমলে বিলি হয়েছে ৪০ হাজার, তারপর ১৯৮৬-৮৭ সালে অথবা ৮৭-৮৮ সালে মুরগী ৩৬ থেকে ৪০ হাজার, মুরগী এবার এক লক্ষ হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আগে ৮৭-৮৮ সালে শুকর ছানা তৈরী করেছেন ৬০০, আর ৮৮-৮৯ সালে আমরা ৬০০র বেশী করেছি, ১৩ শত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা আরও নতুন প্রকল্প এইবার এনেছি যাতে করে এনিমেল হাজবেণ্ডারী, ফিসারী, এগ্রিকালচার এইগুলি জনগনের খুবই প্রয়োজন, এখানে অনেক ঘাটতি আছে, কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের বাজেট পেশ করেছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—** মাননীয় মিনিষ্টার আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী):—** তাই এই বাজেটকে আমরা পুরাপুরি সমর্থন করছি। এবং আপনাদের সকলের সমর্থন চাইছি। আমার ডিপার্টমেণ্টের উপর যদিও কাটমোশান আনেননি, কিন্তু অন্যান্য

ডিপার্টমেন্টের উপর যারা কাটমোশান এনেছেন আমি তাঁদের বলবো এইগুলি শুধু শুধু এনে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে, হাউসকে বিভ্রান্ত না করে আপনারা উইড্র করে নেবেন, আমি এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার নিজের দপ্তর এবং অন্যান্য মন্ত্রী দপ্তরে যে সমস্ত ডিমাণ্ড রয়েছে সেগুলি সমর্থন করে এবং সেগুলি গ্রহণ করার আবেদন রেখে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যেসমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আবেদন রাখছি যাতে সেগুলি তুলে নেন, কারণ এইগুলির মধ্যে কোন সারবর্ত্তা নেই। কারণ কাটমোশান যেগুলি এনেছেন আমি দেখেছি উনারা গুলি করেন, সেই গুলিতে মানুষ মরে, সেটা অব্যর্থ লক্ষ্য। কিন্তু একটা কাট-মোশানও ঠিক জায়গায় লাগেনি। সুতরাং এইসমস্ত কাটমোশানের কি কোন যুক্তিকতা আছে আমি জানি-না। ত্রিপুরা সরকারের যে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত যে দপ্তর, যেসমস্ত স্থান অন্ধকারচন্ন ছিল, অর্থাৎ কোনদিন সেইসমস্ত জায়গার মানুষেরা রাস্তা দেখবে না, চলতে পারবে না, সেই সমস্ত জায়গাগুলি ছিল অনেকটা শাস্তির জায়গা। অফিসাররা যখন অধস্তন কর্মচারীদের ধমক দেয় এবং বলে যে, তোমাকে ঘোড়াকাপ,পা পাঠিয়ে দেব, তোমাকে শিলাচড়ি পাঠিয়ে দেব, তোমাকে গোবিন্দবাড়ী পাঠাব, খেদাচড়া পাঠাব, ওর ভীতি হচ্ছে একটাই কারণ, সেই সমস্ত স্থানে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। এই বৎসরে এই সরকার অন্ততঃ সেই সমস্ত জায়গায় যোগাযোগের ব্যবস্থা করছে, কোন কোন জায়গায় হয়ে গেছে কোন জায়গায় আগামী ৬ মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। সেই কাজ করছে। গত ১০ বৎসর যেসমস্ত বিল্ডিং করার জন্য ওরা টাকা পেয়েছে যেমন হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, শিক্ষা দপ্তর, বিভিন্ন দপ্তরের বিল্ডিং করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত বিল্ডিং হয়নি, গত ১ বৎসরে তার বেশীর ভাগ বিল্‌ডিং করেছে। সেচ দপ্তরের জন্য ওরা টাকা পেয়েছে, টাকা ব্যয়ও করেছে, কিন্তু কৃষকের ক্ষেতে একফোটা জলও উঠেনি। আজকে ১ বৎসরের মধ্যে কৃষকেরা ক্ষেতে জল পেয়েছে, আজকে সেই দপ্তরের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। ১৬ নং ডিমাণ্ডের উপর একটা কাটমোশান মন্ত্রী এবং এম, এল এদের বাড়ী করে দেওয়া হয়েছে, আমি জানিনা কোন মন্ত্রীর বাড়ী করে দিয়েছেন, কোন মন্ত্রীর ঘর করে দিয়েছেন। মাননীয় বেশ কয়েকজন সদস্য সুকুমার বর্মন, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীগোপাল দাস উনারা এনেছেন। অবশ্য মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহাশয় বলেছেন, যার জন্য করা হয়েছে কিছু কিছু সিকিউরিটি সেড করা হয়েছে। সেটার যৌক্তিকতা স্বীকার করে-ছেন, তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি কিছু কিছু নিয়মের কথা তুলেছেন। আমি হাউসে বলছি অন্যের

জায়গায় যদি সরকারী কোন কনষ্ট্রাকশান করা হয়, তারজন্য যেসমস্ত নিয়ম, সমস্ত নিয়ম মেনেই এইটা করা হচ্ছে এবং করা হবে। উনার যে দাবী ছিল, যে দাবীর উপর তিনি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেটা হল ডিমাণ্ড নং ১৬,৪২১৬ মেজর হেড, বিভিন্ন রকম আবাসন নির্মাণের প্রয়োজনে ১৯৮৯-৯০ সনের জন্য ৩৭০'৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে। কোন মন্ত্রী বা বিধায়কের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ছ.টাই আনা হয়েছে তা যথার্থ নয়। একমাত্র যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেই অনুসারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজ ছাড়া কোন মন্ত্রী বা বিধায়কের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাড়ী তৈরী করা হয় নাই। সুতরাং ছাটাই প্রস্তাবগুলি গ্রহণযোগ্য নয়

তারপর ১৬নং হেডে যে কাটমোশান এনেছেন ৩৪টা জেলা এবং অন্যান্য রাস্তার উপখাতে, ১৮৮৯-৯০ সালে রাজ্যের পরিকল্পনার অন্তর্গত রাস্তার কাজের জন্য ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করার দাবী পেশ করা হয়েছে রাজ্য পরিকল্পনায় রাস্তা ও সেতু নির্মাণ উন্নয়নের কাজগুলির জন্য প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় আরও অনেক টাকার প্রয়োজন। এইটা যথেষ্ট নয়, আরও টাকার প্রয়োজন ছিল. কিন্তু তার ব্যবস্থা করা যায়নি। গোটা রাজ্যের অসংখ্য রাস্তা তৈরী এবং রাস্তার উন্নয়নের কাজ একই সময়ে করা সম্ভব নয়। প্রতি বছর নতুন নতুন কাজ করা হচ্ছে. কাজেই সীমিত অর্থের দিকে নজর রেখেই এই ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে। অনেক প্রয়োজনীয় রাস্তা ও সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং ছাটাই প্রস্তাব অযৌক্তিক। ওনারা একদিকে চাইছেন এখানে রাস্তা চাই; ওখানে পুল চাই। আর অন্য দিকে বলছেন; এই টাকার প্রয়োজন নাই। আমি বলছি; এর জন্য আরও টাকার দরকার; সেই টাকার সংকুলন করা যাচ্ছেনা। মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন. আমরা ধীরে ধীরে সেগুলি করব। তারপর এখানে অন্য যে কয়েকটা কাটমোশান এনেছেন ১৮ নাম্বার ডিমাণ্ডে যেটা ফ্লাড কন্ট্রোলের উপরে, সেখানে কোথাও ফ্লাড বা কিছুর জন্য যতক্ষণ প্রটাকশানগুলি হয় সেটা টেকনিক্যাল এডভাইসারী যে সেল তার পরামর্শ নিয়ে করা হয়। মাননীয় সদস্য যেগুলি বারণ করেছেন এইগুলির ব্যাপারে কোন টেকনিক্যাল এডভাইসারীর কোন রিপোর্ট নাই। সুতরাং আমি মনে করি এই সমস্ত কাটমোশানের কোন যুক্তি নাই। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করবনা, এখানে আমার সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে গ্রহণ করার জন্য এবং বিরোধীদের আমি আবেদন করছি এই অযৌক্তিক অপ্রয়োজনীয় কাটমোশানগুলি তুলে নিয়ে রাজ্যে উন্নয়নের বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন, এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

## VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989-90

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাটমোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিস্ট ব্যয় বরাদ্ধের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) একত্রে ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Now I am putting the Demand No. 16 to vote. But there is thirdteen (13) Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote.

Now the question before the house is the Cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Tarani Debbarma on Demand No. 16 Major Head-4216- "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :— মন্ত্রী ও শাসকদলের বিধায়কদের ব্যক্তিগত জমির উপর নিরাপত্তা বাহিনীর নামে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সরকারী খরচে পাকা বাড়ী তৈরী করার প্রতিবাদে।"

Now the question befor the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No-16, Major Head-5054— "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 5,00000/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— Need to improve the condition of the road from Hapania to Fultali Bazar via Ishan Chandranagar by metalling and block-topping".

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No—16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 6·00000/- to represent the economy that can be effectted on the particular matter viz :— " Need to improve the condition of the road from Agartala-Bishalgarh road to Nehalchandranagar Bazar by brick soling and metalling and blackt-opping".

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member, Shri Matilal Sarkar on Demand No. 16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs 4,00000/- to represent

the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Need to improve the condition of the road from Agartala-Bishalgarh road to Fultali Bazar by metalling and black topping."

Now the question before the house is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopalchandra Das on Demand No. 16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 2,00000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Need to brick solling, Metalling & black topping the road from Jamjuri to Chandrapur via Murapara ( Joyanti ) under Udaipur sub-division."

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member, Shri Gopal Chandra Das, on Demand No—16, Major Head-5054."That the amount of the Demand be reduced by Rs. 50.000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Need to improvement of the road from Salgarah Bazar to Amtali Market by brick solling, Metalling and Carpeting under Udaipur Sub division."

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member, Shri Jitendra Sarkar on Demand No. 16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 50,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— Need to construct a new bridge over Maigongacherra which is situated in the road ' A. A. Road to D. M Colony Road."

Now the question before the house is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Das on Demand No. 16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 2,0000o/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:-

Need to improvement of road from Jamjuri to Gangacherra via Dudh-puskarini under Udaipur Sub-division, by mettelling carpetting and black topping."

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sunil Kr. Choudhury on Demand No. 16. Major Head-5054 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 250000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— Need to construct a new bridge on the Manuriver between Manu Bazar and Bankul Bazar under Subroom Sub-division."

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sukumar Barman on Demand No. 16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs, 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— Need to improve the condition of the road from Melagarh Jaganath Bari to Kemtali by brick soling under Sonamura Sub-division."

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sukumar Barman on Demand No. 16. Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs, 50,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— Need to construct a new bridge on Durlav-Narayanchatra under Sonmura Sub-division in the public interest."

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sukumar Barman on Demand No, 16, Major Head-5054- 'That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the

specific drievence that :— সোনামুড়া মহকুমার চৌমুহনীস্থিত (মামারাণী) ব্রীজটি মেরামতির অভাবে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির প্রতিবাদে" ।

Now the question before the House is the Cut Motion moned by the Hon'ble Member Shri Chitta Ranjan Saha on Demand No. 16, Major Head-5054- "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific qrievanee that :— Failure to construct the bridge over Gumati River at Badarmokam ghat under Udaipur Sub-division".

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost.)

**Mr. Speakr :—** Now I am putting Demand No. 16, to vote. The question before the House is the Demand No. 16 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceding Rs. 23, 39, 83,000/- (inclusive of the sum specified column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 4216— | Capital Outlay on Housing. | Rs. 3,66,83,000/- |
| 4552— | Capital Outlay on North Eastern Areas. | Rs. 6,00.00,000/- |
| 5054— | Capital Outlay on Roads and Bridges. | Rs, 13,73,00,000/- |

(The Demand was passed by voice vote)

Now I am putting the Demand No. 17 to vote. The question before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 40,94,42,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1989),

be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2045— | Other Taxes etc. | Rs. | 5,42,000 |
| 2801— | Power. | Rs. | 13,04,00,000/- |
| 4552— | Capital Outlay on North Easter Areas. | Rs. | 1.65.00.000/- |
| 4801— | Capital Outlay on Power Project. | Rs. | 26,20,00,000/- |

( The Demand was passed by voice vote. )

Now the question before the House is the Cut-Mations on the Demand No. 18 moved by Shri Gopal Chandra Das on the following matters.

1. Demand No. 18-2711.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 7,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"উদয়পুর সুভাষ সেতু থেকে নিম্নাভিমুখী গোমতী নদীর উভয়-তীরে বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী করার প্রয়োজনে" ।

2. Demand No. 18-2711.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"উদয়পুরে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে গকুলপুর থেকে ছড়া স্লুইসগেইট পর্যন্ত বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী না হওয়ার [illegible] ।"

The Cut-Motions was lost by voice vote )

Now I am putting the Demand No. 18 to vote.

The question before the house is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 18,49,64,000/- ( inclusive of the sum specific in column 3 of the schedule to the Appropriation ( vote on Account ) Bill, 1989 ), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 18. under the following Major Heads :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2215— | Public Health Sanitation and Water Supply :— | Rs. | 1,36,81,000/- |
| 2702— | Minor Irrigation. | Rs. | 16,62.04,000/- |
| 2711— | Flood Control. | Rs. | 86, 79,000/- |

( The Demand was passed by voice vote )

Now I am putting the Demand No 19 vote.

The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 16,53,00,000/- ( Inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on Account ) Bill, 1989 ), be gran'ed to defrad the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 199o in respect of the Demand No. 19 under the following Major Heads :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4215— | Capital Outlay on Water Supply and Sanitation. | Rs. | 8,63,00,000/- |
| 1701— | Capital Outlay on Major and Medium Irrigation. | Rs. | 6,00,00,000/- |
| 4705— | Capital Outlay on Command Area Development. | Rs. | 10,00,000/- |
| 4711— | Capital Outlay on Flood Control Projects. | Rs | 1,80,00,000/- |

( The Demand was passed by voice vote. )

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 25 to vote.

The question before the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 29,52,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No 25 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2070—Other Administrative Services. | Rs. | 10,000/- |
| 2235—Social Security and Welfare. | Rs. | 26,90,000/- |
| 2252—Other Social Community Services. | Rs. | 2,52,000/- |

( THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE )

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 32 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 13,72,93,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2070—Other Administrative Services. | Rs. | 1,000/- |
| 2230—Labour and Employment. | Rs. | 51,99,000/- |
| 2407—Plantation. | Rs. | 10,00.000/- |
| 2552—North Eastern Areas. | Rs. | 19,00,000/- |
| 2851—Village and Small Industries. | Rs. | 12,73,35,000/- |
| 2875—Industries. | Rs. | 18,58,000/- |

( THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE )

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 33 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 1,15.34,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will

come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 4216—Capital Outlay on Housing. | Rs. 3,34,000/- |
| 4425—Capital Outlay on Co-operation. | Rs. 32,00,000/- |
| 5465—Investment in General Financial and Trading Institution. | Rs. 80,00,000/- |

( THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE )

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 34.

The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 7,18,00,000/- [inclnsive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 4860—Capital Outlay on Consumers Industries. | Rs. 2,00,0[illegible],000/- |
| 4885—Capital Outlay on Industry and Minerals. | Rs. 5,00,00,000/- |
| 6851—Loans for Village and Small Industries. | Rs. 18,00,000/- |

( THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE )

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 40 to Vote.

The question before the House is the Demand No 40 moved by the Hon'ble Chief Minister a sum not exceeding Rs. 35,94,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2515—Other Rural Development Programme. | Rs. 35,94,000/- |

( THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE )

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 41 to vote.

The question before the House is the Demand No. 41 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,93,85,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No 41 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2059 —Public Works. | Rs. 1,75,000/- |
| 2217 ·Development. | Rs. 4,12,11,000/- |
| 4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation. | Rs. 80,000/- |

( THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE )

Mr. Speaker :— Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 21,72,06,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2047—Other Fiscal Services | Rs. 11,45,000/- |
| 2070—Other Administrative Services. | Rs. 15,17,00,000/- |
| 2071—Pension Benefits | Rs. 6,17,00,000/- |
| 2075—Miscellaneous General Services | Rs. 13,10,000/-" |

( The Demand Was put to voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 4,21,00,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 13,06,43,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account)

Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 7610 Loans to Government Servants | Rs. 4,21,00,000/-" |

( The Demand was put to voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 5,41,60,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2405—Fisheries | Rs. 5,22,10,000/- |
| 2552—North Eastern Areas | Rs. 19,50,000/-" |

( The Demand was put to voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 23,38,40,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2401—Crop Husbandry | Rs. 13,47,15,000/- |
| 2408—Food, Storage & Warehousing | Rs. 1,35,00,000/- |
| 2415—Agriculture Research & Training | Rs. 25,00,000/- |
| 2435—Other Agriculture Programme | Rs. 1,35,00,000/- |
| 2552—North Eastern Areas | Rs. 68,25,000/- |
| 4401—Capital Outlay on Crop Husbandry | Rs. 6,28,00,000/-" |

( The Demand was put to Voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 7,74,99,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2403 —Animal Husbandry, | Rs. 6,46,35,000/- |
| 2404— Dairy Development | Rs. 83,49,000/- |
| 2552—North Eastern Areas | Rs. 45,15,000/-" |

( The Demand was put to voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 9,07,73,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 2,65,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2401 - Crop Husbandry | Rs. 4,24,17,000/- |
| 2402—Soil & Water Conservation | Rs. 3,42,66,000/- |
| 2435 —Other Agriculture Programme | Rs. 20,00,000/- |
| 2552—North Eastern Areas | Rs. 90,90,000/- |
| 4401—Capital Outlay on Crop Husbandry | Rs. 30,00,000/-" |

( The Demand was put to Voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 4,54,18,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on

Account) Bill, 1989], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2020—Collection of Taxes on Income & Expenditure | Rs. 5,78,000/- |
| 2029—Land Revenue | Rs. 3,69,68,000/- |
| 2030—Stamps & Registration | Rs. 27,30,000/- |
| 2039—State Excise | Rs. 14,27,000/- |
| 2040—Sale Tax | Rs. 37,15,000/-" |

( The Demand was put to voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 4,22,10,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2235—Social Security & Welfare | Rs. 14,06,000/- |
| 2245—Relief on Account of Natual Calamities | Rs. 1,50,00,000/- |
| 2252—Other Social Services | Rs. 6,28,000/- |
| 2506—Land Reforms | Rs. 2,17,33,000/- |
| 3475—Other General Economic Services | Rs. 34,43,000/-" |

( The Demand was put to voice vote and PASSED. )

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 3,20,46,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989] be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2053—District Administration | Rs. 2,61,81,000/- |
| 2054—Treasury Accounts Admn. | Rs. 54,67,000/- |
| 4059 —Capital Outlay on Public Works | Rs. 3,98,000/-" |

( The Demand was put to voice vote and PASSED. )

## RULLING BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker :— To-day, the 3-4-89 on the allogation of Shri Bimal Sinha, M.L.A., regarding a case of acquisition of land belonging to Shri Chitta Rn. Deb Barma & Shri Bishu Rn. Deb Barma I declared to form a Committee. Now, before formation of the Committee to find out primafacie I request Hon'bie member Shri Sinha to produce all relevant documents in support of his allegation to me by 5-4-89 to enable me to proceed further in this respect.

The HOUSE is adjounred till 11 A.M. of tomorrow, the Tuesday, the 4th April, 1989.

ANNEXURE—"A"

Assembly Admitted Starred Question No 28.
Name fo Member :— Shri Rasik Lal Roy. M.L.A.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সোনামুড়া বিভাগের ইন্দুরিয়া মাঠে, তারাপুকুর মাঠে, শ্যামামাঠে ওকোকরানিয়া (রুদিজলার সন্নিকটে) গভীর নলকূপের মাধ্যমে এবং বটতলী লেংয়াদরমা মাঠে জলোত্তলন প্রকল্পের সাহায্যে জলসেচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ করা হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান, আর্থিক বৎসরে সোনামুড়া বিভাগের ইন্দুরিয়া মাঠে সেচের জন্য একটি গভীর নল কূপ মঞ্জুর করা হইয়াছে। তারাপুকুর মাঠে, শ্যামামাঠে ওকোকরানিয়া (রুদিজলার সন্নিকটে) গভীর নলকূপের মাধ্যমে এবং বটতলী লেংরাদয়মা মাঠে জলোত্তলন প্রকল্পের সাহায্যে জলসেচ করার আপাতত কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ইন্দুরিয়া মাঠে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে গভীর নলকূপের খনন কার্য্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## Admitted Starred Question No. 29

Name of the Member :— Shri Rasik Lal Roy, M.L.A.

প্রশ্ন

১। পানীয় জল সরবরাহের জন্য সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত ধনপুর গাঁওসভা, রুদিজলা গাঁওসভা বলেরঢেপা গ্রাম,খেদাবাড়ী গাঁওসভা এবং রাঙ্গামাটি গাঁওসভায় গভীর নলকূপ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে, কবে নাগাদ উক্ত স্থানগুলিতে গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে

২। ১৯৮৯-৯০ সালে ঐসব স্থানে গভীর নলকূপ খননের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

## Admitted Starred Question No. 92

Name of M. L. A. :— Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় থেকে বিক্রমনগর পর্য্যন্ত (আগরতলা—উদয়পুর রোড্) রাস্তা সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য কোনরূপ পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কি ?

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে এবং ইহা মঞ্জুরীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

৩। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

## Admitted Starred Question No. 147

Name of Member :— Shri Amal Mallik. M.L.A

প্রশ্ন

১। এম, আই, এক, সি কে P. W. D. এর অধীন থেকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট এর তত্ত্বাবধানে রাখার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। যদি না থাকে সরকার কৃষি স্বার্থে উক্ত ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। এম, আই, এক, সির কাজ কর্ম কৃষি দপ্তরে হস্তান্তরিত করলে কৃষি কার্য্যের অধিকতর সুফল হবে বলে মনে করে না।

## Admitted Starred Question No : 175

Name of Member : Sri Buddha Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লক অধীনে গোপীনগর, কলকলিয়া, ঘোষপাড়া, দশকাঠ ও পাঁচকাঠ গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২। থাকিলে উক্ত কাজ কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। গোপীনগর ও কলকলিয়া গ্রাম দুটি অনেক আগেই বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত গ্রামে দুটি সম্প্রসারণের জন্য বিশালগড় ৪ নং স্কিমে অন্তর্ভুক্ত আছে, তবে বি. এ. সি'র অনুমোদন পেলে কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হবে। ঘোষপাড়া গ্রামটি মনিরাম নাড়ই পাড়া. সেন্সাস কোড নং ১২৮০ এর অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামটির কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়া হয়েছে। দশকাঠ ও পাঁচকাঠ গ্রাম দুটি সেন্সাস ভুক্ত গ্রাম নয় তাই কাজে হাত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

২। এক নম্বর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 176

Name of M. L. A. :— Sri Budha Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-chargre of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) আগরতলা গোলাঘাটি ভায়া টাকারজলা রাস্তাটিতে টি আর টি সি বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে থেকে উক্ত রাস্তায় টি আর টি সি বাস চালু করা হবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১। আগরতলা গোলাঘাটি ভায়া টাকারজলা সার্ভিসটি টি আর টি সি ১৪-৩-৮৭ ইং হইতে চালু করিয়াছে এবং ইহা এখন ও চালু আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 179

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া শহরের কোন কোন রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন,

# PAPERS LAID ON THE TABLE
## (Questions & Answers)

২। উক্ত-সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমানে প্রশস্ত হওয়ার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে, এবং

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। বিলোনীয়া শহরের নিম্নলিখিত রাস্তার কাজগুলি সরকার হাতে নিয়েছেন,

ক) বনকর—সাড়াসিমা রোড হইতে সিনেমা হল (১.১৭ কিঃমিঃ)।

খ) বনকর—ট্রাইজংশন হইতে বরজ কলোনী ট্রাইজংশন (০.৯২ কিঃমি)।

গ) বিলোনীয়া পুলিশ ষ্টেশন হইতে বনকর সাড়াসীমা রোড (২.৫৩ কিমিঃ)।

ঘ) পাকা ব্রীজ এর এপ্রোচ সাড়াসীমা (১.৬৫ কিমিঃ)।

ঙ) বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ হইতে বিলোনীয়া ঋষ্যমুখ রোড ভায়া আর্য্য কলোনী (১.৮৬ কিমিঃ)।

চ) সাব জেল হইতে বনকর -সাড়াসিমা রোড ভায়া সচীদানন্দ কলোনী এবং বিদ্যাপীঠ স্কুল (১.০১৩ কিমিঃ)।

ছ) সিনেমা হল হইতে এ্যাম বাংক মেন্ট (০.২১৫ কিমিঃ)।

জ) সিনেমা হল হইতে আর্য্য কলোনী (১.২৩ কিমিঃ)।

ঝ) সাবজেল হইতে দক্ষিণ মির্জাপুর জে, বি, স্কুল ভায়া বৈদ্যের টিলা (০.৭৫ কিমিঃ)।

মোট ১১.৩৭৮ কিলোমিটার।

২। মোট ১১.৩৭৮ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ৬.৮৬৮ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ হইয়াছে। ৩.২৮ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার পথে এবং বাকী ১.২৩ কিমিঃ রাস্তার (সিনেমাহল হইতে আর্য্য কলোনী রাস্তা) জন্য ভূমি জরীপের এবং অধিগ্রহনের কাজ শেষ না হওয়া হেতু কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO. 223

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Ghosh, M. L. A.

প্রশ্ন

১। হাওড়া নদীর উৎস স্থলে Medium Irrigation Project (চাকমা ঘাটের খাড়ে) করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে?

১। হাওড়া নদীর উৎসস্থলে Medium Irrigation Project করার কোন পরিকল্পনা আপাতত নাই। তবে কেন্দ্রীয় জল আয়োগ (Central Water Commission) বর্তমানে হাওড়া নদীর অববাহিকাতে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ করিতেছেন, এই পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেলে পরিকল্পনাদির বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

২। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 224

Name of the M.L.A. Shri Ratan Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P, W, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ ইং এর মার্চ থেকে ১৯৮৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট কয়টি নূতন রাস্তা পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে সলিং করা হয়েছে এবং,

২। ১৯৮৮ ইং এর মার্চ থেকে ১৯৮৯ ইং এ ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট কত কিলোমিটার নূতন রাস্তা পীচ্ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted starred Question No. 248

Name of the Member :— Sri Dhirendra Debnath, M.L.A.

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভার গোপালনগর গ্রামে পানীয়জলের ব্যবহারের জন্য ডিপটিউবওয়েল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্যন্ত হবে বলে আশা করা যায়,

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। নাই।

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সংস্থানের দরুন সকল গ্রামে ডিপটিউবওয়েল করে পরিবাহী নলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের কাজ এখনই হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO 249

Name of M L A :— Sri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোহনপুর গাঁওসভার রতন লাল দেবনাথের বাড়ী হইতে পি, ডব্লিউ ডি রাস্তা পর্য্যন্ত তুলা বাগান চৌমুনীর উত্তর দিক হইতে ফকিরমুড়া ভায়া গোপালনগর চা বাগান পর্য্যন্ত এবং ঘোষ পাড়া হইতে গোপালনগর পি. ডব্লিউ, ডি. রাস্তা পর্য্যন্ত পিচ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

## Admitted Starred Question No : 280

Name of Member : Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা জেলা পরিষদ থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছেন;

২। যদি সত্য হয়, তবে টাকার অঙ্ক কত এবং কি কি শর্তে তা ধার নিয়েছেন;

৩। ঐ টাকা ধার নেওয়ার কারন কি?

---

(Replied by the Chief Minister)

উত্তর

১। না।

২। ২ নং এবং ৩ নং প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 295

Name of M. L. A : Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be Pleased to State –

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত রাধানগর ডিমাতলী [illegible] পর্য্যন্ত ইট সলিং এবং মেটেলিং-এর কাজ শুরু করা হবে; এবং

২) বর্ডার রোড হিসাবে রাস্তাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১) ১৯৮৯-৯০ সালে আর্থিক বরাদ্ধ পাওয়া গেলে কাজ শুরু হবে হবে আশা করা যায়।

২) হ্যাঁ।

Admitt Starred Question No 298

Name of M. L. A. :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে কমলপুর মরাছড়া, আমবাসা রাস্তার সলিং ও মেটেলিং-এর কাজ সম্পন্ন হবে কি?

২) ইহা ও কি সত্য যে উক্ত রাস্তার কমলপুরের নিকটবর্তী ধলাই নদীর উপরিস্থিত ঝুলন্ত পুলটি মেরামতের অভাবে চলাচলে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে,

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ইহা মেরামতের ব্যবস্থা সত্বর গ্রহন করা হবে কি ?

উত্তর

১) না। এই কাজ আগামী আর্থিক বর্ষে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২) ইহা সত্য নহে, পুলটির মেরামতের কাজ কিছু দিন পূর্বে শেষ হয়েছে। পুলটির উপর মানুষ চলাচল কখনও বন্ধ হয় নাই।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 299

Name of the M. L. A. :— Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to State —

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কমলপুর আমবাসা রাস্তা এবং উক্ত রাস্তার পুল মেরামতের উদ্দেশ্যে কিছু টাকা বর্তমান আর্থিক বছরে খরচ করা হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বিভিন্ন খাতে খরচের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) মহারানী এবং রাখালতলীস্থিত এস পি, টি, সেতুর বন্যাজনিত ক্ষতির জন্যে মেরামতির বাবদ খরচ (মে জুন, ১৯৮৮ তে বিভিন্ন সময় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ) ২,৪৮,৫১৩ টাকা।

খ) বন্যাজনিত ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা বাবদ অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ডাইভারসান রোড নির্মাণের বাবদ — ৭,৪৩.১৭৬. টাকা।

গ) অন্যান্য এস্. পি, টি. সেতুর বার্ষিক মেরামতির খরচ বাবদ — ১,৮৯,০৫৯ টাকা।

ঘ) অন্য রাস্তার উপরি অংশ পিচ দ্বারা বার্ষিক মেরামত বাবদ — ৩,৮২,৯৯৭ টাকা।

মোট খরচ— ১৫.৫০,৭২৫ টাকা।

Admitted Starred Question No :— 313

Name of M.L.A.— Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be Pleased to State—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার ফরম—১১ এর ভিত্তিতে পূর্ত দপ্তরের কাজ বণ্টন বন্ধ করে দিয়েছেন ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কখন থেকে তা বন্ধ করা হয়েছে এবং কেন তা করা হয়েছে ?

উত্তর

১) জরুরী কাজ ছাড়া অন্য কাজের ক্ষেত্রে ফরম— ১১ তে কাজ বণ্টন সাময়িক ভাবে বন্ধ করা হয়েছে।

২] ১৯৮৯ ইং সনের ১৬ই জানুয়ারী হইতে স্থগিত রাখা হয়েছে। কারন-নন্-প্যান খাতে বাজেট বরাদ্দ শেষ হওয়ার ফরম-১১ এ কাজ বিলি সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়।

Admitted Starred Question No. 316

Name of M.L.A. :— Shri Gopal Ch Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চলতি যোজনায় ত্রিপুরার কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যান্ত রেল সম্প্রসারণের কোন কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে কি;

২। ৮৯-৯০র রেল বাজেটে এ ব্যাপারে কোন বাজেট বরাদ্দ ত্রিপুরার জন্য রাখা হয়েছে কি না,

৩। রাজ্য সরকার তাহা অবগত আছেন কি থাকিলে বরাদ্দের পরিমাণ কত;

৪। আগরতলা পর্যান্ত রেল সম্প্রসারনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেছেন কি;

৫। করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— (পরিবহন মন্ত্রী)

১। না, অন্তর্ভূক্ত হয় নি।

২। না।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৪। হ্যাঁ, যোগাযোগ করেছেন।

৫। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্ত্তী অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 335.

Name of M. L. A. :— Sri Chitta Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W D. be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুরের শহর ও শহর সান্নিকটস্থ ন্যাশান্যাল হাইওয়েটি এতই অপ্রশস্ত দুইটি গাড়ী ক্রস করাই অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়য় ?

২। সত্য হলে এই অসুবিধা দূর করবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন কি ?

৩। করলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। উক্ত রাস্তাটির যাহা স্থানীয়ভাবে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে নামে পরিচিত কোন কোন জায়গায় দুইটি গাড়ী ক্রস করতে অসুবিধা হয়।

২। এই রাস্তাটি প্রশস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন।

৩। ফাঁকা জায়গাগুলিতে ইতিমধ্যে প্রশস্থ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বাকী অংশে মুক্ত জায়গা পাওয়া গেলেই কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 3?6

Name of the Member :— Shri Chitta Ranjan Saha

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর শহরের বাড়ী বাড়ী পানীয়জল সরবরাহ করার জন্য Treatment Plant করার পরিকল্পনা বিগত সরকার গ্রহণ করেছিলেন

২। সত্য হলে এই পরিকল্পনা বর্ত্তমানে কোন পর্য্যায়ে আছে এবং

৩। কবে নাগাদ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল বাড়ী বাড়ী পৌঁছায়ে দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। Treatment Plant-এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। সর্বনিম্ন দরপত্র কারীকে কাজের বরাৎ দেওয়ার জন্য Works Advisory Board-এর কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

৩। দরপত্র অনুমোদিত হলে দুই বৎসরের মধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ঐ Treatment Plant থেকে পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হতে পারে।

Admitted Starred Question No. 339.

Name of the M.L.A. :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের কাজ কবে পর্য্যন্ত সম্পন্ন হবে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কিছু জানিয়েছে কি;

২। জানিয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলে জানিয়েছে;

৩। ইহা কি সত্য যে, রেল দপ্তর কর্তৃক কুমারঘাট হতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য Survey Work সম্পন্ন হয়েছে।

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কুমারঘাট হতে আগরতলা পর্যান্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ কবে পর্য্যন্ত নেওয়া হবে এবং কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কিছু জানিয়েছে কি; এবং

৫। জানিয়ে থাকলে কুমারঘাট হতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে এবং কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : পরিবহন মন্ত্রী ( মুখ্যমন্ত্রী )

১। হ্যাঁ, জানাইয়াছে;

২। ১৯৮৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবে বলিয়া জানাইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৪। না, জানায় নাই।

৫। ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 340

Name of Member : Sri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পাধীন কুটির জ্যোতি প্রকল্পে কত গরীব এস, টি,—এস, সি. পরিবারকে বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন।

২। উক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরন করা হয়েছে কিনা ?

৩। না হয়ে থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। কুটির জ্যোতি প্রকল্পে ১৯৮৮-৮৯ ইং বর্ষে আর্থিক অনগ্রসর (দারিদ্র সীমার নিচে) এমন ৮০০ পরিবারকে বিনা খরচে বিদ্যুতের লাইন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে, ৬০ শতাংশ গরীব অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি পরবিারের জন্য।

২। আশা করা যায় লক্ষ্যমাত্রা পূরন হবে।

৩। হয় নাই কারন এই প্রকল্পের অনুমোদন ও অনুমোদনের অর্থ মার্চ মাসে পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 344

Name of the M.L.A. Shri Sunil Kr. Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিলাছড়ি সাব্রুম এবং সাব্রুম আমলীঘাট ভায়া মনুঘাট রাস্তাগুলিকে কবে নাগাদ বাস চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে ?

উত্তর

১) ১৯৯০-৯১ সাল নাগাদ বাস চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে বলে আশা করা যায়।

**Admitted Starred Question No. 354**

**Name of M.L.A :— Shri Matilal Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮৯ ইং সনের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তরে কোন শূন্য পদ পূরন না করার জন্য রাজ্য সরকার সম্প্রতি নির্দেশ জারি করে;

২। সত্য হলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। সরকারের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted starred Question No. 357

Name of the Member :— Sri Sunil Kr. Chowdhury

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে সাব্রুম মহকুমায় কি পরিমান কৃষি ভূমিকে সেচের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এবং

৩। পরিকল্পনাগুলি কবে নাগাদ জনগনের জন্য কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮৯-৯০ সালে ১৮০ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে।

২। প্রকল্পগুলির নাম যথা :—

| | | |
|---|---|---|
| ক] ব্রজেন্দ্র নগর লিফট্ ইরিগেশন | ৪৮ | হেক্টর |
| খ) দুর্গানগর গভীর নলকূপ | ২০ | ঐ |
| গ) শ্যামাপ্রসাদ কলোনী গভীর নলকূপ | ২০ | ঐ |
| ঘ) বড়বীল গভীর নলকূপ | ২০ | ঐ |
| ঙ) শুকনাছড়া লিফট্ ইরিগেশন | ৭২ | ঐ |

৩। ১৯৮৯-৯০ ইং সালের মধ্যে কার্যকরী করা যাবে বলে আশা করা যায়।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No : 870

Name of M. L. A. :— Sri Mati Lal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-chargre of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৮৯ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কয়টি টি, আর, টি, সি, বাস ও লরী অচল হয়ে পড়েছে;

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কয়টি নূতন TRTC বাস ও লরী কেনা হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১। ১৯৮৮ ইং সনের ১৫ ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টি, আর, টি, সি,র কোন বাস ও লরী সম্পূর্ণ অচল হয় নাই।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে ২০টি বাস IDBI Loan নিয়ে কেনা হইয়াছে। কোন লরী এই সময়ে কেনা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 372

Name of Member :— Shri Dinesh Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বড়মুড়ার গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তৃতীয় ইউনিটটি চালু করার জন্য যে মেসিনটি ফ্রান্সের মেসার্স হিস্পানো' সুইজা কোম্পানীর কাছ থেকে আনা হয়েছে সেই কোম্পানীর সঙ্গে সরকারের কোন চুক্তি হয়েছে কি;

২। চুক্তি হয়ে থাকলে তাহা শর্তগুলি কি, এবং

৩। এর জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হিস্পানো সুইজা, ফ্রান্স কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী

ক) ১০ শতাংশ অগ্রিম কোম্পানীকে দিতে হবে অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংক গ্যারান্টির সাপেক্ষে।

খ) ৮৫ শতাংশ দাম, ১০০ শতাংশ পরিবহন খরচ এবং পরিবহন বীমা 'মেসিন পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই চালানের ভিত্তিতে দিতে হবে।

গ) বাকী ৫ শতাংশ মেসিন জায়গায় পৌছিলে দিতে হবে।

৩। মোট ৫ কোটি ৮২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা খরচ হবে।

## ADMITTED STARRED QUESTION NO: 380

Name of the Member :— Sri Samar Chowdhury,

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন স্থানে ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পে পাইপ লাইনের সাহায্যে জনগণকে পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে.

২। এই সকল প্রকল্পের কোনগুলি এখনো চালু করা হয় নাই, এবং

৩। ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে পানীয় জলের জন্য কোথায় কোথায় ডিপ টিউবওয়েল বসানো হযেছে ?

উত্তর

১। ১০৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পে পাইপ লাইনের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৩১ টি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে "সেইসব স্থানের তালিকা 'ক' সংযোজনীতে দেখানো আছে।

২। এর মধ্যে ২৩টি এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই। তারও তালিকা খ সংযোজনীতে দেখানো আছে।

৩। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসরে পানীয় জলের জন্য বিভিন্ন স্থানে ৩৭টি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এই সব স্থানের তালিকা গ সংযোজনীতে দেখানো হয়েছে।

**ক সংযোজনী**

| ব্লকের নাম | ১৯৮৭-৮৮ সালে যেসব স্থানে ডিপ্ টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে |
|---|---|
| মোহনপুর ব্লক | ১। বিজয়নগর |
| | ২। লেম্বুছড়া |
| মেলাঘর ব্লক | ৩। মহেশপুর |
| | ৪। বড়খোলা |
| | ৫। ওক্সাপাড়া |
| | ৬। ভ্রাণতলী |
| | ৭। করালিয়ামুড়া |
| তেলিয়ামুড়া ব্লক | ৮। ঘিলাতলী |
| খোয়াই ব্লক | ৯। সোনাতলা |
| বিশালগড় ব্লক | ১০। সুভাষনগর |
| | ১১। কষ্টঘাটেপা |
| | ১২। বাঙ্গাপানিয়া |
| | ১৩। বিক্রমনগর |
| | ১৪। লক্ষীবিল |
| কাঞ্চনপুর ব্লক | ১৫। শান্তিপুর |
| | ১৬। উত্তর লালজুরি |
| কুমারঘাট ব্লক | ১৭। সোনাইমুড়ি |
| | ১৮। বেতছড়া |
| | ১৯। জলাই |
| সালেমা ব্লক | ২০। জগন্নাথপুর |
| | ২১। বলরাম |
| | ২২। কচুছড়া |
| | ২৩। আমবাসা (P.W.D) |
| মাতাবাড়ী ব্লক | ২৪। শামুকছড়া |
| রাজনগর ব্লক | ২৫। কৃষ্ণনগর |
| সাতচাঁন্দ ব্লক | ২৬। বুরাতলী |
| বগাফা ব্লক | ২৭। পশ্চিম চরকবাই |
| | ২৮। পশ্চিম পিলাক |

| | |
|---|---|
| মাতাবাড়ী ব্লক | ২৯। গর্জি |
| | ৩০। কালাবন |
| | ৩১। দাতারাম |

গ সংযোজনী

| ব্লকের নাম | ১৯৮৭-৮৮ সালে সব ডিপ্ টিউব ওয়েলগুলি চালু হয়নি |
|---|---|
| মেলাঘর ব্লক | ১। মহেশপুর |
| | ২। বড়খলা |
| | ৩। ভক্সাপাড়া |
| | ৪। ব্রাণতলী |
| | ৫। করালিয়ামুড়া |
| তেলিয়ামুড়া ব্লক | ৬। খিলাতলী |
| খোয়াই ব্লক | ৭। সোনাতলা |
| বিশালগড় ব্লক | ৮। কইয়াডেপা |
| | ৯। রাঙ্গাপানিয়া |
| | ১০। বিক্রমনগর |
| কাঞ্চনপুর ব্লক | ১১। শান্তিপুর |
| | ১২। উত্তর লালজুড়ি |
| সালেমা ব্লক | ১৩। জগন্নাথপুর |
| | ১৪। বলরাম |
| | ১৫। কচুছড়া |
| | ১৬। আমলাসা (P.W.D) |
| রাজনগর ব্লক | ১৭। কৃষ্ণনগর |
| সাতচাঁন্দ ব্লক | ১৮। বুড়াতলী |
| বগাফা ব্লক | ১৯। পশ্চিম চরকবাই |
| | ২০। পশ্চিম পিলাক |
| মাতাবাড়ী ব্লক | ২১। মাতাবাড়ী |
| | ২২। কালাবন |
| | ২৩। দাতারাম |

গ সংযোজনী

| ব্লকের নাম | ১৯৮৮-৮৯ সালে যেসব স্থানে ডিপ্ টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে |
|---|---|
| জিরানীয়া ব্লক | ১। পূর্ব নোয়াগাঁও |
| | ২। ধূপাছড়ি |
| | ৩। দেবতাবাড়ী |
| বিশালগড় ব্লক | ৪। হাপানিয়া |
| | ৫। সূর্যমণিনগর |
| | ৬। শ্রীনগর |
| | ৭। নেহালচন্দ্রনগর |
| | ৮। জাঙ্গালিয়া |
| | ৯। আমতলী ২নং |
| | ১০। ব্রজপুর |
| | ১১। চন্দ্রনগর |
| | ১২। ধরীয়াভল |
| মোহনপুর ব্লক | ১৩। নোয়াগাঁও |
| মেলাঘর ব্লক | ১৪। কলমছড়া |
| | ১৫। কলসীমুড়া |
| খোয়াই ব্লক | ১৬। উত্তর রামচন্দ্রঘাট |
| তেলিয়ামুড়া ব্লক | ১৭। গামাইটিলা |
| | ১৮। দক্ষিণ পুলিনপুর |
| | ১৯। পশ্চিম তেলিয়ামুড়া |
| পানিসাগর ব্লক | ২০। চারুপাশা |
| | ২১। পশ্চিম রাধাপুর |
| | ২২। কালিকাপুর |
| | ২৩। মানিকছড়া |
| | ২৪। প্যারীছড়া |
| | ২৫। শাকাইবাড়ী |
| সালেমা ব্লক | ২৬। কলাছড়ি |
| | ২৭। গঙ্গানগর |

| | | |
|---|---|---|
| কাঞ্চনপুর ব্লক | ২৮। | সাতনালা |
| বগাফা ব্লক | ২৯। | কোয়াইফাঙ |
| | ৩০। | গার্দাঙ |
| রাজনগর ব্লক | ৩১। | রামরাইবাড়ী |
| | ৩২। | মধ্য ভারতচন্দ্রনগর |
| | ৩৩। | দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর |
| অমরপুর ব্লক | ৩৪। | উত্তর চেলাগাঁঙ |
| | ৩৫। | দক্ষিণ চেলাগাঙ |
| | ৩৬। | উত্তর একছড়ি |
| মাতাবাড়ী ব্লক | ৩৭। | মাতাবাড়ী ২নং |

Admitted Starred Question No. 403

Name of the Member :— Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State : –

## QUESTION

১। তৃতীয় পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে ১৯৮৮-৮৯ সালের আর্থিক বছরে কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য পুলিশ কনষ্টেবল, ফায়ারম্যান প্রভৃতিকে তৃতীয় শ্রেনীর কর্মচারী হিসেবে তৃতীয় পে কমিশনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি;

৩। যদি সত্যি হয় তাহলে সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

Minister-in-charge of the Finance Department :- Chief Minister

## ANSWER

১। সঠিক টাকার পরিমান বলা সম্ভব নহে। প্রতিমাসে আনুমানিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার মত অতিরিক্ত টাকা রাজ্য সরকারকে এ বাবদ ব্যয় করতে হচ্ছে।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE - "B"

## ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 40.

**Name of M. L. A. : Sri Subodh Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৯ ইং সনের ১৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরের নর্দান ডিভিসনের (ধর্মনগর ও কৈলাশহর) মহকুমা অফিসগুলি থেকে বিনা টেণ্ডারে মোট কতজন বেকার উপজাতি ঠিকাদারকে কাজ বণ্টন করা হয়েছে ? (মহকুমা পূর্তদপ্তর ভিত্তিক বেকার ট্রাইবেল ঠিকাদারের নাম)

উত্তর

১) ধর্মনগর ডিভিশনে ৫০১ জন ও কৈলাশহর ডিভিসনে ১৯ জন মোট ৫২০ জনকে কাজ বণ্টন করা হয়েছে । সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য ।

সংযোজনী "ক"

মহকুমা ভিত্তিক যথা কৈলাশহর এবং ধর্মনগর ডিভিসনের বেকার ট্রাইবেল কনট্রাকটারদের নামে তালিকা ।

কৈলাশহর ডিভিসন্ :

| ক্রমিক নং | নাম | ক্রমিক নং | নাম |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ১ | ২ |
| ১) | শ্রী সেণ্টু উরাং | ১১) | শ্রী ধারু উরাং |
| ২) | ,, দীনেশ খাসিয়া | ১২) | ,, হীরেন্দ্র দেববর্মা |
| ৩) | ,, ধারসুয়ালিয়ানা ডারলং | ১৩) | ,, নৈসানগা ডারলং |
| ৪) | ,, অনিল উরাং | ১৪) | ,, নরেন্দ্র রিয়াং |
| ৫) | ,, হরিমোহন উরাং | ১৫) | ,, সারথুরামা ডারলং |
| ৬) | ,, রুদন উরাং | ১৬) | ,, লছমন উরাং |
| ৭) | ,, বুধু উরাং | ১৭) | ,, নবীন সাওতাঁল |
| ৮) | ,, রতু উরাং | ১৮) | ,, যদু মুণ্ডা |
| ৯) | ,, কুলু চন্দ্র উরাং | ১৯) | ,, মতী লাল উরাং |
| ১০) | ,, প্রফুল্ল মুণ্ডা | | |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| | ধর্মনগর ডিভিসন্ ঃ— | ৩১) | শ্রীমতি কুমারী হালাম |
| | | ৩২) | ,, শ্রী বসুজয় রিয়াং |
| ১) | শ্রী বড়সৈহাম রিয়াং | ৩৩) | ,, আনন্দ দেববর্মা |
| ২) | ,, বরেন্দ্র রিয়াং | ৩৪) | ,, শামমনি দেববর্মা |
| ৩) | ,, সুরেন্দ্র রিয়াং | ৩৫) | ,, সোমলালথাং হালাম |
| ৪) | ,, রংগজ্‌য়রিয়াং | ৩৬) | ,, সাংমুলিয়াং হালাম |
| ৫) | ,, মুখরাম রিয়াং | ৩৭) | ,, বিজয় হালাম |
| ৬) | ,, পেত্রাজয় রিয়াং | ৩৮) | ,, জবুইহামু হালাম |
| ৭) | ,; সারেন্দ্র রিয়াং | ৩৯) | ,, ধীর বাহু রিয়াং |
| ৮) | ,, বিজয় রিয়াং | ৪০) | ,, সান্তা হালাম |
| ৯) | ,, সম্ভু রায় রিয়াং | ৪১ | ,, কাজল দেববর্মা |
| ১০) | ,, নীগেন্দ্র রিয়াং | ৪২) | ,, মিশান দেববর্মা |
| ১১) | ,, খুশরাম রিয়াং | ৪৩) | ,, থামলং দেববর্মা |
| ১২) | ,, নীলামোহন রিয়াং | ৪৪) | ,, নিলমনি দেববর্মা |
| ১৩) | ,, নারকুমীলিয়াং ডারলং | ৪৫) | ,, নইনু দেববর্মা |
| ১৪) | ,, বীরেন্দ্র দেববর্মা | ৪৬) | ,, হৈতাংমাং হালাম |
| ১৫) | ,, সুচিত্রা দেববর্মা | ৪৭) | ,, সুধন্ত দেববর্মা |
| ১৬) | ,, হেম জয় দেববর্মা | ৪৮) | ,, প্রিয় দেববর্মা |
| ১৭) | ,, মাবখুমপাই হালাম | ৪৯) | ,, কৃপাজয় রিয়াং |
| ১৮) | ,, সরাগারাম রিয়াং | ৫০) | ,, গান্ধী মানিক হালাম |
| ১৯) | ,, লুপাইচং হালাম | ৫১) | ,, নইছংজব হালাম |
| ২০) | ,, রেংমনি হালাম | ৫২) | ,, মতি ধাইধামটান্ হালাম |
| ২১) | ,, ব্রজলাল হালাম | ৫৩) | ,, ধনথংগ্রিল হালাম |
| ২২) | ,, বিশ্বনাথ রিয়াং | ৫৪) | ,, স্রংগ্রাম লাল হালাম |
| ২৩) | ,, রনজয় রিয়াং | ৫৫) | ,, ভনতারা ডারলং |
| ২৪) | ,, রিণ ডায়লং | ৫৬) | ,, চুনগাংপাই হালাম |
| ২৫) | ,, লুইং ডারলং | ৫৭) | ,, পণ্ডিতালিয়ান হালাম |
| ২৬) | ,, পরবয়ার রিয়াং | ৫৮) | ,, হৈদেম্‌থাং হালাম |
| ২৭) | ,, শ্রীমতি মন্ত্রী রুপিনী | ৫৯) | ,, সুন্দর রায় হালাম |
| ২৮) | ,, শ্রী কৃষ্ণ মোহন রুপিনী | ৬০) | ;, সংগথীব মানিক হালাম |
| ২৯) | ,, মনতিং লাল ত্রিপুরা | ৬১) | ,, উম্মা দেববর্মা |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ৬৩) | শ্রীজিবন খিং হালাম | ৯৪) | শ্রীস্বপন রিয়াং হালাম |
| ৬৪) | ,, দীপ কুমার রিয়াং | ৯৫) | ,, গোপালছং ডারলং |
| ৬৫) | ,, রবি চন্দ্র রিয়াং | ৯৬) | ,, বাছুরাম রিয়াং |
| ৬৬) | ,, নীলং লাল হালাম | ৯৭) | ,, প্রথম রায় রিয়াং |
| ৬৭) | ,, রাজেন্দ্র দেববর্মা | ৯৮) | ,, ব্রজমনি দেববর্মা |
| ৬৮) | ,, সারদা রিয়াং | ৯৯) | ,, নৈরথাংগি ডারলং |
| ৬৯) | ,, নীরজ ত্রিপুরা | ১০০) | ,, মহেন্দ্র খুব রিয়ান হালাম |
| ৭০) | ,, ধনদলাম বিয়াং | ১০১) | ,, জীর রাই থাই হালাম |
| ৭১) | ,, ভাগীরথ রিয়াং | ১০২) | ,, জয় রাম বুম হালাম |
| ৭২) | ,, কাছামজয় রিয়াং | ১০৩) | ,, বিনা হালাম |
| ৭৩) | ,, বেদজয় রিয়াং | ১০৪) | ,, জন্মজয় দেববর্মা |
| ৭৪) | ,, মধুরাম বিয়াং | ১০৫) | ,, নিহেমজয় হালাম |
| ৭৫) | ,, ধনঞ্জয় বিয়াং | ১০৬) | ,, নসমনি রিয়াং |
| ৭৬) | ,, নন্দরাম বিয়াং | ১০৭) | ,, সুমতি বিয়াং |
| ৭৭) | ,, জয় কুমার রিয়াং | ১০৮) | ,, লাল সিয়ান বুম হালাম |
| ৭৮) | ,, ধনচ মনি হালাম | ১০৯) | ,, রুনাং সিল দেববর্মা |
| ৭৯) | ,, নিজুমমনি হালাম | ১১০) | ,, মঙ্গল মানিক হালাম |
| ৮০) | ,, কিলি হালাম | ১১১) | ,, বিশ রাম দেববর্মা |
| ৮১) | ,, বাইগা মনি হালাম | ১১২) | ,, সুনিল দেববর্মা |
| ৮২) | ,, রিলা হালাম | ১১৩) | ,, মতি শান্তিরানী দেববর্মা |
| ৮৩) | ,, দক্ষসিং হালাম | ১১৪) | ,, চন্দন রায় দেববর্মা |
| ৮৪) | ,, সূর্যমান হালাম | ১১৫) | ,, বৈরব চন্দ্র দেববর্মা |
| ৮৫) | ,, অনিতজয় রিয়াং | ১১৬) | ,, জুথং কুমার |
| ৮৬) | ,, বৈকুন্ঠ রায় রিয়াং | ১১৭) | ,, জাড়িং লিয়েনা |
| ৮৭) | ,, ক্ষেত্র জয় রিয়াং | ১১৮) | ,, সংজুয়লি |
| ৮৮) | ,, জহাস্ চন্দ্র রিয়াং | ১১৯) | ,, লালমুনথারি |
| ৮৯) | ,, নরিজায় রিয়াং | ১২০) | ,, লালমুনজিরা |
| ৯০) | ,, আনন্দ রিয়াং | ১২১) | ,, লালছং লিয়েনা |
| ৯১) | ,, ধনেশ্বর রিয়াং | ১২২) | ,, বুরু লেরা |
| ৯২) | ,, ধনঞ্জয় দেববর্মা | ১২৩) | ,, লালথাং জামা |
| ৯৩) | ,, মানিক হালাম | ১২৪) | ,, লালথির সংগা |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ১২৫] | শ্রীজহাংলিয়ানা | ১৫৭] | শ্রীরায়ধনখিম হালাম |
| ১২৬] | ,, জয়বানপায় হালাম | ১৫৮] | ,, নারচি দেববর্মা |
| ১২৭] | ,, খুমদয়জয় হালাম | ১৫৯] | ,, মানিক হালাম |
| ১২৮] | ,, হালচুমাং হালাম | ১৬০] | ,, জহর সিং হালাম |
| ১২৯] | ,, রিলা হালাম | ১৬১] | ,, নবীন থং হালাম |
| ১৩০] | ,, জয়া হালাম | ১৬২] | ,, চুং চির মানিক হালাম |
| ১৩১] | ,, লালা হালাম | ১৬৩] | ,, কান্তি দেববর্মা |
| ১৩২] | ,, ভারতী রিয়াং | ১৬৪] | ,, অরুন হালাম |
| ১৩৩] | ,, লালধনজয় হালাম | ১৬৫] | ,, নৈষ্টিয়া ডারলং |
| ১৩৪] | ,, মতি লালাহিরন হালাম | ১৬৬] | ,, দেব পানি দেববর্মা |
| ১৩৫] | ,, বনজয় কুম হালাম | ১৬৭] | ,, রবি রায় রিয়াং |
| ১৩৬] | ,, মালালি ত্রিপুরা | ১৬৮] | ,, শূন্য রাম রিয়াং |
| ১৩৭] | ,, মযেলজুই জয় হালাম | ১৬৯] | ,, কিলে চন রিয়াং |
| ১৩৮] | ,, মুইজুনিং হালাম | ১৭০] | ,, কেশি চন্দ্র রিয়াং |
| ১৩৯] | ,, মতি লালটিকুই হালাম | ১৭১] | ,, নির্ভয় জয় রিয়াং |
| ১৪০] | ,, দেবচন্দ্র মানিক হালাম | ১৭২] | ,, নৃপেন্দ্র রিয়াং |
| ১৪১] | ,, মনা ত্রিপুরা | ১৭৩] | ,, প্রজেনজয় রিয়াং |
| ১৪২] | ,, অমল ত্রিপুরা | ১৭৪] | ,, সুনিল রিয়াং |
| ১৪৩] | ,, প্রসন্ন ত্রিপুরা | ১৭৫] | ,, বিষ্ণুরাম রিয়াং |
| ১৪৪] | ,, অনিল ত্রিপুরা | ১৭৬] | ,, রাজমুনি রিয়াং |
| ১৪৫] | ,, সুভাষিনী ত্রিপুরা | ১৭৭] | ,, সনেন্দ্র দেববর্মা |
| ১৪৬] | ,, কামিনী দেববর্মা | ১৭৮] | ,, থইনানিব ত্রিপুরা |
| ১৪৭] | ,, জয়থং চাং হালাম | ১৭৯] | " সঞ্জয় হালাম |
| ১৪৮] | ,, ভাগলং চাং হালাম | ১৮০] | " মতি বৈজন্তি দেববর্মা |
| ১৪৯] | ,, মংলুংজয় হালাম | ১৮১] | " মতি বাসন্তি ত্রিপুরা |
| ১৫০] | ,, জয় লাল রায় হালাম | ১৮২] | " প্রদীপ ত্রিপুরা |
| ১৫১ | ,, মুইচুমচিং হালাম | ১৮৩] | " ধন্যরাম রিয়াং |
| ১৫২] | ,, কনদম ত্রিপুরা | ১৮৪] | " করনজয় রিয়াং |
| ১৫৩] | ,, রাজা হালাম | ১৮৫] | " কানতারা রিয়াং |
| ১৫৪] | ,, রিংশেনবেল হালাম | ১৮৬] | " ধন্য রাম রিয়াং |
| ১৫৫] | ,; চংতি হালাম | ১৮৭] | " রংমাট ত্রিপুরা |
| ১৫৬] | ,, মূল খুম হালাম | ১৮৮] | " মতি প্রিয় বতি দেববর্মা |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ১৮৯] | শ্রীপণ্ডিত দেববর্মা | ২২০) | শ্রীমতি গোগলি দেববর্মা |
| ১৯০] | " চান্দ্রা ইরিং হালাম | ২২১) | ,, মতি সাবিত্রী ত্রিপুরা |
| ১৯১] | " সমবুমলি হালাম | ২২২) | ,, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা |
| ১৯২] | " নিশি জয় হালাম | ২২৩) | ,, ভগবানজিয়ান হালাম |
| ১৯৩] | " মেলটাং জয় হালাম | ২২৪) | ,, দৈদংমান হালাম |
| ১৯৪] | " কমলা রিয়াং | ২২৫) | ,, উমারথই হালাম |
| ১৯৫] | " মঙ্গলপইরিল হালাম | ২২৬) | ,, ধনী চন্দ্র হালাম |
| ১৯৬] | " মানিকরেন হালাম | ২২৭) | ,, ছুনলুঙ্গি হালাম |
| ১৯৭] | " জিতেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা | ২২৮] | , লেনরজয় হালাম |
| ১৯৮] | " মতি ভাবনি দেববর্মা | ২২৯) | ,, বিজয় দেববর্মা |
| ১৯৯] | " ধনজনলি দেববর্মা | ২৩০] | ,, লুঙ্গিরনি হালাম |
| ২০০] | " থুনারাম রিয়াং | ২৩১] | ,, শচীন্দ্র দেববর্মা |
| ২০১) | শ্রী [illegible] দেববর্মা | ২৩২] | ,, রেং প্রসাদ ত্রিপুরা |
| ২০২) | ,, রাইজিকলেন হালাম | ২৩৩) | ,, মতি প্রভাবতী দেববর্মা |
| ২০৩) | ,, বাক্কেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা | ২৩৪) | ,, মতি রাবনকন্যা ত্রিপুরা |
| ২০৪) | ,, ছুইধাম বিং হালাম | ২৩৫) | ,, মতি বৃন্দা ত্রিপুরা |
| ২০৫) | ,, মতি রেংকাবিং হালাম | ২৩৬) | ,, হালাম চেং ত্রিপুরা |
| ২০৬) | ,, লছজয় রিয়াং | ২৩৭) | ,, বেমীরচি হালাম |
| ২০৭) | ,, মানিক লাল হালাম | ২৩৮) | বিজন দেববর্মা |
| ২০৮) | ,, নিবলাল হালাম | ২৩৯) | পুন্যবতী ত্রিপুরা |
| ২০৯) | ,, নিলালজয় হালাম | ২৪০] | ,, প্রসন্ন ত্রিপুরা |
| ২১০) | , জয় কুমার হালাম | ২৪১] | ,, রাইধনসাম হালাম |
| ২১১) | ,, সোমা ডারলং | ২৪২] | ,, রবী ত্রিপুরা |
| ২১২) | ,, নিতাবলাল হালাম | ২৪৩] | ,, ফালগুনি ত্রিপুরা |
| ২১৩) | ,, বিশ্বমকা ডারলং | ২৪৪] | ,, রিগিহানলিং হালাম |
| ২১৪) | ,, শিব চরন হালাম | ২৪৫) | ,, সূর্য্য ত্রিপুরা |
| ২১৫) | ,, স্বপনাইথাং হালাম | ২৪৬] | ,, হেমন্ত ত্রিপুরা |
| ২১৬) | ,, বিজয় মোহন রিয়াং | ২৪৭) | ,, অমূল্য ত্রিপুরা |
| ২১৭) | ,, দশরাম রিয়াং | ২৪৮) | ,, মঙ্গলকাল চুং হালাম |
| ২১৮) | ,, বৈশ্য রাম রিয়াং | ২৪৯) | ,, মতি চীমা হালাম |
| ২১৯) | ,, মৈনা ডারলং | ২৫০) | ,, ধজরাম ত্রিপুরা |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ২৫১) | ,, রিংকাংখুং হালাম | ২৮৩) | ,, লেনপুই জয় হালাম |
| ২৫২) | ” অমূল্য ত্রিপুরা | ২৮৪) | ,, মতি বিজয় লক্ষ্মী হালাম |
| ২৫৩) | ,, দীনমনি ত্রিপুরা | ২৮৫) | ,. লেপাইরুম হালাম |
| ২৫৪) | ” নিতাই ত্রিপুরা | ২৮৬) | ;, মতি রেংকুরজান হালাম |
| ২৫৫) | ” তামবুরলিংয়ান হালাম | ২৮৭) | ., থনেল সন্ধি |
| ২৫৬) | ” মন চন্দ্র ত্রিপুরা | ২৮৮) | ,, গুনধন ত্রিপুরা |
| ২৫৭) | ” রাজকী ত্রিপুরা | ২৮৯) | ,, গুনধন ত্রিপুরা |
| ২৫৮) | ” মানিক লাল হালাম | ২৯০) | ,, সেনটি হালাম |
| ২৫৯) | ” দিপ্তী জয় হালাম | ২৯১) | ,, নিগিরপাম হালাম |
| ২৬০) | ” সাধন দেববর্মা | ২৯২) | ., মতি লিয়াল্লুইজুম হালাম |
| ২৬১) | ” বরুন দেববর্মা | ২৯৩) | ,. নিবানন্দন্ হালাম |
| ২৬২) | ” যোগেন্দ্র রিয়াং | ২৯৪) | ,, প্রথিক ত্রিপুরা |
| ২৬৩) | ” শিম লাল যুম হালাম | ১৯৫) | .; খনজয়রাম রিয়াং |
| ২৬৪) | ” প্রফুল্ল দেববর্মা | ২৯৬) | ,, মালতি ত্রিপুরা |
| ২৬৫) | ” মতি চেন্‌চেন্ হালাম | ২৯৭) | ,. পদ্ম ত্রিপুরা |
| ২৬৬) | ” মতি জহরপুত হালাম | ২৯৮) | ,. মতি কইসমুকন্যা ত্রিপুরা |
| ২৬৭) | ” মতি জয়া দেববর্মা | ২৯৮) | ,. গোলাপ সিং ত্রিপুরা |
| ২৬৮) | ” মতি চিমা হালাম | ৩০০) | ,, নিংগা দেববর্মা |
| ২৬৯) | ” নাইতনিৱ হালাম | ৩০১) | ., সুনিল দেববর্মা |
| ২৭০) | ” বীরচাঁদ দেববর্মা | ৩০২ | .’ লিয়াকলম হালাম |
| ২৭১) | ” সত্যেন্দ্র দেববর্মা | ৩০৩) | ,, জানকী দেববর্মা |
| ২৭২) | ” অশ্বিনী ত্রিপুরা | ৩০৪) | ,, জহর চম হালাম |
| ২৭৩) | ” কাঁলভদ্র দেববর্মা | ৩০৫) | ,, খেমতাংমুনি হালাম |
| ২৭৪) | ” মতি মনপইছাড় হালাম | ৩০৬) | ,, ভিত্তিশম রিয়াং |
| ২৭৫) | ” নামগইলি হালাম | ৩০৭) | ,. বুরসিংমুন হালাম |
| ২৭৬) | ” জয়া হালাম | ৩০৮) | ” চেনবাবু ত্রিপুরা |
| ২৭৭) | ” মহানাম হালাম | ৩০৯) | ” চন্দ্র দেববর্মা |
| ২৭৮) | ” বীব হালাম | ৩১০) | ” নিতাই ত্রিপুরা |
| ২৭৯) | ,; যতনতই হালাম | ৩১১) | ” সজয়রাম রিয়াং |
| ২৮০) | .. বনচিকবেল হালাম | ৩১২) | ” গজমোহন রিয়াং |
| ২৮১) | ,. রঙ্গথান হালাম | ৩১৩) | ” প্রজাপতি ত্রিপুরা |
| ২৮২) | ,, বিকাশ দেববর্মা | ৩১৪) | ,, মতি বাসনা ত্রিপুরা |

# PAPERS LAID ON THE TABLE
## (Questions & Answers)

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ৩১৫) | ,, মুক্ত রাম রিয়াং | ৩৪৬) | ,, বিজলমনি ত্রিপুরা |
| ৩১৬) | ,, বিশরাম রিয়াং | ৩৪৭) | ,, শিলা ত্রিপুরা |
| ৩১৭) | ,, সোমারাম রিয়াং | ৩৪৮) | ,, কারবংরাম হালাম |
| ৩১৮) | ,, অরুন জয় রিয়াং | ৩৪৯) | ,, মতি লালনি ত্রিপুরা |
| ৩১৯) | ,, রুথং কুমার লুসাই | ৩৫০) | ,, মইহারি হালাম |
| ৩২০) | ,, নবীন রায় রিয়াং | ৩৫১) | ,, নিলকান্ত দেববর্মা |
| ৩২১) | ,, যতীনজয় রিয়াং | ৩৫২) | ,, বিনয় দেববর্মা |
| ৩২২) | ,, চন্দ্ররায় রিয়াং | ৩৫৩) | ,, শান্তি দেববর্মা |
| ৩২৩) | ,, লালনাথারাই | ৩৫৪) | ,, চৈতন দেববর্মা |
| ৩২৪) | ,, মতি বেংমেনজয় হালাম | ৩৫৫) | ,, খমা ডারলং |
| ৩২৫) | ,, চম্পাইপাং হালাম | ৩৫৬) | ,, লাল বন হালাম |
| ৩২৬) | ,, বিজয়মনি রিয়াং | ৩৫৭) | শ্রীমতি শক্তপ্রতি ত্রিপুরা |
| ৩২৭) | ,, চন্দ্র মানিক হালাম | ৩৫৮) | ,, ভক্তব সিরাক হালাম |
| ৩২৮) | ,, জিঙ্গারাম রিয়াং | ৩৫৯) | ,, কেলিয়ানা |
| ৩২৯) | ,, সুধা রিয়াং | ৩৬০) | ,, প্রবুদ্ধ রিয়াং |
| ৩৩০) | ,, খেমতাংমনি হালাম | ৩৬১) | ,, দিলীপ দেববর্মা |
| ৩৩১) | ,, বাবেন্দ্র দেববর্মা | ৩৬২) | ,, শুক্ল লক্সমী ত্রিপুরা |
| ৩৩২) | ,, দিলীপ ত্রিপুরা | ৩৬৩) | ,, আখমজই হালাম |
| ৩৩৩) | ,, নিল চন্দ্র রিয়াং | ৩৬৪) | ,, নবীনরিল হালাম |
| ৩৩৪) | ,, উপেন্দ্রকুমার আদ্র(রিয়াং) | ৩৬৫) | ,, লিয়ান বাংমচুন হালাম |
| ৩৩৫) | ,, চিত্রাসেন রিয়াং | ৩৬৬) | ,, রিংগামান হালাম |
| ৩৩৬) | ,, মুক্তারাম রিয়াং | ৩৬৭) | ,, খামান রায় রিয়াং |
| ৩৩৭) | ,, জামরাই রিয়াং | ৩৬৮) | শ্রীমতি কামিনি রিয়াং |
| ৩৩৮) | ,, বাহনজয় রিয়াং | ৩৬৯) | শ্রীলিয়ানচৈইজয় হালাম |
| ৩৩৯) | ,, মহেন্দ্র ত্রিপুরা | ৩৭০) | শ্রীমতি জয়ন্তী ত্রিপুরা |
| ৩৪০) | ,, মতি জয়হংতি হালাম | ৩৭১) | শ্রীধাগরজয় রিয়াং |
| ৩৪১) | ,, গঙ্গা চিম্ হালাম | ৩৭২) | ,, এমবাহাদুর হালাম |
| ৩৪২) | ,, শ্রী অনিতা হালাম | ৩৭৩) | ,, চনপাইচিম হালাম |
| ৩৪৩) | ,, কালাইগিং হালাম | ৩৭৪) | ,, নইমা চং হালাম |
| ৩৪৪) | ,, রাংপাংজিৎ হালাম | ৩৭৫) | ,, পাববতসোম হালাম |
| ৩৪৫) | ,, আনন্দ দেববর্মা | ৩৭৬) | ,, রিংপানবুল হালাম |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ৩৭৭] | ,, চাংমুংহিরেল হালাম | ৪০৯] | " ভালচাংমনি হালাম |
| ৩৭৮] | শ্রীমতি কানচিমচাং হালাম | ৪১০] | " জুলথরাই রিয়াং |
| ৩৭৯] | ,, পুনালেন দেববর্মা | ৪১১] | " স্বপাই রিয়াং |
| ৩৮০] | শ্রীমতি কিমা দেববর্মা | ৪১২] | " পরেন্দ্র রিয়াং |
| ৩৮১] | শ্রীসুরেন্দ্র ত্রিপুরা | ৪১৩] | " শচীন্দ্র রিয়াং |
| ৩৮২] | শ্রীমতি চন্দ্র ত্রিপুরা | ৪১৪] | " ঝিকলই লাই ত্রিপুরা |
| ৩৮৩] | শ্রীবীরেন্দ্র দেববর্মা | ৪১৫] | ইরচাংজিত রিয়াং |
| ৩৮৪] | ,, লাইলিবাম হালাম | ৪১৬] | " বিলারামজয় রিয়াং |
| ৩৮৫] | ,, মূল্যরাম রিয়াং | ৪১৭] | " প্রথামরাই রিয়াং |
| ৩৮৬] | ,, মতি লালিরিংগেল হালাম | ৪১৮] | " পরথাংগ রিয়াং |
| ৩৮৭] | শ্রীমনপই মানিক হালাম | ৪১৯] | " কেশরাম রিয়াং |
| ৩৮৮] | ,, ধনসিং ত্রিপুরা | ৪২০] | " সভারাই রিয়াং |
| ৩৮৯] | ,, রেনী ডাবলং | ৪২১] | " থাকচেরাই রিয়াং |
| ৩৯০] | ,, ভেনা ডারলং | ৪২২] | " নগেন্দ্র রিয়াং |
| ৩৯১] | ,, দীনবন্ধু ত্রিপুরা | ৪২৩] | " নইনর্দা রিয়াং |
| ৩৯২] | ,, অশ্বিনী ত্রিপুরা | ৪২৪] | " রামারাই রিয়াং |
| ৩৯৩] | ,, লালগাংবুল হালাম | ৪২৫] | ,, সবিতা ত্রিপুরা |
| ৩৯৪] | ,, লাং ডামং হালাম | ৪২৬] | , নইলাজয় রিয়াং |
| ৩৯৫] | ,, প্রফুল্ল ত্রিপুরা | ৪২৭] | " মনাচন্দ্র ত্রিপুরা |
| ৩৯৬] | ,, কবিংলিং হালাম | ৪২৮] | " বাজয়ন্তি ত্রিপুরা |
| ৩৯৭] | " মনপই ফাট হালাম | ৪২৯] | " জসমনি রিয়াং |
| ৩৯৮] | " ভারকুকরাই হালাম | ৪৩০] | " ভেথোনসাথি হালাম |
| ৩৯৯] | " মোহিনী কুমার হালাম | ৪০২] | " রিংতনমানিক হালাম |
| ৪০০] | " লিনলুথই হালাম | ৪০৩] | " চিন্নাহই হালাম |
| ৪০১] | " জয়রামনাইর হালাম | ৪০৪] | ,, লালাইমন হালাম |
| ৪০২] | " নেইরানি হালাম | ৪০৫] | ,, ভেমজুর হালাম |
| ৪০৩] | " কুবলেদে হালাম | ৪০৬] | ,, থুমজাইজয় হালাম |
| ৪০৪] | " জাসামাটি হালাম | ৪০৭] | ,, হেইচুংমন হালাম |
| ৪০৫] | " ব্রজেন্দ্র রিয়াং | ৪০৮] | ,, রেথুমি |
| ৪০৬] | " রোথুমি | ৪০৯] | ,, ভেবন চন্দ্র রিয়াং |
| ৪০৭] | লালনন্ জিরা | ৪১০] | ,, হামবারাং রিয়াং |
| ৪০৮] | " নইমুচেং হালাম | ৪১১] | ,, লাথখেনা |

| ১ | ২ | ১ | ২ |
|---|---|---|---|
| ৪১২] | ,, খিমিংগি | ৪৪৩) | ,, বুথাং কুমার |
| ৪১৩] | ,, থং কুংগি | ৪৪৪) | ,, জাডিং লিয়েনা |
| ৪১৪] | ,, ডাকতাবার রিয়াং | ৪৪৫) | ,, সঙ্গবুয়ালি |
| ৪১৫] | ,, গরাজয় রিয়াং | ৪৪৬) | ,, লালমুং থারি |
| ৪১৬] | ,, রেনেন্ কুমার রিয়াং | ৪৪৭) | ,, লালমুনজিরা |
| ৪১৭] | ,, মনবাহাদুর রিয়াং | ৪৪৮) | ,, লালসন্ লিয়ানা |
| ৪১৮] | ,, হিমিংগি | ৪৪৯) | ,, ভুকলেবা |
| ৪১৯] | ,, লালমাউন হারী | ৪৫০) | ,, লালথাং জামা |
| ৪২০] | ,, লালম'উন জিরা | ৪৫১) | ,, লালমারছেংপা |
| ৪২১] | ,, কান্তি দেববর্মা | ৪৫২) | ,, যোছা লিয়ানা |
| ৪২২] | ,, লুপুইচেঙ্ হালাম | ৪৫৩) | ,, জয়নগর হালাম |
| ৪২৩] | ,, চাকমারাই রিয়াং | ৪৫৪) | ,, থুমজয়জয় হালাম |
| ৪২৪] | ,, মিতুং রোম হালাম | ৪৫৫) | ,, মতি লীলি হালাম |
| ৪২৫] | ,, ব্রজমনি দেববর্মা | ৪৫৬) | ,, জয়া হালাম |
| ৪২৬] | ,, নক্তর থাংগি ডাবলং | ৪৫৭) | ,, বিলা হালাম |
| ৪২৭) | ,, মুয়াল থুম লিয়'ন হালাম | ৪৫৮) | ,, নিমনমানিক হালাম |
| ৪২৮) | , জির রাইথাই হালাম | ৪৫৯) | ,, মতি থুমতি হালাম |
| ৪২৯) | ,, জয়বাম বুম হালাম | ৪৬০) | ,, লুপইজয় হালাম |
| ৪৩০) | ,, বিনা হালাম | ৪৬১) | ,, রানী জয় হালাম |
| ৪৩১) | ,, জন্মজয় দেববর্মা | ৪৬২) | ,, শেক নাইথাই হালাম |
| ৪৩২) | ,, নিজনজয় হালাম | ৪৬৩) | ,, লুপুইজুই হালাম |
| ৪৩৩) | ,, নাশমনি রিয়াং | ৪৬৪) | ,, লালসিমলি থিম হালাম |
| ৪৩৪) | ,, সুমজি রিয়াং | ৪৬৫) | ,, লিনকজয় হালাম |
| ৪৩৫) | ,, লাল লিয়াম বুম হালাম | ৪৬৬) | ,, জয়া হালাম |
| ৪৩৬) | ,, সোমামনিল দেববর্মা | ৪৬৭) | ,, চুনইথিং হালাম |
| ৪৩৭) | ,, সজল মানিক হালাম | ৪৬৮) | ,, চরপইপট হালাম |
| ৪৩৮) | ,, বিশরাম দেববর্মা | ৪৬৯) | ,, নন্দকুমার মালসন্ |
| ৪৩৯) | ,, সুনিল দেববর্মা | ৪৭০) | ,, সেনচাং বিং হালাম |
| ৪৪০) | ,, মতি শান্তি দেববর্মা | ৪৭১) | ,, শিরূদ চন্দ্র রিয়াং |
| ৪৪১) | ,, চন্দ্রন বাম দেববর্মা | ৪৭২) | ,, লিংপটমন হালাম |
| ৪৪২) | ,, ভৈরব চন্দ্র দেববর্মা | ৪৭৩) | ,, মালা ডায়লং |

## ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 71.

**Name of M. L. A. : Sri Gopal Ch. Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন:-

১। গত ১৯৮৮ ইং ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ ইং সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ত্তদপ্তর বিভিন্ন ডিভিশনে ফর্ম-১১ তে কোন কাজ দেওয়া হয়েছিল কি? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। হয়ে থাকলে প্ল্যান খাতে এ ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে?।

৩। ব্যয়িত সমস্ত টাকা এল.ও.সি. র মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে না চেক্ এর মাধ্যমে ব্যাংকে পেমেণ্ট হয়েছে?

উত্তর:

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

## ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO 72

**Name of the M.L.A. Shri Sunil Kr. Chowdhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পূর্ত্তদপ্তরের তত্বাবধানে কোন্ কোন্ মহকুমায় কতটি পাঁকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা ও ইট সলিং রাস্তা আছে তার বিবরণ;

২। সাব্রুমের পশ্চাৎপদতার উপর গুরুত্ব দিয়ে উক্ত মহকুমার রাস্তা নির্মান করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি, এবং

৩। না নেওয়া হলে তার কারন?

উত্তর

১। রাজ্যের পূর্ত্তদপ্তরের তত্বাবধানে কোন্ কোন্ মহকুমায় কতটি পাঁকা রাস্তা ও ইট সলিং রাস্তা আছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।

২। হ্যাঁ

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

সংযোজনী "ক"

| মহকুমার নাম | কাঁচা | সলিং | পাঁকা |
|---|---|---|---|
| ১। ধর্মনগর মহকুমা | ৬৫ টি | ৫৯ টি | ২৭ টি |
| ২। কৈলাশহর মহকুমা | ৩৬ টি | ২৬ টি | ২১ টি |
| ৩। কমলপুর মহকুমা | ৫৮ টি | ২৭ টি | ১৯ টি |
| ৪। খোয়াই মহকুমা | ৭ টি | ২৩ টি | ১১ টি |
| ৫। সদর মহকুমা | ৯০ টি | ১২৯ টি | ৯২ টি |
| ৬। উদয়পুর মহকুমা | ৯ টি | ২০ টি | ৯ টি |
| ৭। সোনামুড়া মহকুমা | ৪২ টি | ১১ টি | ৯ টি |
| ৮। বিলোনীয়া মহকুমা | ৪৩ টি | ৩৬ টি | ২১ টি |
| ৯। সাব্রুম মহকুমা | ১১ টি | ১৩ টি | ৭ টি |
| ১০। অমরপুর মহকুমা | ২০ টি | ১৬ টি | ৭ টি |

Admitted UN-Starred Question No. 73

Name of M.L.A.— Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be Pleased to State—

প্রশ্ন

১। আগরতলা-বিশালগড় রাস্তা হইতে ফুলতলী বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটিতে পীচ্ দেওয়ার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

**Admitted Un-Starred Question No. 74**

**Name of Member :— Shri Matilal Sarkar**

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে, বিশালগড় ব্লকের অধীনে সিনাই নদী থেকে লিফট ইরিগেশন স্কীমের মাধ্যমে রায়েরমুড়া মাঠে জলসেচের জন্য ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল,

২। সত্য হলে উক্ত লিফট্ ইরিগেশন স্কীমের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার কারন কি ?

৩। ঐ স্কীমটি দ্রুত কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কিনা ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ, বিশালগড় ব্লক অধীনে রায়েরমুড়ার একটি লিফট্ ইরেগেশন স্কীমের পরিকল্পনা ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বছরে গ্রহন করা হয়েছে।

২। উক্ত স্কীমের কাজ বন্ধ হয় নাই।

৩। ঐ স্কীমের কাজ চলছে, এবং দ্রুত রূপায়নের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 78

Name of the Member :— Sri Sunil Kr. Chowdhury

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state :—**

**প্রশ্ন**

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং সালে বিদ্যুৎ দপ্তরে সরকারের বার্ষিক কত জি, আই, পাইপের প্রয়োজন ছিল,

২। কোন কোন সরবরাহ কারীদের নিকট হইতে সরকার পাইপ ক্রয় করেন এবং কত পরিমান পাইপ ক্রয় করেন (সরবরাহ কারীদের নাম ভিত্তিক হিসাব)

৩। এবং কি পদ্ধতিতে পাইপ ক্রয় করা হয় ?

**উত্তর**

১। ৯০০০ (নয় হাজার) মিটার।

২। নিম্নলিখিত সরবরাহ কারীদের নিকট হইতে সরকার জি. আই. পাইপ ক্রয় করেন। (ক্রয়ের পরিমান অনুযায়ী সরবরাহ কারীদের নাম)

ক) মেসার্স নিয়োজোন টিউব লিমিটেড জনবন্ধু রোড, পান বাজার গৌহাটি— পরিমান—৬০০০ [ছয় হাজার] মিটার।

খ] জৈন টিউব কোম্পানী লিমিটেড, কোনাট্ প্লেইস, নিউদিল্লী ১১০০০১—পরিমান—৩০০০ [তিন হাজার ] মিটার।

৩। উক্ত বরাত গুলি ডি জি, এস, এণ্ড ডি রেইট কন্ট্রাক্ট [অনুসারে] পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta palace) Agartala on Tuesday, the 4th April, 1989 at 11 A. M.

## PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Jyotirmoy Nath) in Chair, the Chief Minister, 7 Ministers, 9 Ministers of State, the Deputy Speaker and thirty-four Members.

### Questions & Answers

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন।
শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

**শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা** (রাধা কিশোরপুর) :— কোয়েশ্চান নং ১৮৫ স্যার।

**শ্রী জহর সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ১৮৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উদয়পুরের বিগত নটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নটিফায়েড এলাকা বাড়াবার জন্য কোন সিদ্ধান্ত বিগত সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন,

২) সত্য হলে বর্তমানে তা কোন পর্যায়ে আছে,

৩) নটিফায়েড এলাকা বাড়াবার কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি হইতে নোটিফায়েড এলাকা সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের নিকট আসে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত নোটিফায়েড অথরিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভায়ও পাঠানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে রাজারবাগ এরিয়া সহ উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া বাড়ানো হবে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

**শ্রী জহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** স্যার, উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা প্রস্তাব বা কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগে এখনও পর্যন্ত আসে নি। মাননীয় সদস্য মহোদয় যদি এব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয় সেটা বিবেচা করে দেখা হবে।

**শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজারবাগ সহ রাস্তার ও পাশও যদি নোটিফায়েড এরিয়ার আওতায় নিয়ে আসা যায়, তাহলে সেখানকার সাধারণ মানুষ নোটিফায়েড এরিয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এব্যাপারে কোন পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রী জহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** স্যার, এটা সত্য যে বিগত দিনে রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সেই এলাকা গুলির বর্ত্তমান অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি কমলপুর নোটিফাইড এরিয়া একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে করা হয়েছে। এখন এটা সম্প্রসারণ করাত না পারলে, সে এলাকার উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে ; তাই এই সমস্ত নোটিফায়েড এরিয়াগুলি সম্প্রসারণের জন্য আমাদের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে এবং আমরা এগুলি বিবেচনা করছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়কে আমি বলতে চাই যে এই ব্যাপারে উনাদের তরফ থেকে যে প্রপার চেনেল প্রস্তাব আসলে আমরা এটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব।

**শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং ( শান্তিরবাজার ) :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিছু কিছু বাজারকে

নোটিফায়েড এরিয়া করার জন্য বর্তমান জোট সরকার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। তার মধ্যে দক্ষিন ত্রিপুরার শান্তির বাজার এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় রানীর বাজারকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে কবে নাগাদ ঘোষণা করা হবে এবং তার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী জহর সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যদিও প্রশ্নটা সম্পূর্ণ পৃথক তবুও আমি এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, রাজ্যের কয়েকটি বাজারকে কিংবা এলাকাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে নূতন ভাবে ডিক্লেয়ার করার জন্য রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করছেন। আমাদের নূতন দুটি সাব-ডিভিশন হতে চলেছে। আমাদের রাজ্যের সাব ডিভিশন এর শহরগুলিকে নোটিফায়েড এরিয়ার আওতায় আনা হবে পর্য্যায়ক্রমে শান্তির বাজার, আমবাসা, রাণীর বাজার, বিশালগড় পর্য্যায়ক্রমে পরবর্ত্তী কালে চিহ্নিত করে নেবার ব্যাপারে সরকার কাজে হাত দেবেন।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ।

**শ্রীরতনলাল ঘোষ** ( খয়েরপুর ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৭।

**শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৭।

১। (প্রশ্ন) — ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ?

১। (উত্তর)— ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, বিশেষ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প সড়ক উন্নয়ন ও পরিবহন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন, শিল্প এবং পানীয় জল সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

২। (প্রশ্ন)— যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বেকার যুবকদের কর্ম-সংস্থানের কি কি পরিকল্পনা আছে ?

২। (উত্তর)— উপরোক্ত বিষয়ের মধ্যে শিল্প খাতে বেকার যুবকদের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে যার নাম "ত্রিপুরা ষ্টেট স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট প্রগ্রাম" এই খাতে আগামী বৎসরে ১ (এক) কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে কিছু প্রকল্প নেওয়া হইয়াছে এবং সেখানেও অনেকের কর্মসংস্থান হইবে।

**শ্রী রতনলাল ঘোষ** :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন সময়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় সোয়া লক্ষ বেকার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ত্রিপুরার কংগ্রেস, টি ইউ, জি, এস, সরকারের পক্ষে বিরাট সমস্যা এবং এটা একটা জ্বলন্ত সমস্য। আমরা দেখছি বিরোধী সদস্যরা এই সমস্যাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এটা বিবেচনা করবেন কিনা যাতে ত্রিপুরার এই হতভাগা বেকাররা কর্ম সংস্থানের পথ খুজে পায় ?

**শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার উত্তরে আমি বলেছি যে, আমরা কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কৃষি, শিল্প, বিশেষ এলাকা উন্নয়ক প্রকল্প, শহর উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রন এছাড়া বেকারদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এমপ্লয়মেন্ট প্রগ্রাম। স্যার, এই বিষয়ে এই হাউসে আমি বহু বলেছি যে বিগত দিনে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে সরকারী চাকুরী দেওয়া ওদের নিজেদের লোকেদের।

স্যার, সেই কথা বিবেচনা করে, যেটা আজকে এই অ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে সত্যি কথা, এই অ্যামপ্লয়মেন্টের যে প্রডাকটিভিটি সেটা ছিলনা, সেটাকে ডেসট্রয় করে দিয়েছে। প্রডাকটিভিটি বেইজ যদি অ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয় তার বেশ কয়েকটা অ্যামপ্লয়মেন্ট হয়, অ্যাসেট থাকে এবং সেখানে ফিউচারে আরো অ্যামপ্লয়মেন্টের স্কোপ আসে, সেই ব্যবস্থা বিগত দিনে নেওয়া হয়নি। এখন আমরা সেইভাবে করছিনা। আন প্রডাকটিভিটি অ্যামপ্লয়মেন্টের স্কোপ আমরা করবনা, প্রডাকটিভ স্কীমের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করব।

**শ্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ** (গোলাঘাটপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষিত বেকারের ওভার-এইজ হয়ে গেছে এবং এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বিগত সরকারের আমলে ক্যাডারকে চাকুরী দিয়েছেন, যার জন্য তাদের ওভার-এইজ হয়ে গেছে, তার জন্য সরকার কি চিন্তা-ভাবনা করছেন ?

**শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) :— এইটা অত্যন্ত জটিল সমস্যা। আমরা এই সম্পর্কে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও দিয়েছি। এদের জন্য বিগত দিনে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এমনকি এক এক বিন্দু চোখের জল পর্যান্ত ফেলা হয়নি তাদের অধিকার, এই নিয়ে, সেই নিয়ে, প্রস্তাবও এসেছে। স্যার, আমরা এসে ভিকটিমাইজড কমিটি করেছি। আমরা মনে করি, যারা পলিটিক্যালি ভিকটিমাইজড তাদের কথা বলা হয়নাই। এমন লোকেরও চাকুরী দেওয়া হয়েছে যারা সন্ত পাশ

কর্মা, বা যারা পাশ করে নাই তাদের ও চাকুরী হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা বেকার পড়ে আছে তাদের দেওয়া হয় নাই। এই সরকার এসে ডিকৃটিমাইজড কমিটি করেছেন, তারা একটা প্রপোজাল দিয়েছে ইতিমধ্যে ১৪০০ জন এর মত প্রপোজাল দিয়েছে। এই ১৪০০ জনকে কিছু দিনের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসংস্থান দেওয়া হবে।

**শ্রী *সমর চৌধুরী*** ((ধনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই স্টেইট অ্যামপ্লয়মেণ্ট স্কীম যেটা ১ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে বলেছেন তাতে কি কি ইণ্ডাস্ট্রি হবে, কি কি প্রডাকটিভিটি স্কীম যে স্কীমকে ভিত্তি করে কত সংখ্যক বেকারকে কাজ দেওয়ার অ্যাসেসমেট হয়েছে এই পরিকল্পনায় ?

**শ্রী *সুধীর রঞ্জন মজুমদার*** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ত কি কি স্কীম করা হবে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল ভাষনেও বলা হয়েছে এবং আমার বাজেট ভাষনেও বলা হয়েছে, নতুন করে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না।

**শ্রী *দীপক কুমার রায়*** (বড়জলা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই যে রাজনৈতিক কারনে বঞ্চিত যারা যাদের বয়স সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যে ১৪০০ জনকে ভিকটিমাইজড কমিটি থেকে সিলেকশান করা হয়েছে যে তথ্য দিলেন, তাদের কবে নাগাদ কাজের বন্দোবস্ত করবেন সেই সম্পর্কে সুষ্ঠু কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন কিনা ?

**শ্রী *সুধীররঞ্জন মজুমদার*** (মুখ্যমন্ত্রী) :— অতি শীঘ্রই হবে। বিভিন্ন দপ্তরে কাকে কি ভাবে দেওয়া হবে, এই নিয়ে যেটুকু সময়ের দরকার সেটা নেওয়া হবে।

**শ্রী *সমর চৌধুরী*** :— রাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত এবং আনরেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা, যারা গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিক তাদের সংখ্যা কত ? তার মধ্যে কত সংখ্যাক এই আনুয়েল প্ল্যানের মধ্যে কত সংখ্যক বেকারকে প্রভাইড করবেন বলবেন কি ?

***মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী*** :— স্যার, যদিও এইটা আলাদা প্রশ্ন, এই প্রশ্নটা রিলেটেড না, কারন প্রশ্ন হচ্ছে প্ল্যানিং। সুতরাং তবু আমি বলছি আনরেজিস্টার্ড গ্রামীন বেকারদের জন্য এই সরকার ভাবছে বলেই বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হচ্ছে। সংখ্যাটা কত তা আমি এখন বলতে পারছি না। আলাদা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই জবাব দিতে পারব। আই, আর, ডি, পি, স্কীম তার মধ্য দিয়ে যেখানে স্যার, ১০ বৎসরেও যেখানে ১৫ হাজারেরও বেশী আই, আর, ডি, পি, দেওয়া হয় নাই সেখানে ৩১ হাজার দেওয়া হয়েছে। সেই কথা বিবেচনা করেই যারা গ্রামের বেকার, যারা রেজিস্ট্রিভুক্ত নয়, তাদের কথা বিবেচনা করেই দেওয়া হচ্ছে।

**শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে রাবারের ভবিষ্যত উজ্জ্বল এবং রাবারের বাগান দিন দিন বাড়ছে সরকারী তরফ বে-সরকারী থেকে আমার সাপ্লিমেন্টারী হল রাবার বেস্ট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলে এই সব বেকারদের কর্ম-সংস্থানের সরকার কোন রকম ব্যবস্থা নেবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আমরা আগেই বলেছি এই রাজ্যে যে কাঁচামাল আছে তার উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলা হবে এবং তার মধ্যে রাবারও আছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা** (আশারাম বাড়ী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —২১০।

**শ্রী কালীদাস দত্ত** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১০।

—: প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য বর্তমানে রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় জমি কেনা বেচার জন্য রেজিস্ট্রেশন বন্ধ আছে ?

২) সত্য হইলে রেজিস্ট্রেশন চালু করার কোন উদ্যোগ সরকার নেবেন কিনা ?

: প্রশ্ন :—

১) না মহাশয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হওয়ার কারনটা কি ?

**শ্রী কালীদাস দত্ত** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, উপজাতি অংশের মানুষের জমি যদি বিক্রি করতে হয় কোন অউপজাতি অংশের মানুষের কাছে তার জন্য কালেকটারের অনুমতি নিতে হয়, এবং সেই অনুমতি ছাড়া জমি বিক্রি করা হয় না। সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করা হয়না। এছাড়া কমলপুর মহকুমার পাশবুক প্রথা চালু আছে. অবশ্য এইটা বাধ্যতামূলক না তবে আমরা এই কারণে চাইছি যে, রাজ্যে আমরা এই পাশবুক চালু করতে চাইছি, এই রকম একটা যদি রেজিস্ট্রেশন আমরা ইমপোজ করি তাহলে সবাই পাশবুক নেবেন। এই কারনে আমরা এইটা করছি এবং এই কারনেই রেজিস্ট্রেশন হয়না।

**শ্রী নকুল দাস** (রাজনগর) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার. অমরপুর বিভাগের গণ্ডাছড়া এলাকার মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সেই রেজিস্ট্রেশনের কোন ব্যবস্থা চালু নাই। যার জন্য সেই বাঙ্গালী ছাড়াও তারা যখন নিজেদের মধ্যে কেনাবেচা করতে যাচ্ছেন বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে তখন তাদের

অসুবিধা হচ্ছে। ট্রাইবেল যখন নিজেদের মধ্যে কেনাবেচা করতে যান সেখানেও তাদের অসুবিধা হচ্ছে এবং রেজিষ্ট্রেশান নাই বলে জায়গার দামও অত্যন্ত কম পাচ্ছেন। যার জন্য অগত্যা বিক্রী করতে হলে আন-রেজিষ্টার্ড বিক্রী করতে হচ্ছে এবং এতে জায়গার আসল দামও তারা পাচ্ছেন না, কি ট্রাইবেলদের নিজেদের মধ্যে কি বাঙ্গালীদের নিজেদের মধ্যে, ফলে সমস্ত অংশের মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং এই দিকটা খতিয়ে দেখে অনতিবিলম্বে সেখানে রেজিষ্ট্রেশান ব্যবস্থা করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী *কালীদাস দত্ত*** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, রেজিষ্ট্রেশানের উপরে যে বিধি নিষেধ, সেটা মূলতঃ উপজাতি অংশের মানুষের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য এই রকম বিধি নিষেধ আরোপ করা আছে। তা কালেকটারের অনুমতি ছাড়া কোন উপজাতি অংশের মানুষের জমি অউপজাতি অংশের মানুষের হাতে হস্তান্তরিত করা যাবে না।

তাছাড়া যদি কোন অউপজাতি অংশের মানুষের জমি বিক্রি করতে যায় তাহলে তার পাশাপাশি এলাকাতে যদি কোন উপজাতি অংশের মানুষ থাকে তবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই প্রতিবেশী উপজাতি অংশের মানুষের কাছে জমি বিক্রি করতে হবে-সরকারের কাছে এই রকম সিদ্ধান্ত রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে উপজাতি অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, অনেক সময় আন-রেজিস্টার্ড ডিড্স্ এর মাধ্যমে জমি কেনা বেচা হয় এবং এতে উপজাতিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। মাননীয় সদস্যরা প্রায়ই তো উপজাতিদের স্বার্থের কথা বলেন। তাই আশা করি আজকে তারা এইটাকে সমর্থন করবেন।

**শ্রী *গৌরীশংকর রিয়াং*:—** সাপ্লিমেন্টরী স্যার, জমি যাদের সত্যি সত্যি বিক্রি করতে হবে, না করলেই নয়, এমন ট্রাইবেলদের জমি সরকারীভাবে কিনে নিয়ে সরকারী ডিপার্টমেন্টের কাজে বা অন্য কোন ট্রাইবেলকে রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য এইসব জমি ব্যবহার করার জন্য একটা স্কীম করে সুষ্ঠু নীতি প্রনয়ন সরকার করবেন কিনা এবং যদি এটা থেকে থাকে তাহলে আমরা এইটাকে কার্য্যকরী হতে দেখব কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী *কালীদাস দত্ত*** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতি অংশের মানুষ অন্যান্য কোন উপজাতি অংশের মানুষের কাছে বিক্রি করতে গেলে কোন বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু অন্য কোন অউপজাতির কাছে বিক্রি করতে গেলে বিধি নিষেধ রয়েছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করলেন আমরা নিশ্চয়ই সেটা দেখব।

**শ্রীনকুল দাস :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছিলেন এইটার নিয়ম হচ্ছে ট্রাইবেলদের ল্যাণ্ড ট্রাইবেল যদি বিক্রি করতে চায় তাহলে সেটা সরকার কিনবেন এবং, সেটা কোন ভূমিহীন ট্রাইবেলদের মধ্যে বিলিবন্টন করবেন এইটা এখন চালু রয়েছে কি না ? বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে আমরা অনেকগুলি কেইস করেছি এই রকম।

কাজেই এখন এই স্কীমটা চালু রয়েছে কি না থাকলে পরে গরীব উপজাতি অংশের মানুষের জমি কিনে সেটা আবার ভূমিহীন উপজাতিদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হয়েছে কি না ? বা না দেওয়া হয়ে থাকলে এই রকম দেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই স্কীম তো রাজ্যে এমনিতে চালু রয়েছে। তবে উপজাতি অংশের মানুষ যদি জমি বিক্রি করতে চান সরকার অবশ্যই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই জমি কিনে ভূমিহীন উপজাতিদের মধ্যে বন্টন করে দেবার ব্যবস্থা করবেন। এই নিয়ম চালু রয়েছে। এখন মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন ঘটনার কথা বলতে পারেন যে সরকার এই নিয়ম লংঘন করেছেন তাহলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব এবং অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অনেক ট্রাইবেল পরিবার রয়েছে যারা দারিদ্রতার জন্য তার জমিটা বিক্রি করতে চায়। এখন তার সেই জমিটা যাতে বিক্রি করতে না হয় এবং যে কারনে সে জমিটা বিক্রি করতে চায় সেজন্য যদি সরকার থেকে সহজ কিস্তিতে তাকে ঋণ দেওয়া হয় তাহলে ক্রমে ক্রমে সে তার ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারে এবং জমিটাও তার হাত ছাড়া হয় না। এই ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করবেন কি না ?

**শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন উদাহরন দিতে পারেন তবে মাননীয় সদস্যকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

**শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছামনু) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —৩১৪।

**শ্রী বীরজিৎ সিংহ (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —৩১৪।

**প্রশ্ন :—** ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে আদিম জাতি উন্নয়ন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

**উত্তর :—** ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে আদিম জাতি উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ১৭০.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

২) নং প্রশ্ন : — ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দের মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর :— ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পর্যন্ত খরচের হিসাব প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ১২৮.৪২ লক্ষ টাকা।

৩) নং প্রশ্ন :— বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় না হওয়ার কারন কি ?

উত্তর :— ৩১ শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং তারিখ পর্যন্ত আর্থিক বছরের মেয়াদ থাকায় সম্পূর্ণ অর্থ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ৮৯ ইং সালের মধ্যে ব্যয়ের প্রশ্ন আসে না।

শ্রী ***পূর্ণমোহন ত্রিপুরা*** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বলা হচ্ছে, স্যার, ঐ টাকাটা কোথায় খরচ হয়েছে জানতে পারি কি ? আমরা জানা মত সেখানে কয়েকটি কলোনী পি, জি, পি, আণ্ডারে হয়েছে তাছাড়া আর কিছুই সেখানে হয় নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী ***বীরজিৎ সিনহা*** (মন্ত্রী) :— কি কি ভাবে খরচ হয়েছে বা কি কি খাতে খরচ হয়েছে তা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে উত্তর দিতে পারব।

শ্রী ***বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা*** :— যেহেতু খরচের সংগে জড়িত সুতরাং আলাদা ভাবে প্রশ্ন উঠার দরকার নেই। আত্মসাৎ করেছেন কি টাকাগুলি ?

শ্রী ***বীরজিৎ সিনহা*** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্ন টা উঠেছে যে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং আমি উত্তর দিয়েছি যে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই এই হয়েছে।

শ্রী ***পূর্ণমোহন ত্রিপুরা*** :— স্যার, এই যে আদিম জাতির জন্য যে স্কিম, এই টাকাটা ত খরচ হওয়ার কথা না। শুধু কলোনীর টাকা মানুষের কল্যানের জন্য খরচ হওয়ার কথা। এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

***মিঃ স্পীকার*** :— ইয়েস্। হোয়েদার ইট ইজ রাইট অর নট ইউ টু রিপ্লাই।

শ্রী ***বীরজিৎ সিনহা*** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যদি আলাদা ভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ভাবে উত্তর দিব।

***মিঃ স্পীকার*** :— মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রী ***গৌরীশংকর রিয়াং*** (শান্তিরবাজার) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩৪ স্যার,

শ্রী ***কালীদাস দত্ত*** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং :—৩৩৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কুঞ্জবনস্থিত বেনুবন বিহার (বুদ্ধমন্দির) এর চতুরদিকে বাউণ্ডারি ওয়াল না থাকায় বিহারের ক্যাম্পাসের ভিতর সমাজ দ্রোহীদের আড্ডায় পনরিত হইয়াছে : এবং

২। ইহাও সত্য যে বিহারের অধ্যক্ষ বারবার উক্ত ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও কোন প্রতিকার করা হয়নি,

৩। সত্য হইলে উক্ত ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার কারন ?

উত্তর

১। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেনুবন বিহারের অধ্যক্ষ এই মর্মে পশ্চিম থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন যে কিছু দিন থেকে বেনুবন বিহারের সমাজ বিরোধীদের উৎপাত চলিতেছে।

২। ইহা সত্য নহে

৩। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বেনুবন বিহারটি ত্রিপুরার একটি ঐতিহ্য। আমি দেখতে পেয়েছি যে, বর্ষাকালে মন্দিরের ভিতর জল পড়ে। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, মন্দিরের বাউণ্ডারী ওয়াল ও মন্দির সংস্কারের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং এই মন্দির তথা ত্রিপুরার ঐতিহ্য এটাকে রক্ষা করবেন কিনা ?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং মন্দিরে অন্যান্য কর্মচারীরা যে ঘরগুলিতে থাকেন মন্দির সংলগ্ন, আপাততঃ সেগুলি থাকার উপযুক্ত নয়। বাইরে থেকে ধর্মীয় বুদ্ধিষ্টরা আসেন, আসেন অন্য ধর্মে লোকেরাও। এখানে তাঁদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ঘর গুলির অবস্থা এতই খারাপ যে সেখানে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে উনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ?

**শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** মাননীয় সদস্য বেনুবন বিহার সম্পর্কে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বর্তমান সরকার চান সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও দর্শনার্থীদের জন্য সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু রাখতে। ইতিমধ্যে আমরা বেনুবন বিহারের জলের ব্যবস্থা করেছি। এবং ইলেক্ট্রিফিকেশনের জন্য ৪৩,৯০১ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পাবলিক প্লেইস অব ওয়ারশীপ-এ সারা বছরের জন্য মাত্র ১৬ হাজার টাকা আছে। এই ব্যাপারে আমরা পূর্ত দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি তাঁহারা যেন বাউণ্ডারী ওয়াল ও অন্যান্য সংস্কারের কাজ হাতে নেন। পূর্তদপ্তর থেকে আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, তাঁহারা এই কাজগুলি হাতে নেবেন।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বুদ্ধ মন্দির সংলগ্ন যে সেনিটারী লেট্রিনের কাজ শুরু হয়েছিল সেটা অনেক দিন যাবত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, ফলে মন্দিরে যারা অবস্থান করেন, তাদের জন্য যে একটা কাচ্চা লেট্রিন আছে, যখন বর্ষা হয়, তখন ঐ কাচ্চা লেট্রিনের মলমূত্র অথবা ময়লা পাশের লেকে গিয়ে পড়ে, এতে ঐ স্থানে আসাম রাইফেলসের যারা আছেন তারা অব্জেকশান দিয়েছে। কাজেই, এই সেনিটারী লেট্রিনের কাজ যাতে সত্বর সম্পূর্ণ করে উভয় দিক রক্ষা করার কি ব্যবস্থা নেবেন, কিনা এবং বর্তমানে ঐ মন্দির যে বৈদ্যুতিক তারগুলি আছে, সেগুলি একটা বিপদজনক অবস্থায় আছে, আজেই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অচিরে সংস্কার করা হবে কিনা, দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য বুদ্ধ মন্দির সম্পর্কে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষ করে হাইজেনিক পয়েন্ট অব ভিয়ুর দিক থেকে, আমার দপ্তর থেকে এই সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ইলেকট্রি ইনস্টলশানের জন্য ইতিমধ্যে যে ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার মধ্যে কোন রকম ত্রুটি আছে কিনা, আমি খুঁজ খবর নিয়ে মাননীয় সদস্যকে অবশ্যই জানাব।

শ্রী সুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, বিগত বাম ফ্রন্টের আমলে এই মন্দিরটির কোন সংস্কার করা হয়নি এবং এর ভিতর যে একটা স্কুল ছিল পালি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর সেটাকে একটা প্রাইমারী স্কুলে পরিণত করেছে এখন, এমন একটা অবস্থা চলছে যে ঐ মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করার কোন উপায় নাই, তার কারণ হল ঐ স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যেখানে সেখানে প্রস্রাব পায়খানা করে এবং বাগানে যে ফুল আছে পূজা-অর্চনা করার জন্য, সেই ফুলও পাওয়া যায় না, বাগানটিতে যে বেড়া আছে, সেটা তাঙচুর করার জন্য কাজেই, যে প্রাইমারী স্কুলটি আছে, সেখান থেকে এটা সরানো হবে কিনা এবং এই মন্দিরটির যাতে পবিত্রতা রক্ষা করা যায়, তার জন্য কি ব্যবস্থা নেবেন জানাবেন কি ?

শ্রী কালি দাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন যে, বিগত বামফ্রন্টের আমলে এই বুদ্ধ মন্দিরটির ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এটা তো অনেক পুরানো কথা, কারন আমাদের মার্কসবাদী বন্ধুরা বলে থাকেন রিলিজিয়ন ইজ এন ও পিয়াম, এটা আমরা শুনি, তারা ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রত্যেক ধর্মের লোকদের মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জাগুলি যাতে রক্ষা পায়, তার জন্য সচেষ্ট।

আমরা ইতিমধ্যে পূর্ত দপ্তরকে চিঠি লিখেছি এই বুদ্ধ মন্দিরটির সংস্কারের জন্য, এটা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়, সেজন্য আরও বেশী করে উদ্যোগ নেব।

**শ্রী সুশীলকুমার চাকমা** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

**শ্রী কালিদাস দত্ত** :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চাইছেন, তার এক্জাক্ট ফিগার এখন আমার কাছে নাই। তবে ওরা কোন মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জার জন্য কোন টাকা স্যাঙ্কশান করবেন, এটা অন্ততঃ আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি না। সমস্ত ধর্ম সংস্থাগুলিকে ডিস্‌স্টেবিলাইজ্‌ড করে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।

**শ্রী সমর চৌধুরী** :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার উনি যা বলেছেন, এটা আদৌ সত্য নয়। এই বুদ্ধ মন্দিরের জন্যও সরকারী টাকা খরচ হয়েছে এবং এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত মন্দির মসজিদ আছে, সেগুলির জন্যও সরকারী টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই উনার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা আমরা এখানে শুনতে আসি নি। এখানে যে প্রশ্নটা ছিল, সেটা হল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই মন্দির সংস্কারের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তার উত্তর উনাকে দিতে হবে।

**মিঃ স্পীকার** :— গোপাল দাস।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** (শালগড়া) :— স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ৩৯০।

**শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী)** :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯০।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য আগামী ৩রা এপ্রিল থেকে ৬ই এপ্রিল ১৯৮৯ ইং কলকাতায় পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির পঞ্চায়েত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ?

২) ইহাও কি সত্য উক্ত সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধানগনেরই যোগদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে ?

৩) সত্য হল, ত্রিপুরা থেকে কত জন পঞ্চায়েত প্রধান এবং কোন পঞ্চায়েতের প্রধানগন ঐ পঞ্চায়েত সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েছে ?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ, ওরা এপ্রিল থেকে ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত।

২) না। তবে ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটি বা টাউন এরিয়া কমিটির চেয়ারম্যান হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেহেতু গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে অপসারিত করা হয়েছে, সেহেতু ৬০ জন চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি হইতে ও ১৫ জন স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্যকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

৩) এই প্রশ্ন আসে না।

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা খুব উদ্বেগজনক যেহেতু ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত আছে পঞ্চায়েতের যারা চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত তারাই সেখানে যাবে এবং পঞ্চায়েত সংস্কার নিয়ে সেখানে আলাপ আলোচনা হবে কাজেই মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা যে, ত্রিপুরা থেকে যারা গেছেন তারা নির্বাচিত কিনা, যদিও তিনি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে এই প্রশ্ন উঠেনা যেহেতু এখানে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তাহলে যারা গিয়েছেন তারা কিভাবে, কোন্ গাইড লাইনের ভিত্তিতে, কোন্ নীতিতে গিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ভারত সরকার থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে যে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, মিউনিসিপাল কমিটির চেয়ারম্যান এবং টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের পাঠানোর জন্য। স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব পঞ্চায়েত ছিল সেগুলি দুর্নীতির দায়ে অপসারিত করা হয়েছে এবং সেই পঞ্চায়েতগুলির কাজের জন্য বি, ডি, ও, দের অথরিটি করা হয়েছে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য প্রতি পঞ্চায়েতে এক একটা করে ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করা হয়েছে। সেই কমিটির চেয়ারম্যানদের আমরা পাঠিয়েছি।

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব পঞ্চায়েত ছিল সেগুলিকে দুর্নীতির দায়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা যে, কয়টি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এরকম সুনির্দিষ্ট দুর্নীতি ছিল যাহা তদন্তের ভিত্তিতে প্রমানিত হয়েছে যে এগুলি দুর্নীতি গ্রস্ত ছিল তারজন্য এগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রী বীরজিৎ সিনহা** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি চান তাহলে আমি বিধানসভাতে সুনির্দিষ্টভাবে পেশ করতে পারব, তবে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করবেন না।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পাঠানোর জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল আমি জানতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে কি কোন পঞ্চায়েত সমিতি আছে ? আমরা ত জানি যে এক মাত্র বি, ডি, সি, এই ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতির ফাংশন করতে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মতে। কাজেই পঞ্চায়েত সমিতির নামে করে নিজেদের নোমিনেটেড কমিটি উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানদের পাঠিয়ে বে-আইনী কাজ করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**মিঃ স্পীকার** :— You can take the shelter of the law.

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— স্যার, এই বিধানসভায় সমস্ত কিছু জানার অধিকার আছে।

**মিঃ স্পীকার** :— One thing, Minister has stated clearly that he has sent the Chairmen of the Development Committees. So whether the Chairmen of the Development Committees are valid or not it can only be challenged.

( গণ্ডগোল )

**শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। স্যার, এটা সত্য কথা যে ভারত সরকার বিভিন্ন জোনে বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন কি করে পঞ্চায়েতগুলিকে রিভাইটালাইজ করা যায়। কি করে প্রশাসনকে গ্রাসরুট লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায়। সেরকম উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্তরে উদ্যোগ নিয়েছেন। বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মতামত নিয়েছেন সে হিসাবে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য যে সম্মেলন সে সম্মেলন হচ্ছে কলকাতাতে। এই ব্যাপারে যখন বলা হল তখন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমরা সরকারের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছি যে, আমাদের এখানে যেহেতু নির্বাচিত প্রধান নেই সেহেতু আমরা কি করব।

আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম তখন ভারত সরকার থেকে আমাদের অনুমতি দিয়েছেন যে, ১৫ জন এ, ডি, সি, থেকে দেওয়া হোক এবং সেটার দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর ৬০ জন, এখন যে ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করা হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে চেয়ারম্যানদের নেওয়া হবে। এটা অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে। সুতরাং অথরিটির প্রশ্ন এখানে আসে না।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে এখানে পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে কমিটিগুলি কোন সরকারী কমিটি নয়, এগুলোর সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নাই। বি, ডি, ও, হচ্ছেন সমস্ত পঞ্চায়েতের অথরিটি. বি, ডি, ওদের পরামর্শ দেবার জন্য এই সমস্ত কমিটি করা হয়েছে। কোন অধিকার বলে এই কমিটির নাম করে নিজেদের দলের লোকদের পাঠানো হচ্ছে ?

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি, অধিকার একটাই সেটা হচ্ছে ভারত সরকারের অনুমতি।

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** স্যার, সম্পূর্ণ জিনিষটাই রাজ্য সরকার গায়ের জোরে করে যাচ্ছেন। কোন আইন নেই। জঙ্গলের শাসন চলছে।

**মিঃ স্পীকার :—** অনারেবল চীপ মিনিষ্টার স্টেটেড ড্যাট হি হ্যাজ ফলোড দ্য গাইড লাইনস অব দ্য সেন্ট্রাল গভার্নমেন্ট। শ্রীবাদল চৌধুরী।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( অগ্যমুখ্য ) :— কোয়েশ্চান নং ৪০১ স্যার।

**শ্রী কালীদাস দত্ত** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ৪০১ স্যার।

**প্রশ্ন**

১) রাজ্য সরকার কর্তৃক আগরতলা রাজবাড়ী ( বর্তমানে যেখানে বিধানসভা ও কিছু সরকারী অফিস আছে ) কেনার পর বাড়ীর মালিক উক্ত বাড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারেব বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করেছেন কি,

২) যদি মামলা দায়ের করে থাকেন সে মামলাটার মূল বিষয়বস্তু কি ?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) মালিক কালেকটর কর্তৃক ধার্য্য ক্ষতিপূরণে সন্তোষ্ট না হওয়ায় বিষয়টি এল. এ. একটের ১৮ ধারা মতে জেলা আদালতে বিচারের জন্য যায়। জেলা আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে সরকার হাইকোর্টে আপীল করেন এবং মালিকও এই আদেশের বিরুদ্ধে একটা আপীল দায়ের করেছেন। বর্তমানে দুইটা আপীলই হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :** - সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্বামী হচ্ছেন দাবীদার আর স্ত্রী হচ্ছেন দাবী মেটানোর মালিক। এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী আজকে হাউসে উপস্থিত নেই। আপনিই বলুন স্যার, ভারতীয় সমাজে এ রকম আছে কিনা যে, স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট কিছু দাবী করেন কোন স্ত্রী স্বামীর দাবী না মিটিয়ে পারেন কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বলবেন কিনা, সরকার হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করেছেন তার জন্য যে ব্যারিষ্টার উকিল নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং জুনিয়ার উকিলদের সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই মামলার জন্য মাননীয়া মন্ত্রী বিভু দেবী নিজে উদ্যোগী হয়ে সেটেলমেণ্টের রিটায়ারড অফিসার ডি, সি. দেবনাথকে এপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে এই বিধানসভা এবং মালঞ্চ নিবাসের কাগজপত্র সমস্ত কিছু সংশোধন করে ৩ কোটি টাকা যাতে পেতে পারেন ক্ষতিপূরণ বাবদ। এর আগে রাজ্য সরকার সুখময় সেনগুপ্তের আমলে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন ক্ষতিপূরণ বাবদ। এখন তিন কোটি টাকা যাতে পেতে পারেন তার জন্য সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করা হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছি কিনা?

**শ্রী কালিদাস দত্ত** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সরকারের কাছে এ রকম কোন তথ্য নেই যে, মন্ত্রী মহোদয়া সরকারী অফিস থেকে এই সমস্ত নথিপত্র এনেছেন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিজে হাজির নেই, এই প্রশ্ন আজকে আসবে, তিনি * * * যেখানে তিনি * * * এটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা?

(গণ্ডগোল)

**শ্রী জওহর সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, যিনি হাউসে উপস্থিত নেই, উনার সম্বন্ধে এই ধরনের কটাক্ষ করা এবং সেখানে আর একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে তিনি উপস্থিত নেই এবং উনার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ...

(গণ্ডগোল)

Expunged as ordered by the Chair.

*মিঃ স্পীকার:* — আসামীর কাঠগড়ায় দ্যাট ওয়ার্ড ইজ অ্যাপ্রপার্লামেন্টারি। ইট হ্যাজ অ্যান অ্যাকুইজিশান।

(গণ্ডগোল)

*মিঃ স্পীকার :*— আই হ্যাভ গিভেন মাই রুলিং দ্যাট আই ওয়াণ্ট গুড বিহেইভিয়ার। যদি আবার বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে আমি অ্যাক্শান নিতে বাধ্য হব। অ্যাজ বিকজ অল অফ দি মেম্বার আর জেণ্টেলম্যান অ্যাণ্ড রেস্পেক্টেড পারসন অলসো। সো আই ওয়াণ্ট গুড বিহেভিয়ার অল অফ ইউ।

*শ্রী বাদল চৌধুরী :*— মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা, মাননীয়া মন্ত্রী কি কাণ্ড করেছেন, মাননীয়া মন্ত্রী উনার নিজের স্বামী মহারাজা কীরিট বিক্রম-এর নামে বড়জলা মৌজার ভোলাগিরি আশ্রমের পাশে ৮,৮০০ একর জমি ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, যার দাম ৫০ হাজারের বেশী হতে পারে না, এই রকম করে ২৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৫০ হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গত মে মাসে মন্ত্রীসভা এইটাকে অনুমোদন করেছে। ৫০ হাজার যে জমির দাম না, ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ৮,৮০০ একর জমি বড়জলা মৌজার ভোলাগিরি আশ্রমের পাশে মহারাজা কীরিট বিক্রমের নামে পাইয়ে দিয়েছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা।

*শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :*— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন, এইটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। এইটা যদি আলাদা প্রশ্ন করেন, তাহলে জবাব দিতে রাজী আছি এখানে প্রশ্ন হচ্ছে রাজবাড়ীর আর উনি এখানে কোন খানে ভোলাগিরি আশ্রমের পাশে কোন্ জায়গা বিক্রী হয়েছে। এইটার সংগে এইটা যুক্ত নয়। আলাদাভাবে করলে উত্তর দেব মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি এই প্রশ্নটা আলাদা করুন, আমরা অবশ্যই উত্তর দেব।

*শ্রী বাদল চৌধুরী :*— আমার কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে স্যার। একজন মাননীয়া মন্ত্রী এই রাজবাড়ীর মালঞ্চ প্রাসাদ তার নামে ৩ কোটি টাকার কাগজপত্র তৈরী করছে; সরাসরি দুর্নীতির সংগে যুক্ত। তার নামে ৩ কোটি টাকার কাগজপত্র তৈরী করছে। মন্ত্রীসভা ১লা মে তা অনুমোদন করেছেন। যিনি সরাসরি দুর্নীতির সংগে যুক্ত, তিনি নিজে করেছেন। এই মন্ত্রীসভা অনুমোদন দিয়েছেন। এই ভোলাগিরি আশ্রমের পাশে বড়জলা মৌজায় ২৭ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছেন এই মন্ত্রীর নিজের স্বামীকে।

একজন মন্ত্রী পদে থেকে এখানে ৩ কোটি টাকার কাগজপত্র তৈরী করেছেন অফিসারদের ডেকে

এনে, সম্পূর্ণ কাগজপত্র দপ্তরের সবকিছু নিজের বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আর নিজের স্বামীর নামে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ৫০ হাজার টাকা যে জমির দামও না, সেখানে একজন মন্ত্রী কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছেন। মন্ত্রীসভা তার অনুমোদন দিয়েছেন।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনিই প্রশ্ন করছেন এবং উত্তরও দিচ্ছেন। ইট ইজ নট রিলেটেড টু দি কোয়েশ্চান। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

**শ্রী নকুল দাস** (রাজনগর) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৮১।

**মিঃ স্পীকার :—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৮১।

**শ্রী কালিদাস দত্ত** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—**অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৮১।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যের গঙ্গাছড়া ব্লকে পৃথক মহকুমা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে পর্যন্ত করা হবে ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। আগামী ১লা বৈশাখ নতুন মহকুমার উদ্বোধন করা হবে।

**শ্রী নকুল দাস :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত ২৬শে জানুয়ারী এই নতুন সাবডিভিশান উদ্বোধন করার কথা ছিল। সেটা কেন ২৬শে জানুয়ারী উদ্বোধন করা হলনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ? এই সাব-ডিভিশানের জন্য কোন জায়গাটাকে সাব ডিভিশানের হেড কোয়ার্টার করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, সেটা এই সরকার সমস্ত লোকেশান ইত্যাদি চিন্তা করে এইটা সঠিক কিনা, না বিকল্প কোন জায়গার জন্য চিন্তা করছেন এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না ?

**শ্রী কালিদাস দত্ত** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়, এইটা বিলম্বিত হওয়ার কারন এই খানে কন্‌স্ট্রাকশান ওয়ার্ক এই নির্দিষ্ট তারিখে করা সম্ভব হয় নাই, তাই উদ্বোধন করা যায় নাই। পরবর্তী তারিখ ধার্য্য করা হয়েছিল, ১লা বৈশাখ উদ্বোধন করা হবে, এইমত ১লা বৈশাখ উদ্বোধন করা হবে, ইতিমধ্যে নোটিফিকেশান দেওয়া হয়েছে। এবং জায়গা সিলেকশানের ব্যাপারে অ্যাক্‌সপার্ট কমিটি তার সুপারিশ পেশ করেছে, সেই সুপারিশ মোতাবেক এইটা করা হচ্ছে। অবশ্য বর্ত্তমানে মহকুমা শাসকের অফিসটি আপাততঃ অস্থায়ীভাবে তৈরী করা হয়েছে।

*মিঃ স্পীকার* :— মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রী *চিত্তরঞ্জন সাহা* :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১০.

শ্রী *জওহর সাহা* (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১০.

:— প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য উদয়পুরের বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্তৃক স্ট্রীট লাইট ফিটিং ফিকসিং-এর জন্য ৮০ হাজার টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে,

২) সত্য হলে কি নিয়মের ভিত্তিতে উক্ত সপ্লায়াস কে ঐ অনুমোদন দেওয়া হয় ?

—: উত্তর :—

১) হ্যাঁ। উদয়পুরের বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি স্ট্রীট লাইট্ ফিটিং ফিকসিং-এর জন্য ৮০ হাজার টাকার অনুমোদন দিয়েছে।

২) উদয়পুরের নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অন্যতম সদস্য বিদ্যুৎ দপ্তরের সহবাস্তুকারের পরামর্শমত এবং তাঁহার দ্বারা বাজারদরানুযায়ী ফিটিং এবং ফিকসিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য গুনগত উৎকর্ষ যাচাই করার পর ঐ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়।

শ্রী *চিত্তরঞ্জন সাহা* :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৮০ হাজার টাকা উইদাউট টেণ্ডারে দেওয়া যায় কিনা, এই টাকাটা টেণ্ডার ছাড়া দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না, আর জানা থাকলে এইটা কেন দেওয়া হল সেটা জানাবেন কি না ?

শ্রী *জওহর সাহা* (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার উত্তরে বলেছি যে উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, শুধু তাই নয়, রাজ্যের সমস্ত নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলির মেম্বার হিসাবে আমরা একদিকে যেমন পি ডবলিও ডিকে রেখেছি আর একদিকে ইলেকট্রিকেল ডিপার্টমেন্ট এর এস, ডি, ও. সাহেবদের ও আমরা সেই কমিটির সদস্য হিসাবে রাখি এবং সেটাই নিয়ম, তাই আমি আমার উত্তরে বলেছি যে, সেখানে সহকারী বস্তুকারক এস, ডি, ও, ইলেকট্রিক্যাল ওনার পরামর্শ অনুযায়ী বাজার দর অনুযায়ী এবং সেখানকার মালের গুনাগুনের উপর নির্ভর করেই এই ধরনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেখানে এইটার এমন কোন বিধিগত নিয়ম নাই যে, সেখানে টেণ্ডার করতে হবে এবং বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও এই ধরনের কাজগুলি হয়েছে।

**শ্রীগোপালচন্দ্র দাস:—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পদ্ধতিতে এই ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এইটা অত্য ইরেগুলার ওয়ার্ক এবং সেই জন্য উদয়পুরের যে এস, ডি, ও, মহোদয় তিনি এই প্রসেজ অফ্ ওয়ার্ক সম্পর্কে অবজেকশান দিয়েছেন এবং অবজেকশান দেওয়ার পর সেই ফাইল ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল এবং চেয়ারম্যানের আত্মীয় বলেই সেই উমেশ সাহাকে এই ৮০ হাজার টাকা উইদাউট টেণ্ডার, উইদাউট কোটেশান, উইদাউট কোন মানে প্রসেজের উপরে এই ৩০০ স্ট্রীট লাইট ফিটিং ও ফিকসিং-এর জন্য দেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ? এস ডি ও মহোদয় এইটার অবজেকশান দেওয়ার পর একটা ডেসপাস নাম্বার দিয়ে ডুপলিকেট ফাইল নাম্বার দেওয়া হয়েছে ২ (১) ইলেকট্রিক্যাল নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি, উদয়পুর ৮৭, এর মধ্যে এইটাকে রেগুলাইজ করতে গিয়ে আরও সেখানে দুর্নীতি করা হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** স্যার, এখানে উনি যে কাল্পনিক তথ্য দিয়েছেন এইটা ঠিক নয়, তবে আমি বলছি উদয়পুরের বর্তমান এরিয়া অথরিটি উদয়পুর শহরের বিভিন্ন স্থানে ৩০০ স্ট্রীট লাইট ফিটিং ও ফিকসিং বাবদ মেসার্স ত্রিপুরেশ্বরী ভেরাইটিজ স্টোর্স, সেন্ট্রাল রোড, উদয়পুরকে এই টাকা মঞ্জুর করেছিলেন এবং লাইট ফিটিং ফিকসিং-এর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই সেখানে এদের উৎকর্ষতা যাচাই করেই বিদ্যুৎ দপ্তরের সহকারী বাস্তুকারকের ইলেকট্রিক্যাল পরামর্শ অনুযায়ী এই-গুলি খরিদ করা হয়ে থাকে এবং সেখানে উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির যিনি মেম্বার সেক্রেটারী মাননীয় সদস্য ওনার পরামর্শ অনুযায়ী এইটার অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :—** Now the question hour is over. যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর পত্র এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলির পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি। ( ANNEXURES —"A" & "B" )

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** জিরো আওয়ারে আমার একটা বিষয় আপনার কাছে উপস্থিত করেছিলাম। গতকালকে বিমল সিনহা যে বক্তব্যগুলি এখানে উপস্থাপিত করেছিলেন সেগুলির ভিত্তিতে এই হাউজে মাননীয় বিধানসভার যিনি নেতা তিনি এখানে দাবি করেছিলেন যে একটা কমিটি গঠন

করা হউক। কেবিনেট, মেম্বার, কেবিনেটের লিডার চীফ মিনিস্টার নিজে দাবি করেছিলেন যে একটা কমিটি গঠন করা হবে। স্যার, আমি দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে, না হয় রিজাইন করতে হবে। অবিলম্বে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। স্যার, পদত্যাগের পর এনকোয়ারি হবে, সমস্ত কিছু হবে।

**শ্রী বাদল চৌধুরী :—** স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কমিটি গঠন করার কথা বলেছিলেন। কাজেই ওনার আর কোন নৈতিক দায়িত্ব নাই এই মন্ত্রীসভায় থাকার।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** ওনাকে রিজাইন করতে হবে স্যার।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে ওনারা আগে ব্যাংগল ল্যাম্প কেলেংকারীর ব্যাপারে জ্যোতিবাবুকে পদত্যাগ করান তারপরে আমাদের কথা।

(গণ্ডগোল)

**শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, ওনারা বলুন যে ওনারা এই দাবী জ্যোতিবাবুকে করবেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** এই ব্যাপারে আমি কালকে রুলিং দিয়ে দিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** I have given my ruling yesterday.

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার :—** Please sit down.

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** Now it is reference period.

(গণ্ডগোল)

( বিরোধী দলের সদস্যগণ ৫ (পাঁচ) মিনিটের জন্য সভাকক্ষ হইতে ওয়াক-আউট করেন। )

**মিঃ স্পীকার:** — এখানে রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ (একটি) নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি :— শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা অনুপস্থিত তাঁর উত্থাপিত নোটিশটি' ফলস্ থ্রো করা হইলো।

**মিঃ স্পীকার :**— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ ১ (একটি) নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে সে নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছে শ্রীকেশব মজুমদার।

যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার অনুপস্থিত তাঁর কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশটি 'ফলস্ থ্রো' বলিয়া গণ্য করা হইলো।

**মিঃ স্পীকার :**— আজ কার্যসূচীর অন্তভুক্ত উল্লেখ্য বিষয়টি (রফারেন্স কেস) গত ৩.৪.৮৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী গোরীশংকর রিয়াং মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহার উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়-বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়া জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলোঃ—

"আগরতলা অভয়নগর এলাকায় ৩১.৩.৮৯ ইং রাত্রে কংগ্রেস (ই) কর্মী দিলীপ দাস খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ— "আগরতলা অভয়নগর এলাকায় ৩১.৩.৮৯ ইং রাত্রে কংগ্রেস (ই) কর্মী দিলীপ দাস খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১-৪-৮৯ ইং রাত্র ২-১৫ মিঃ সময় পূর্ব আগরতলা থানধীন কুঞ্জবন কলোনীর কৃষ্ণধন দাসের স্ত্রী শ্রীমতি হেনা দাস পুলিশের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, গত ৩১-৩-৮৯ ইং রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকার সময় নিজ সাকিনের সুভাষ দেবের বাড়ীতে সুভাষ দেব মদমত্ত অবস্থায় হৈ চৈ করিতেছে। তখন বাদিনীর ছেলে দিলীপ দাস সুভাষ দেবের বাড়ীতে তাহাকে শান্ত করিতে যায়। কিছুক্ষণ পর বাদিনীর বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর ঐ সাকিনের শ্রী বাবুল বনিক, শ্রী সুদীপ বর্মন, শ্রী লক্ষ্মণ আচার্য্য, ও শ্রী দীপক দেববর্মাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে এবং তাহাদের কিছু দূরে শ্রী ভোলা দেব ও শ্রীবাবুল চৌহান দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ সময় ঐ পাড়ারই শ্রী ক্ষিতিশ সরকার বাদিনীর বাড়ীর সামনে ঘোরা ঘোরি করিতেছিল। শ্রী দিলীপ দাস শ্রী সুভাষ দেবের বাড়ী হইতে নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে শ্রীক্ষিতিশ সরকার শ্রী দিলীপ সরকারকে বকাবকি করে, এবং ডাকিয়া উত্তর দিকে লইয়া যায়। ঐ সময় শ্রী ভোলা দেব, শ্রী বাবুল চৌহান শ্রী দীপক দেববর্মা, শ্রী লক্ষ্মণ আচার্য্য শ্রী বাবুল বনিক, শ্রীসুদীপ বর্মন, তাহারা চলিয়া যায়। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে উপরোক্ত ছেলেদিগকে শ্রীক্ষিতিশ সরকারের বাড়ীর দিকে যাইতে দেখে বাদিনী তাহার ছেলে বাড়ীতে না ফেরার দরুন পাড়ার জনৈক শ্রী জয়দেব সাহাকে সঙ্গে নিয়া দিলীপের খোঁজ করিতে গেলে রাস্তায় ত্রিপুরা বোর্ড অফিসের সামনে দিলীপকে রাস্তার উপরে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা রাক্তাক্ত জখম ও মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। বাদিনী সন্দেহ করে যে তাহার ছেলেকে শ্রী বাবুল চৌহান, শ্রী ভোলাদেব, শ্রী লক্ষ্মণ আচার্য্য, শ্রী দীপক দেববর্মা, শ্রী বাবুল বনিক, শ্রী সুদীপ বর্মন ও শ্রী ক্ষিতিশ সরকার মিলিত ভাবে খুন করিয়াছে। কারন ঘটনার মাস তিনেক পূর্বে একবার ঐ শ্রী বাবুল চৌহান দিলীপকে মারিয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ১(৪)৮৯ পূর্ব আগরতলা থানায় নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে ২-৪-৮৯ ইং পুলিশ উপরোক্ত মোকদ্দমার সঙ্গে জড়িত সন্দেহ কুঞ্জবন কলোনীর

১) শ্রী ক্ষিতিশ সরকার, পিতা মৃত কুমুদ বন্ধু সরকার, ২) শ্রী লক্ষ্মণ আচার্য্য, পিতা যতীন্দ্র আচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন।

বাকী অন্যান্য আসামীগণ পলাতক আছে। গত ২-৪-৮৯ ইং গ্রেপ্তার কৃত আসামী দ্বয়কে বিশদভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিমাণ্ডে আনা হয়। গত ৩-৪-৮৯ ইং পুনরায় কোর্টে প্রেরন করা হয়। মৃত দিলীপ দাস কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থক বলিয়া প্রকাশ ও বিবাদী শ্রী ক্ষিতিশ সরকার সি, পি, আই, (এম,) সমর্থক বলিয়া প্রকাশ। তদন্তে প্রকাশ মৃত দিলীপ দাস ও বাবুল

চৌহানের মধ্যে খুব ভাল ভাব ছিল না। কিছুকাল পূর্বে শ্রী বাবুল মৃত দিলীপকে খুন মারধোর করিয়াছিল। মৃত দিলীপ দাস পূর্বে ক্ষিতিশ সরকারের বিশেষ ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিল। কয়েক মাস পূর্বে মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়।

উক্ত মোকদ্দমার অন্যান্য আসামীগণকে ধৃত করার জন্য জোর তদন্ত অব্যাহত আছে।

**শ্রী*গৌরীশংকর বিশ্বাস*** (শান্তির বাজার) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই অভয়নগর এলাকায় আমরা দেখেছি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সমাজদ্রোহীরা নিরাপদ আশ্রয় পুষ্ট হয়ে থাকতো এবং তাদের দৌরাত্ব ছিল খুব বেশী। কিন্তু এই জোট সরকার আসার পর এইটা কিছুটা কমে গেছে। তথাপি আমরা দেখেছি এরা এইখানে দিনের বেলা বা রাতের বেলা খুন খারাপি বা অন্যায় কাজ করে বামফ্রণ্টের আশ্রয় পুষ্ট হয়ে এখানে থাকে। কাজেই এই সব এলাকায় রেইড করে এই সব সমাজদ্রোহীকে শাস্তি বিধানের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না ? এবং নিয়ে থাকলে এইটা কবে কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ? তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি বলাই দেবনাথ, মতি দেবনাথ আমাদের কংগ্রেস কর্মী তাদেরকে রাতের অন্ধকারে পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে হত্যা করেছে কিংবা গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে। এই সব রুখে দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তা কবে থেকে কার্য্যকরী হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

[বিরোধী দলের সদস্যদের সভাকক্ষে প্রবেশ এবং আসন গ্রহন]

**শ্রী *সমীররঞ্জন বর্মণ*** (মন্ত্রী) :— আমি আগেও বলেছি যে, ওরা সারা রাজ্যে একটা নৈরাজ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য বামফ্রন্ট কর্মী ও সমর্থকরা খুন-খারাপির, ধর্ষন, ডাকাতি এসমস্ত কাজে লিপ্ত রয়েছে। এমনকি গনতান্ত্রীক ধ্যান ধারনায় ওদের বিশ্বাস নেই বলে এই হাউসের ভিতরেও সুষ্ট কাজ করবার জন্য, বামফ্রণ্টের যাঁরা নেতা তারাও রাজী নয়। তারা বিভিন্ন ধরনের যা আইন সংগত নয় সেই ধরনের কার্য্যকলাপ তারা এই হাউসে এবং হাউসের বাইরে করে বেড়াচ্ছেন সরকার সে-সমস্ত দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখছেন। এবং প্রয়োজন মত প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

**শ্রী*বাদল চৌধুরী*** (ঋষ্যমুখ) : — পয়েন্ট অব্ অর্ডার। স্যার মাননীয় মন্ত্রী এই হাউস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তার মানে এটাতো আপনাকে অবমাননা করা। স্পীকারকে অবমাননা করা এই সম্পর্কে আমরা আপনার রুলিং চাই।

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পরিস্কার করে বলেছি যে ওদের দলের যারা বিধায়ক, ওরা এই হাউস যাতে পরিচালনা করা না যায় সেই বাতাবরণ তারা সৃষ্টি করছেন বার বার করে।

**শ্রী বাদল চৌধুরী :—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই হাউস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। স্যার, আমরা আপনার রুলিং চাই।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনি কি বলতে চাইছেন তাহা পরিস্কার করে বলুন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী :—** মাননীয় মন্ত্রী এখনে বলেছেন যে হাউসের ভেতরেও বিরোধী সদস্যরা অগনতান্ত্রিক সমস্ত কাজ করছেন।

**মিঃ স্পীকার :—** উনি পরিবেশ নষ্ট করেছেন বলেন নাই। পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছেন বলেছেন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী :—** এখানে উনি বলেছেন, 'হাউসের ভিতরই' বলেছেন।

**মিঃ স্পীকার :—** হাউস সম্পর্কে কোন মন্তা-মত না করতে আমি সব মেম্বারকেই বলব, যাতে উনারা হাউস সম্পর্কে আর কোন মতা-মত না করেন।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** আমি, মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, উনার নোটিশের বিষয় বস্তু হল—"গত ১৪ই মার্চ আগরতলার মাস্টার পাড়ার শ্রী অখিল সাহার ছেলে বিশ্বজিত সাহার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে আমি সম্মতি দিয়েছি। এখন, আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেন। তিনি যদি আজ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তবে তিনি আমায় একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারেন।

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি আগামী ৫/৪/৮৯ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ের উপর আগামী ৫/৪/৮৯ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আজ, একটি দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, এখন, আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নে উক্ত দৃষ্টি আকষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেন :—

"গত ১১ই মার্চ ১৯৮৯ ইং সদর মহকুমার খয়েরপুরের দলুরায় কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক সরকারী শিক্ষক মনোরঞ্জন ধরকে নৃশংস ভাবে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১১ই মার্চ, ১৯৮৯ ইং এরূপ কোন ঘটনা খয়েরপুর এলাকার দলুরাতে ঘটে নাই। তবে গত ১১/২/৮৯ ইং রাত অনুমান ১০-৮০ মি: সময় ত্রিপুরার প্রাক্তণ মুখ্য মন্ত্রী বর্ত্তমান বিরোধী দলনেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী টেলিফোনে জানান যে, তিনি জানতে পেরেছেন অদ্য রাত ১০/১০-১৫ মি: সময় কয়েকজন যুবক খয়েরপুর বাজারের পূর্বদিকে আগরতলা গামী একটি ট্রাক থামিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় জখম প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে আগরতলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনিতে ঐ গাড়ীতে তুলে দেয়। ঐ গাড়ীতে জখম প্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে একজন ছেলেও উঠেছিল। জখম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে গাড়ীতে তোলার পর, উক্ত ছেলেটি অন্য জখম প্রাপ্ত ছেলেকে আনিতে যাইতেছে বলে ট্রাক হতে নেমে চলে যায়। কিন্তু ট্রকের চালক ঐ জখম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ খানে ট্রাক হতে নামাইয়া রাস্তার পাশে রেখে ট্রাক নিয়ে চলে যায়।

উপরুক্ত সংবাদ পূর্ব আগরতলা থানার ৬৪১ নং দৈনিকে লিপিবদ্ধ করে সাব ইন্সপেক্টার শ্রী অরুন রায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য খয়েরপুর এলাকাস্থিত দলুরাতে যান এবং ঘটনা স্থলে জখম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান এবং এক বৃদ্ধও মৃত ব্যক্তির পাশে বসে ছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে তার নাম শ্রীরমনী মোহন ধর, পিতা মৃত উদয় চন্দ্র ধর সাং দলুরা এবং তিনি মৃত ব্যক্তির পিতা। বৃদ্ধ ব্যক্তির মৌখিক বিবরণ হতে জানা যায় যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তাং অনুমাণ সন্ধ্যা ৬টার সময় তার ছেলে মনোরঞ্জন ধর (৪৫ বৎসর) বাড়ী হতে খয়েরপুর বাজারে যায় এবং রাত অনুমাণ ১০ টার সময় তার ছেলের স্ত্রীর কান্না শুনে ঘর হতে বাইর হন এবং জানতে পারেন তার ছেলেকে অজ্ঞাত কয়েকজন যুবক মারধোর করে আসাম আগরতলা রাস্তার পাশে ফেলে রেখেছে। ইহা শুনে মৃত ব্যক্তির পিতা ঘটনাস্থলে যান এবং তার ছেলেকে গুরুতর রক্তাক্ত জখম ও মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন। অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারীরা তার ছেলেকে ঢেলার দ্বারা মেরেছে বলে জানান।

শ্রীধরের মৌখিক বিবরণ সাব-ইন্সপেক্টার লিপিবদ্ধ করে যা পরবর্তী সময়ে থানায় প্রেরণ করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার বিবরণ মধ্যে পূর্ব আগরতলা থানার ১৬(২)৮৯ নং মকোদ্দমা রুজু করে ঘটনার তদন্ত-কার্য্য শুরু করা হয়।

তদন্তকালে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তি মনোরঞ্জন ধর পিতা শ্রীরমনীমোহন ধর, সাং দলুরা, একজন সরকারী শিক্ষক। তিনি মোহরছড়া প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ত্রিপুরা এ্যামপ্লয়িজ ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন।

উপরুক্ত ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত আসামীর নাম ধাম প্রকাশ পায়নি বলে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মকোদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

**শ্রী মতিলাল সরকার** (কমলাসাগর) :— স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, এই শিক্ষক মনোরঞ্জন ধর ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির একজন সক্রিয় কর্মি এবং ত্রিপুরাতে শিক্ষক আন্দোলনের একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা ? জোট সরকার আসার পর ওনাকে আক্রোশ মূলকভাবে মোহরছড়াতে বদলি করা হয়েছে এবং কয়েক মাস আগেই তিনি এম, এ, পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তার মৃত্যুর আগের দিন তিনি খবর পান যে তিনি এম, এ, পরীক্ষায় পাশ করেছেন। অথচ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, উনি নাকি কর্মচারী ফেডারেশানের সদস্য এটা সম্পূর্ণ অসত্য, তিনি ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দুস্কৃতকারীরা এই মনোরঞ্জনবাবুকে অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে যায় এবং পরবর্তী সময়ে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরী হওয়ায় তার মৃত্যু হয়। কাজেই কি পরিপ্রেক্ষিতে তার মৃত্যু হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীনগেন্দ্র দেবনাথ বলে একজন প্রতিবেশী যখন মনোরঞ্জনবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য খয়েরপুর বাজারে আসে, তখন কার্তিক মজুমদার বলে একজন কংগ্রেস (ই) কর্মী নগেন্দ্রবাবুকে মনোরঞ্জনবাবুর সংগে যেতে নিষেধ করে এবং তাকে খয়েরপুর বাজারে ট্রাক থেকে নেমে যেতে বাধ্য করে এবং নগেন্দ্রবাবু মনোরঞ্জনবাবুকে ফেলেই ঐ কার্তিকবাবুর সংগে চলে যায়, যার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে দেরী হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তার মৃত্যু হয়, এটা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? তারপর, আমার তৃতীয় প্রশ্ন হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই কার্তিক মজুমদার এবং আরও অনেক কংগ্রেস (ই) কর্মি সহ ঐ এলাকায় যারা সি, পি, এম, কর্মি বা সমর্থক আছে, তাদের বাড়ীতে প্রায়ই হানা দিয়ে থাকে, এমন কি তারাই আবার ক্যাটেল ক্যাম্প লুঠপাট করে ফলে ঐ এলাকায় আমাদের ৪০ থেকে ৫০ জন সি, পি, এম, কর্মি বাড়ী ছাড়া হয়েছে ,?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্ণ** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে বলেছি যে, মৃত মনোরঞ্জন ধর এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের কর্মী ছিলেন এবং গত নির্বাচনের সময় ঐ এলাকায় আমাদের প্রার্থী শ্রী রতনলাল ঘোষের পক্ষে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ক্যাম্পেন করেছেন, ভোটার স্লিপ বিলি করেছেন। এটা সম্পূর্ণ অসত্য যে উনি কো-অর্ডিনেশনের সদস্য ছিলেন। আর তদন্তের স্বার্থে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের কাছে যদি কোন ইনফরমেশন থাকে তাহলে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিতে পারেন। তদন্তের স্বার্থে আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব নহে।

**শ্রীরতনলাল ঘোষ** (খয়েরপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ১৯৮৭ ইং সালে সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থ কিছু খুনী কুমুদ দেবনাথ, রত্নেশ্বর মজুমদারকে দিয়ে ভজন ভূষণ, নিখিল দেকে খুন করানো হয়েছিল। মনোরঞ্জন ধর কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্য এবং বিগত নির্বাচনেও তিনি কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই সমস্ত খুনী যারা বিগত দিনে খয়েরপুরে শেলটারে ছিলেন, তারা বর্তমানে আগরতলায় শেলটারে রয়েছে— এম, এল, এ, হোস্টেলে বা তাদের পার্টি অফিসে রয়েছে এবং সেখান থেকে তারা ঐ অঞ্চলে গিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্ণ** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই হাউসে আগেও অনেক বার বলেছি যে, ওদের দলীয় সদস্য এবং কর্মীরা সারা রাজ্যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করতে চাইছে। খুন, ডাকাতি ধর্ষণ, রাহাজানি ইত্যাদিতে ওদের দলীয় কর্মীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই খুনের পর খুনের প্রধান আসামী কার্ত্তিক মজুমদার সেখান থেকে পালিয়ে এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে স্থান নিয়েছেন এবং এই কার্ত্তিক মজুমদার নলগড়িয়ায়—যা সি, পি আই (এম)—এর একটা সংগঠিত এলাকা, সেই এলাকা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যখন একটা স্কুটারে করে রওয়ানা হলেন বোমা নিয়ে, তখন সে বোমা ফেটে এই কার্ত্তিক মজুমদারের হাত, একটা চোখ এবং অন্য হাতের দুটি আঙ্গুল উড়ে যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাকে হাসপাতালে গিয়ে দেখেন এবং তদবির করে তাকে চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্ণ** (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা বা নৃপেনবাবু যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন তখনও তিনি উনাদেরকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি যদি কাউকে দেখতে হাসপাতালে যান, সেটা অন্যায়ের ব্যাপার নয়।

শ্রী **রসিকলাল রায়** (সোনামুড়া):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নৃপেনবাবুর খবর অনুসারে পুলিশকে তদন্তে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু নৃপেনবাবু পুলিশের কাছে এখনও কোন তথ্য দিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী **সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— স্যার, ঘটনার অব্যবহিত পরে তদন্তকারী অফিসার নৃপেনবাবুর ইনফরমেশানের পর মৃত মনোরঞ্জন ধরের স্ত্রী এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যর কাছে যান ১৬১ ধারায় স্টেটমেণ্ট আনার জন্য। তারা কারো নাম বা কার্তিক মজুমদারের নাম বলেন নি এবং একথাও তারা বলেন নি যে কার্তিক মজুমদাকে তারা সন্দেহ করেন। সুতরাং মাননীয় সদস্য মহোদয়রা যদি সন্দেহ করেন তাহলে পুলিশের কাছে গিয়ে ১৬১ ধারার স্টেটমেন্ট দিতে পারেন।

শ্রী**সমর চৌধুরী** (ধনপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, ঘটনা সত্য মনোরঞ্জন ধরের স্ত্রী, মনোরঞ্জন পিতা তারা পুলিশের কাছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে তাদের বক্তব্য রেখেছেন যে, মনোরঞ্জন ধর নেতা ছিলেন, শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন এবং তারা বিশ্বাস করেন যে তাকে রাজনৈতিক খুন করা হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করা হয়েছে যে-হেতু সে বর্তমান সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে তার প্রতিবাদ করেছিলেন এই সমস্ত তথ্য আছে কিনা ?

শ্রী **সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— স্যার, মনোরঞ্জন ধরের পিতা পরিস্কার বলেছেন যে অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারীরা আমার ছেলেকে ডেগার দ্বারা মেরেছে। উনি কারোর নাম বলেন নি।

**মিঃ স্পীকার** :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:—

"বিগত ৩.৩.৮৯ ইং গভীর রাতে মনু-সাব্রুম রাস্তার উপর মনুবাজার থানাধীন মনু ব্রীজটি পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী**সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ৩. ৩, ৮৯ ইং গভীর রাতে মনু-সাব্রুম রাস্তার উপর মনুবাজার থানাধীন মনুব্রীজটি পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"।

বিগত ৩/৪-৩ ৮৯ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান এক ঘটিকার সময় কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারী উদয়পুর সাব্রুম রাস্তায় মনু নদীর উপর কাঠের সেতুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। উপরোক্ত সেতুতে আগুন দেখতে পেয়ে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের জনসাধারন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় পুলিশ ও অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীর সাব্রুম ও শান্তির বাজার শাখায় সংবাদ পাঠান। ব্যাপক তৎপরতার সহিত উক্ত স্থান হতে অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী ও পুলিশ তথায় উপস্থিত হন এবং স্থানীয় জনসাধারনের সহায়তায় সেতুর আগুন নিভাইতে সক্ষম হন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেতুটির আংশিক ক্ষতি হয়।

উপরোক্ত ঘটনায় মনুবাজার থানাধীন গোঁয়াচান্দ সাকিনের প্রসন্ন নমে:র পুত্র শ্রীমানিক নমে:র অভিযোগ মূলে মনুবাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১ (৩) ৮৯ অজ্ঞাত দুস্কৃতকারীর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। এই ঘটনায় এখন পর্যান্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে

**শ্রী অমল মল** (মনু) :— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর এটা অবগত আছেন কিনা যে, ৩ ৩,৮৯ইং তারিখে সন্ধ্যাবেলা অনুমান প্রায় ৬টার সময় ডি. ওয়াই, এফের একজন সদস্য সে পার্টির গাড়ী নিয়ে কালাছড়া গিয়ে মিটিং করে গোপাল তেপানিয়ার বাড়ীতে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং আইনগত ভাবে বিচার এবং তদন্ত করা হবে কিনা ?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ** (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে ইনফরমেশ্যান দিয়েছেন এই হাউসে, তার ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে

**শ্রী অমল মল্লিক** (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ৩,৩ ৮৯ তারিখ ডি, ওয়াই এফ—এর নেতা শ্রীসুনীল চৌধুরীর একনিষ্ঠ সহযোগী হারাধন সরকার কালাছড়া মিটিং করে ফেরার পথে মগুরছড়া ডি. ওয়াই, এফের কর্মী নিয়ে এই ঘটনাটা উলটা করার ব্যবস্থা করে এবং ৪,৩,৮৯ ইং তারিখ সাব্রুমে একটা মিছিল সংগঠিত করে দুস্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে দাবী জানায় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের ঘটনা ডি ওয়াই, এফ, আই, এস, এফ, আই এবং সি, পি, এমের কর্মীরা সারা রাজ্যে করছে আমি আগেই বলেছি। আমরা পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি, আমরা নজর রাখছি এবং পুলিশ তদন্ত করে দেখবেন যারা দোষী সময়মত তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী** (সাব্রুম) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাব্রুম থেকে আগরতলা টি, আর, টি, সি, অ্যাক্সপ্রেস চালু করবে। সেই টি, আর, টি, সি, অ্যাক্সপ্রেস সারভিস ২-৩-৮৯ ইং তারিখ মনু বাজারে যখন পোঁছে যখন কংগ্রেস সমর্থিত কিছু লোক সেই টি, আর, টি, সি, গাড়ীকে ঐখানে আটক করে। আটক করে ঐখানে বলা হয় এইটা সাব্রুমে যাবেনা, এইখান থেকে চালাতে হবে আগরতলা। এইটা যদি না কর, তাহলে পরিনাম খুব খারাপ হবে, আমরা দেখে নেব। সেইক্ষেত্রে যখন ওরা বলল যে আমরা এইটা কিছু করতে পারবনা, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এইটা সরকারী সিদ্ধান্ত, সাব্রুম যেতে হবে, আমরা মনুবাজারে থামাতে পারবনা। তখন সেই কংগ্রেস সমর্থিত লোকেরা এই সরকারের প্রতি আক্রোশবশতঃ যাতে নাকি কোন অবস্থাতেই সাব্রুম টি, আর, টি, সি, বাস না যেতে পারে তার জন্য পুলটা পুড়িয়েছে এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— এইটা অসত্য।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কি মনুবাজারের যারা বাসিন্দা তাদের দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আসছিল মনুবাজার থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত বাস চালু করা হোক, যেটা করা হয়েছিল শান্তির বাজার এবং জোলাইবাড়ী থেকে। সেখানে এই দাবীটা ছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৩ তারিখ থেকে অ্যাক্সপ্রেস টি, আর, টি, সি, চালু করার কথা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বাস মনুতে থামবেনা সরাসরি চলে যাবে। দ্বিতীয়তঃ মনুতে একটা মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। এইখানকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হটাৎ করে সিদ্ধান্ত নিল এইখানে আর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবেনা। এই ধরনের ঘটনাগুলি ঐখানকার কিছু লোকের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তারাই পরিকল্পিত ভাবে পুলের মধ্যে আগুন দেয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এই যে মেইন ব্রীজ, এইটা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই সাব্রুম শহরের সংগে যোগাযোগ করার, এদিকে বর্ষা এসে গেছে, এখনও পর্য্যন্ত কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় নাই। মনুবাজারের যারা যুব কংগ্রেস কর্মী তারা পরিস্কার নোটিশ দিয়েছেন তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা না দিলে কোন ঠিকাদারকে কাজ করতে দেওয়া হবেনা। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেসমস্ত তথ্য এই হাউসে পরিবেশন করলেন, সবগুলি অসত্য।

**শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী :—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এইখানে যে অ্যাকুরেন্স সার্ভিসটা চালু করার কথা ছিল সেটা সরকার প্রত্যাহার করেছেন কিনা, সেটা চালু নেই কেন ?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—** স্যার, এইটা কি পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান আমি বুঝতে পারলামনা, এইটা আলাদা দপ্তর।

**শ্রী অমল মল্লিক :—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা মাননীয় সদস্যরা যে বাস সাব্রুম যেতে না পারে সেই বাসকে বাঁধা দেওয়ার জন্য যে গল্প হাজির করেছেন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই ব্রীজ পুড়ে যাওয়ার পর সাব্রুম যে বাসগুলি যাচ্ছে সেই গুলি এখন কেউ বাধার সৃষ্টি করছেন কিনা, নাকি এইট বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্টকরার জন্য আইনশৃংখলা নেই, কোন নিয়মশৃংখলা নেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেশ, এই জিনিসটা প্রতিপন্ন করার জন্য, দেখানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে শুধু মনুবাজারে নয় জোলাইবাড়ী ঋষ্যমুখ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্রীজে আগুন লাগানো হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে। আমি বার বার এই হাউসে বলেছি সারা রাজ্য ওরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায়। সারা রাজ্যে ধর্ষন, হত্যা অগ্নিসংযোগ এইসব তাদের দলীয় কর্মীরাই করছে।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—" বিগত ২১, ৩, ৮৯ ইং গভীর রাত্রে টি আর টি সির চেয়ারম্যান বিধায়ক শ্রী দীপক রায়ের বাড়ীর টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা সম্পর্কে।

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ২১, ৩, ৮৯ ইং রাত্র ১১ ঘটিকার পর হইতে ২২, ৩, ৮৯ ইং সকাল ৬ ঘটিকার পূর্ব যে কোন সময় অজ্ঞাত চোর বা চোরেরা শ্রী দীপক রায়, এম, এল, এ, (টি, আর, টি, সির চেয়ারম্যান)-এর বাস ভবনের টেলিফোন লাইনের প্রায় ২০০ মিটার তার চুরি করিয়া নিয়া যায়। ফলে শ্রী দীপক রায়ের বাড়ীর সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শ্রীরায়ের লিখিত উপরোক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় পূর্ব আগরতলা থানায় ১৯(৩)৮৯ নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া পুলিশ তদন্ত-কার্য শুরু করেন।

তদন্তকালে পুলিশ এখন পর্যন্ত কাহাকেও উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই এবং চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করিতে পারেন নাই

এই ঘটনার সহিত জড়িত দুষ্কৃতকারীগণকে গ্রেপ্তার ও চুরি যাওয়া মাল উদ্ধারের জন্য পুলিশ জোর প্রয়াস চালাইয়াছেন। মোকদ্দমাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী **অমল মল্লিক** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, চেয়ারম্যানের বাড়ীর কাছে দক্ষিন ইন্দ্রনগর পোলের কাছে সেখানে কিছু সমাজ—বিরোধী মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ও মা বোনদের টিটকারী দেয়া দীর্ঘ দিন থেকে করে আসছে এবং এই সমাজ-বিরোধীরা সি, পি, আই, এমের সমর্থক. বিগত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস কর্মী সাধু রাভাকেও এই পোলের কাছেই খুন করা হয়েছিল এবং এখনও এখানে সেই সমাজ-বিরোধীরা আড্ডা দেয় এবং নূতন নূতন পরিকল্পনা করে মানুষকে খুন করার জন্য এবং বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রী **সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— স্যার, দীপক রায়ের বাড়ীর নিকটে পোলের কাছে কিছু কিছু সি, পি, আই, এমের সমাজ বিরোধী ছেলে ওখানে আছে সেটা জানা আছে, কিন্তু এই মোকদ্দমাটিতে তারা সংযুক্ত কিনা সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন .

**মিঃ স্পীকার** :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো বিগত ২৫.৩ ৮৯ ইং 'দৈনিক সংবাদে' প্রকাশিত জোলাইবাড়ী এলাকায় অস্ত্রসহ শতাধিক সি, পি, এম, কর্মী সমর্থক নেতার কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে ·

শ্রী**সমীররঞ্জন বর্মণ** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ১৯. ৩. ৮৯ ইং. তারিখ অনুমান বিকাল ৪ ঘটিকার সময় সি, পি আই, (এম) দলের শ্রীদাম সূত্রধর আনুমানিক ১০০০ জন সি. পি. আই (এম) সমর্থক সহ দলবদ্ধভাবে জোলাইবাড়ী স্কুল মাঠে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সি. পি. আই (এম) দল থেকে কংগ্রেস (ই) দলে যোগ দেন। তাদের যোগদানের সময় একটি দেশী বন্দুক, একটি দেশী পিস্তল ও একটি দেশী বন্দুকের বাট জমা দেয় উপরোক্ত জমা দেওয়া দেশী বন্দুক গুলি যথারীতি বিলোনীয়া থানার হেপাজতে বিগত ১৯.৩.৮৯ ইং তারিখ ১০৪০ নং দৈনিকিতে নথীভুক্ত করা হয়।

শ্রী **অমল মল্লিক** :— মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, এই যারা আজকে যোগ দিয়েছেন, সেই সমস্ত লোকগুলি যেমন, পঞ্চমালা ত্রিপুরা সি, পি, আই, (এম) -এর লোক্যাল

কমিটির মেম্বার এবং গনতান্ত্রিক নারী সমিতির বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির সভানেত্রী, বিচিত্র নমঃ, ব্রাঞ্চের মেম্বার, যারা এখানে আসার পরে বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের হাতে মারাত্মক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং এক একটা মহকুমার বিলোনীয়া মহকুমায় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না কি তাদের কাছে আছে বিভিন্ন জায়গায়। তাদের পার্টির প্রত্যেকটা অফিসের নীচে একটা গোপন কক্ষ আছে যেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র বিগত দিনে টাকা পয়সা নিয়ে, ভূপেন দাসের ১৯৮০ ইং-তে ওনার সিকিউরিটির কাছ থেকে ছিনতাইকৃত পিস্তল সেটাও পাওয়া যায় নি, এমন অনেক অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে আছে এবং সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পরিকল্পনা, একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করায় পরিকল্পনা ওনারা করছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

**শ্রী *সমীররঞ্জন বর্মণ*** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গত কয়েক মাসে সি, পি, আই, এমের দলের বিভিন্ন সদস্য তাদের কর্মীদের কাছ থেকে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার আমরা করেছি। এমন কি বিদেশী অস্ত্র ও আমরা পেয়েছি, এইটা সরকারের নজরে আছে যে, ওদের কাছে বিভিন্ন ধরনের আন-লাইসেন্স মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে। সরকার এই সমস্ত ব্যপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। এটা সরকারের নজরে আছে যে, ওদের কাছে বিভিন্ন রকমের আন লাইসেন্স মারাত্মক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আছে। সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

**শ্রী *দীপককুমার রায়*** (বড়জলা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে সি, পি, এমের লোকেরা অস্ত্র-শস্ত্র সরকারের কাছে সমর্পন করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ও আমরা দেখছি যে বিলোনীয়াতে এরকম অস্ত্রশস্ত্র সহ তাদের সমর্থকরা আত্মসমর্পন করেছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে এ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র কত আছে ? বিরোধী ব্যাঞ্চের বিধায়কদের বাড়ীঘর তল্লাসী করে এই ধরণের অস্ত্রশস্ত্র বের করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী *সমীররঞ্জন বর্মণ*** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অস্ত্রের সংখ্যা কত সেটা আমরা বলতে পারবনা তবে তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে। আমরা পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখছি। প্রয়োজনমত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রী বাদল চৌধুরী :—** পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই যে শ্রীদাম সূত্রধরের নাম করে এখানে চিৎকার করছেন তাকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তার চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য বহিস্কার করেছে। কাজেই রতনে রতন চেনে সমীরবাবুর দল তাকে জায়গা দিতে পারে, তবে আমি সব কংগ্রেস লোক সম্পর্কে বলছিনা তবে এইটুকু বলতে পারি যে, সমীরবাবু তাকে জায়গা দিতে পারেন। মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, এই যে অস্ত্রশস্ত্রের নাটক যেটা তিনি এখানে বলছেন সেখানে সতীনন্দন ত্রিপুরা বলে একজনকে ১৮ই মার্চ শান্তির বাজারের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু তাকে যখন পুলিশ ধরতে যায় তখন তার স্ত্রী বাঁধা দেয় এবং তারফলে তার স্ত্রীকে পুলিশ মারধোর করে ও পরে তাকে শান্তিরবাজার আউট পোষ্টে নিয়ে আসে। তাকে থানায় এনে ১৯ তারিখ যখন মন্ত্রী মশাই সেখানে গেলেন তার যাওয়ার আগে সেখানকার যিনি সরকারী পি, পি, সেই পীযুষ বিশ্বাসের ছোট ভাই খোকন বিশ্বাসের হাতে তাকে তুলে দেয় এবং সেখানে বসে এই টাকা তৈরী করা হয় তার হাতে একটা গাঁধা বন্দুক তুলে দিয়ে। দেবদারু, রাঙাছড়ায় যেখানে কয়েকজন ডাকাত কয়েক বছর আগে সারেণ্ডার করেছিল তাদেরকে মন্ত্রী মশাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হবে। তাদের কেইস তুলে নেওয়া হবে, আগে তোমরা আস, এই কয়েকজনকে নিয়ে এই নাটকটা তৈরী করা হয়েছিল। সি, পি, এমের একজনও যায়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব 'দৈনিক সংবাদ' ত অনেক খবর দিয়েছেন, কিন্তু এই ১ হাজার লোক কারা, কোন্ পঞ্চায়েত প্রধান, কোন্ মেম্বার? উনি সেই তালিকাটি এখানে প্রকাশ করবেন কিনা যে, যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাঁরা কারা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম'ণ** (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যদি কোন্ পঞ্চায়েত সদস্য, কোন কমিটি মেম্বার, কোন্ অফিস বিয়ারার সেটা জানতে চান তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলি দেব। ২য় প্রশ্ন হল, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে আমরা অনেক আগেই জানিয়ে দিচ্ছি যে, এরমধ্যে ওদের আরও কিছু সক্রিয় কর্মী, বিভাগীয় এবং ব্লকস্তরে কমিটি মেম্বার বিরাট সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করবেন। ওদের এডভ্যান্স আমরা জানিয়ে দিচ্ছি।

**শ্রী অনল মল্লিক :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে মাননীয় বিধায়ক যিনি এইখানে বলেছেন যে, শ্রীদাম সূত্রধরকে চারিত্রিক কারনে পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। কিন্তু স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, বুদ্ধিলক্ষ্মী ত্রিপুরাকে ধর্ষন করা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে এবং সে রেপ কেসের আসামী

মাখন সরকার এখন টি, জি, ই, এ, -এর একজন বড় লীডার এবং সে কেইসের তিন মাসের মধ্যে তার চাকুরী হয়েছিল। তখন বাদলবাবু ছিলেন কৃষি মন্ত্রী। কাজেই এইটা বলতে পারেন না, অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়বে। আমরা দেখছি যে, শ্রীদাম সূত্রধর কংগ্রেসে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে উনি গিয়ে উনার পার্টির মেম্বারসদের কাছে কান্নাকাটি করছেন যে, এইটাতো সর্বনাশ হয়ে গেছে দলের. বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। আর এখানে বলছেন কারা কারা পদ্মমালা ত্রিপুরা যে এই বিলোনীয়া বিভাগের নারী সমিতির সভানেত্রী, বিচিত্র নমঃ ব্রাঞ্চ সম্পাদক, এবং তন্তুজীবি সমবায় সমিতির মেম্বার। আলী আকবর, আবাংকুরা ব্রাঞ্চের মেম্বার, শংকর শীল. নয়নতারা ত্রিপুরা দেবব্রত মজুমদার, পলটি ব্রাঞ্চ মেম্বার, পি, এম, আপনাদের যে, পি, এম, না ডি, এম, সেগুলো, । কানু নন্দী. মুহুরীপুর ব্রাঞ্চের পি, এম। কৃষ্ণধন সাঁধু, উপ-প্রধান, রনজিৎ নমঃ, এই রকম আরো অনেক আছে।

কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না. যে সমস্ত সদস্যরা উনি এখন বলছেন সতী নন্দন, উনি বিশেষ পরিচিত উনার বিগত এ, ডি, সি নির্বাচন করতে পারেন নি উনার যন্ত্রনায়, চার জনকে সঙ্গে নিয়ে সুভেন্দু ত্রিপুরা, সদানন্দ ত্রিপুরা, সনাতন ত্রিপুরা- যে সদানন্দ ত্রিপুরা এখন রেপ কেইসে জেলে আছে। উনি তিন বার গেছেন জেলখানাতে। সদানন্দকে জাগিনে আনার জন্য আর এখন কেউ নেই। এই পবিত্র হাউসে দাঁড়িয়ে বলছেন যে- কিছু না, জানি না।

কাজেই আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে, উনাদের বক্তব্যের অনুসারে একটা লোম-হর্ষক কাহিনী চাঞ্চল্যকর অবস্থা শোনা যাচ্ছে যে উনাদের মেইন যে অফিস মেলার মাঠ রয়েছে সে অফিসটা নাকি এখন অস্ত্র কারখানায় পরিনত হয়েছে এবং এটাকে অনতিবিলম্বে রেইট করে এইখানে কি, কি আছে এইটার তত্ত্ব তাল্লাসীর ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না বা এইটা আছে কি না উনাদের কাছে ?

**শ্রী *সমীররঞ্জন বর্ম্মণ* (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীদাম সূত্রধরের চারিত্রিক দোষের কথা আজকেই আমি এই হাউসে শুনলাম। কারন বাদলবাবু এখন পাগলের মত হয়ে গেছেন এবং প্রলাপ বকছেন। উনার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। আর যে বা হাতটি রয়েছে সেটাও উনার সাঙ্গ পাঙ্গরা কিছু দিনের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পন করবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। আমি উনাকে বলে দিচ্ছি—প্রতিবিধান করার জন্য, তাতেও উনি পারবেন না। কাজেই এখন এই সমস্ত গালগল্প করছেন যে, শ্রীদাম সূত্রধরকে তার চারিত্রিক দোষের জন্য পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। আর উনাদের চরিত্র যে কতটা মার্জিত সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানা। এবং

জানা বলেই দশ বছর শাসন করার পর তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন আস্তাকুঁড়ে। কাজেই এখন এই সমস্ত কথা এখানে বিকোবে না। ওদের দলে যারা থাকে চোর ছেচ্চড়, ধর্ষনকারী, তারা সব ভাল, তারা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেতে পারে। ওদের দলে যারা আছে তাদের চারিত্রিক সংশোধনের দরকার।

**শ্রী *কেশব মজুমদার*** (কাকড়াবন) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি পার্লামেন্টেও তা আছে। তাদের নেতা এমনকি তাদের প্রধানতা নেত্রী ইন্দিরাগান্ধী, তারও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা না করে কোথা যান না। আর এইখানে সমীরবাবু বলেছেন যে, এই দলটা নাকি চোর, নারী নির্যাতনকারী এই সব ধরনের মন্তব্য করেছেন। এই সব কথা যদি এক্সপাঞ্জ না করা হয় তাহলে এখানে থাকা যায় না। কাজেই এই সব এক্সপাঞ্জ করা হোক।

***মিঃ স্পীকার*** :— আপনি বসুন, ইট্ ইজ্ নট পয়েন্ট অব্ অর্ডার।

***মিঃ স্পীকার*** :— ইট্ ইস্ নট পয়েন্ট অব্ অর্ডার। ইউ প্লিজ সীট্ ডাউন।

**শ্রী *অমল মল্লিক*** :— স্যার, কেশববাবুকে জিজ্ঞেস করুন, নৃপেনবাবুকে নিয়ে গিয়ে কি মিটিং করেছেন উনার বাড়ীতে ?

**শ্রী *সমীররঞ্জন বর্মণ*** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই হাউসে ওদের সদস্যদের মধ্যে ঐ যে বসে আছেন জীতেন সরকার খুনের কেইসের আসামী। বাদলবাবু এখানে নেই, উনিও খুনের কেইসের আসামী মেয়ে লোককে মারার কেইসের আসামী। কাজেই ওদের যদি খুনি বলা হয়, ওদের যদি চোর বলা হয়, ওদের গায়ে লাগে কেন ?

**শ্রী*সমর চৌধুরী*** :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কোন অধিকার নেই একজনকে এই রকম খুনি বলার। ওদের কোন বিচার হয়েছে ? কোন রায় হয়েছে ? উনি এই রকম করে যা খুশী তাই অভিযোগ করবেন ? স্যার, ওর বক্তব্য একস্পাঞ্জ করতে হবে। ওর সম্পূর্ণ বক্তব্যটাকে একস্পাঞ্জ করতে হবে। এই যে * * * বলছেন এগুলি সব একস্পাঞ্জ করতে হবে।

***মিঃ স্পীকার*** :— ইউ প্লিজ সীট্ ডাউন। ইউ টেল মি স্পেসিফিকেলি।

**Expunged as Ordered by the Chair.**

**শ্রী রসিকলাল রায় :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে অসভ্যের মত কথা বলেছেন বলা হয়েছে। সেটা এক্সপাঞ্জ করা হোক্। আমি অনুরোধ করছি যে, মাননীয় সদস্যের এই কথাটি এক্সপাঞ্জ কারা হোক্।

**মিঃ স্পীকার :—** আই হেভ্ রিকিউয়েষ্ট ইউ এগেইন এণ্ড এগেইন। ইউ প্লিজ হেল্প মি।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** স্যার, এইভাবে চলতে পারেনা। স্যার, আমরা আপনার রুলিং চাই।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি বসে পড়ুন।

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** স্যার, আমরা আপনার রুলিং চাই, কারণ এই রকম অশ্লীশ কথা, এগুলি আমাদের বিধানসভার প্রসিডিংসে থাকবে কিনা ?

**শ্রীরসিকলাল রায় :—** স্যার, বরং উনারা যে কথাগুলি বলছেন, সেগুলি প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জ করা হউক।

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেসব কথা বলছেন তাতে তো এই হাউসের কোন প্রিভিলেজই থাকছে না আর সেইজন্য আমরা আপনার রুলিং চাইছি।

**মিঃ স্পীকার:—** ইজ দিয়ার এ্যানি কোয়েশ্চান রেইজ্ড বাই দি অনারেব্যল মেম্বার ?

**শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—** স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তা কোর্টের সংগে জড়িত, কাজেই এই ধরনের কেইসের সংগে জড়িত তাদের কথা এখানে বলা যাবে না।

**মিঃ স্পীকার —:** আই ওয়ান্ট টু ক্লেরিফাই। আপনারা গোটা সি, পি, এম দলটাকে গুণ্ডা বলছেন ?

**শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী)** স্যার, আমি বলেছি যে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ দল বলে এই বিধানসভায় আছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে যদি একটা গোটা দল সম্পর্কে তিনি এই শব্দটা প্রয়োগ করে থাকেন, তাহলে আমি সেটা এক্সপাঞ্জ করে দেব। আর যদি বলে থাকেন যে 'কতিপয় সমাজদ্রোহী' তাহলে সেটা থাকবে।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

After recess at 2.00 P. M.

**শ্রীরসিকলাল রায় :—** স্যার, আজকে ১২·৫০ মিঃ সময় মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী বলেছেন" মন্ত্রী অসভ্যের মত বক্তব্য রাখেন" এবং ১১·৪৫ মিঃ সময় মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মাননীয় স্পীকারকে থ্রেড দিয়ে কথা বলেছেন "আপনি এই ভাবে হাউস চালাবেন না। যে-ভাবে চলছে, সে ভাবে চলবে না এটা পরিবর্তন করতে হবে" এই বক্তব্যগুলি প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড্ করা হোক স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** Both are expunged.

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** স্যার, এই সেশানে যে আনপার্লামেন্টারী শব্দ রেকর্ডেড হয়েছে সবগুলি এক্সপাঞ্জড্ করুন স্যার।

**শ্রী রসিকলাল রায় :—** আপনি স্পেসিফিক শব্দ বলুন। আমি স্পেসিফিক শব্দ বলেছি।

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** স্যার, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি 'বিচার' এর 'র' বাদ যে শব্দ সেটা কোন পার্লামেন্টারী শব্দ ?

Mr. Speaker :— At that time on that you had the scope to raise this question.

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** স্যার, এসেমব্লী প্রসিডিংস-এ এই সমস্ত আনপার্লামেন্টারী শব্দ রেকর্ডেড হয়েছে

**মিঃ স্পীকার :—** আন পার্লামেন্টারী কোন শব্দ আমি এলাউ করব না।

## PRESENTATION OF PETITION

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশান পেয়েছি (যাহা পিটিশান কমিটির অন্তর্ভুক্ত, মেটাস্ অব্ পাবলিক ইম্পর্টেন্স-এর উপর)। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বিক্রম রিয়াং এবং গং ৬৮ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো—

"বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত পূর্ব বগাফা গাঁওসভার লাউগাং নদীতে একটি কাঠের ব্রীজ নির্মানের আবেদন"।

পিটিশানটি ফরোয়ার্ড কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশানটি সম্পর্কে সভায় রিপোর্ট করার জন্য।

**Sri Gouri Shanker Reang :—** Mr. Speaker Sir, I beg to present to the House a Petition signed by 69 petitioners regarding construction of SPT bridge on Laugang River at Bagafa.

গভর্ণমেন্ট বিজনেস্ (ফিনান্সিয়াল)

"ডিস্কাশান্ অন্ দি ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৯-৯০"

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—'১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন'।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২১টি ব্যয় বরাদ্দ দাবী আছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে-সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে-সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

**শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে পেশ করা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি সময় নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি। আপনি শুরু করুন।

**শ্রী কেশব মজুমদার** :— এই ব্যয়-বরাদ্দের উপর যে-সমস্ত কাট মোশান এসেছে আমি সেই কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধীতা করে আমি কয়েকটি বিষয় এখানে উপস্থাপিত করতে চাই। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তর, লেবার দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর সব বিষয়েতে ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে কি চলছে এবং এতে যা চলছে তার জন্য মূলতঃ কি ব্যবস্থা আছে, টাকা চাইবার কি অধিকার আছে এটা একটু আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার স্যার, । মূলতঃ সেটা দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি হাসপাতালে চিকিৎসকরা যারা আছেন তাঁরা কাজ করতে পারছেন না। রাজনৈতিক প্রেসার ওঁনাদের উপর এত যে, সুষ্ঠ ভাবে উনারা দেখতে পারছেন না রোগীকে, সে জন্য চিকিৎসা করতে পারছেন না। একটা উদাহরণ শুধু আমি দিতে চাই, ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু সে দিকে আমি যাচ্ছি না, ততটা সময়ও নেই। স্যার, এটা আপনার জানা আছে এই হাউসেরই বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু উদয়পুরের আর একজন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নবীন নেতা নরেশ ঘোষ ওরা আহত হয়েছিলেন ১২ তারিখে পুলিশের লাঠি চালানোর ফলে আহত হয়েছিলেন, তারা জি. বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। ওদের হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বলেছেন যে, ওদের কলকাতায় পাঠান দরকার, আরও ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার। এটা স্যার, খুব পরিস্কার যে মন্ত্রীরা একের পর গিয়ে প্রেসারাইজ করেছেন ডাক্তারদের যে কোন অবস্থাতে তাদের কলকাতায় পাঠানো যাবে না এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ডাক্তাররা বলেছেন আমরা পারছি না, আমরা কি করবো ? আপনারা যদি নিজেদের উদ্যোগে যেতে পারেন তাহলে কোন আপত্তি নেই এই অবস্থা চলছে, স্যার, এই একটা উদাহরণ আমি দিলাম। উদয়পুরে প্রতিদিন এই সব ঘটছে, ডাক্তাররা কাজ করতে পারছেন না ; যদি বিরোধী দলের কোন সদস্য এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কেহ কংগ্রেসী সমাজ দ্রোহীদের দ্বারা আহত হয়ে হাসপাতালে গেলে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পায় না চিকিৎসার সুযোগ পায় না। ওখানে ডাক্তারদের থ্রেট করা হয় যে ওদের চিকিৎসা করা যাবে না একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি স্যার কাকড়াবনে পি, এস, সি, আছে এই পি, এস, সিতে সুরেন্দ্র নগরের কুষামাড়ায় মতিন মিঞার ছেলে ওখানে ওরা উন্নয়ন কমিটি তৈরী করছে, তার চেয়ারম্যান গনেশ দলবল নিয়ে গিয়ে যখন চাকচাব করছে তখন প্রচণ্ড মেরেছে, মাথাফাটিয়েছে, হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, এই করে কাকড়াবন পি. এস. সিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডক্টর রিফিউজড, হিম টু এডমিট ইন দি হসপিটাল। ওখানে ওরা গিয়ে থ্রেড করে এসেছে যে, এই হাসপাতালে যদি ভর্ত্তি করান তাহলে আপনাকে দেখে নেব স্যার, এই অবস্থা এখানে চলছে, শেষ পর্য্যন্ত তাকে উদয়পুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়েছে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলতে পারেন, আমরা বলিনা। ওদের যদি সৎ সাহস থাকে ওখানে গিয়ে ঐ লোকদের সাঙ্গ কথা বলেন ঐ হাস-পাতালে গিয়ে দেখুন, দেখতে পারবেন। সুতরাং এই অবস্থা ওখানে চলছে। উদয়পুর হাসপাতালে

একস্‌রে মেশিন দেওয়া হয়েছিল অনেক টাকা খরচ করে। ওটাতে মন্ত্রীরা গিয়ে দাড়ালে তাদের ছবি উঠবে, অন্য লোকের তো ছবি উঠেনা। ওরা মারামারি করছে এটা আমার ব্যাপার নয় স্যার, ওদের দলের লোকেরা এখন নিজেরা মারামারি করছে খিলপাড়াতে ওরা নিজেরা মারামারি করছে, জামজুরিতে, সেদিন গোকুলপুরে রামদা দিয়ে কুপিয়ে নিজেরা প্রকাশ্য রাস্তায় এইগুলি করছে, আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে, ডাক্তার বাড়ি খেয়ে হাসপাতালে গেছে। নিজেদের ছেলেরা, আমাদের ছেলেরা নয় ওরা হাসপাতালে গেছে। আমি নাম ধাম বলে দিতে পারি।

এইটা শুধু এই হাসপাতালের ব্যাপার না, সব হাসপাতালেই একই অবস্থা চলছে। স্যার, ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতাল তার মধ্যেও একই পরিস্থিত চলছে। অন্যান্য হাসপাতালের দরকার নেই, ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতালেই একটা আঙ্গুল ভাঙলে পরে ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতালে দেখার মত ডাক্তার নেই, আগরতলায় রেফার করতে হয়। আগরতলায় রেফার করলে কোথায় অ্যাম্বুলেন্স, কোথায় কি? প্রতিটা রোগীকে গাড়ী ভাড়া করে আগরতলা পাঠাতে হয়। আর আমরা আশ্চার্য্যজনকভাবে দেখি রেডক্রশ লাগানো একটা গাড়ী, ওরা ব্লকের কি চেয়ারম্যান করেছেন পরামার্শদাতা কমিটি, ওরা কি পরামর্শ দেয় সেটা আমাদের দেখার বিষয় না, যাদের কোন আইনগত অধিকার নেই, সেই কমিটির চেয়ারম্যান নামধারী স্বাস্থ্য দপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স চড়ে বেড়ান এইটা এখানকার সব মানুষ দেখে, সব মানুষ জানে। কারন উনি স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীর প্যায়ারের লোক স্বপন ভৌমিক। উনার কনস্টিটিয়েন্সির লোক, উনার খুব কাছের লোক। তাই উনি এইসব দেখেও দেখেন না। এইসবের জন্য পয়সা দিতে হয়না। এইগুলি কোথা থেকে আসে? স্যার, কিছুদিন আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে প্রায় ডজনখানেক মন্ত্রীর নাম দিয়ে একটা চিঠি, আমিও পেয়েছি। একটা ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতাল নাকি বানাবেন। ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতাল এবং কন্‌ষ্ট্রাকশান উদয়পুরে যে সাবডিভিশনাল হাসপাতাল আছে তার যে উইংগ্‌স অ্যাক্সপানডেড হচ্ছে, ওখানে কনস্ট্রাকশান হচ্ছে, ওখানে এখন কনস্ট্রাকশান চলছে। তারপর একটা ডিস্‌ট্রিক্ট হসপাতাল নাকি করবেন চন্দ্রপুরে। করুন, আপত্তি নেই। আরও যদি চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো যায় তাহলে এইগুলি মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য, বাঁচার অধিকারের জন্য যা প্রাইমারি দরকার তার প্রথমটা হচ্ছে স্বাস্থ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অভিজ্ঞতায় বলছি সরকারী উদ্যোগে এখানে ভবিষ্যতে পুরাতত্ত্ব বিদ্‌রা মাটির নীচে তুলে দেখবেন যে এইখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন কাশীরাম রিয়াং, যিনি একটি শিলা মাটির নীচে পুতেছিলেন, ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতাল করবেন বলে। আমি অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলছি। স্যার, এর আগে পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলাম সুখময়বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এইরকম একটা উত্তর ত্রিপুরার শিলা পুতেছিলেন কাগজকল স্থাপনের জন্য। ভবিষ্যতে পুরাতত্ত্ববিদরা এইগুলি তুলবেন, তুলে বলবেন যে সুখময় সেনগুপ্ত নামে

একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এইটা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যাপার। এইটাত সরকারী কাগজ, গভর্ণমেন্ট তার জন্য টাকা সেংশান করেছেন, ফলক ইত্যাদি এইসব তৈরী করেছে। সেখানে অনেক মন্ত্রী গেছেন, অনেক উচ্চপদস্থ অফিসাররা গেছেন, সমস্ত ব্যবস্থা সরকারের আছে। এর জন্য কাশীরাম বাবুর চঁাদা তোলার কি দরকার লাগল? ৩৫ হাজার ১৫৫ টাকা চাঁদা উঠেছে গ্রামের মধ্যে। এই টাকাটার কি হল? এই ব্যাপারটা কাশীরাম বাবু এইখানে আছেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন, এইটা না জানার কোন ব্যাপার নয়। ৩৫ হাজার টাকার উপরে যে চাঁদা উঠল সেই টাকাটা কি হল? সরকারী খরচে সবকিছু করা হল, এইসব করার জন্য কেন চাঁদা তোলা হল? স্যার, আশ্চার্য্য ব্যাপার, প্রত্যেকটা হাসপাতালে যান, কি অদ্ভূত সব জায়গায় একটা কথার মধ্যে মিল পাই। স্যার, কংগ্রেস কর্মী যারা আছেন তারা বলেন আগের দিন নাই, মন্ত্রী যারা আছেন তারা বলেন আগের দিন নাই, হাসপাতালের ডাক্তারদের মুখেও একটি কথা আগের দিন নাই। হাসপাতালের আগের দিন বলতে কি বুঝায়? ওরা বলে আগেত আমরা ঔষধপত্র দিতে পারতাম এখন আমরা রোগী দেখে কাগজে লিখে দিই তারপর বলি ঔষধ কিনে আন। কেউ যদি ঔষধ দেওয়ার জন্য দাবী করেন তখন ডাক্তারবাবুরা বলেন, আগের দিন নাই। ঔষধ বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসেন একটা ঔষধ দেওয়া হয়না। স্যার, কিছু কিছু ঔষধ আছে, আমি খুব বেশী বলতে চাইনা। অনেক বিষয় আছে যেগুলি ডিটেইলস বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে

স্যার, আপনারা দেখেছেন যে এই মন্ত্রীসভাতো চিৎকার দিয়ে বলেছেন আমরা লাইফ সেভিংস ড্রাগসের উপর সেল টেক্স তুলে দিচ্ছি, এই সব তুলে দিচ্ছি বলে ওরা খুব বড় বড় বিবৃতি করলেন এবং একটু খোজ খবর নিয়ে দেখলাম যে, সব ড্রাকসের উপর তোলেন নি, এখনও এই সব তোলেন নি, তুলতে একটু গোলমাল আছে। সুতরাং তোলার ব্যাপার নাই, একটা চিন্তা করেছেন কমিয়ে দেবেন। আর যে-সব ঔষধের উপর এই সব করছেন এই ঔষধ এখন ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশান করেন না। আই, এম, এ, মানে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশান সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন তার বেশীর ভাগ ঔষধ এখন এইগুলি ব্যাক ডেইটেড় ঔষধ, এখন এইগুলি দেওয়া যাবেনা। স্যার, কিছু কিছু ঔষধ আছে, আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের এই ধরনের কোন ঘোষনা আমি এখন পর্য্যন্ত দেখলাম না, তবে গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া কিছু ঔষধ আছে যেগুলিকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং তুলে নেওয়ার কথা একটা চিন্তা করছেন। কারণ আজকাল একটা এড্‌স রোগ যেগুলি রক্তজাত ঔষধগুলি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে, ভারতবর্ষের প্রচুর লোক বিভিন্ন রাজ্যে এর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে মারা যাচ্ছে। এই ঔষধগুলির নাম প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমরা

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে এখন পর্য্যন্ত দেখিনি, কারণ এইগুলি খুব ভাইটাল ঔষধ, কিছু কিছু ঔষধ আছে যেগুলি সচরাচর ইউজ হয়না এবং কিছু কিছু ঔষধ আছে ডিপথেরিয়া এন্টি-ডিপথেরিয়ার ব্যাপার আছে এই ঔষধগুলি সমস্ত রক্ত থেকে তৈরী হচ্ছে, এই রক্তের মধ্যে যদি এড্‌সের জীবাণু থাকে তাহলে একটা সংক্রামিত হয়, এইটা সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য ডাক্তারদের কোন রকম ইনসট্রাকশান দেওয়ার জন্য এই ধরনের কোন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নেওয়া হয়নি। সুতরাং এই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এখানে যা করা হচ্ছে তা কি মানুষকে রক্ষা করার জন্য করা হচ্ছে, না কি মানুষকে মারার জন্য করা হচ্ছে। স্যার, এই ঔষধগুলির জন্য বিজ্ঞপ্তি করতে হবে, মানুষের মধ্যে প্রচারে যেতে হবে, তার জন্য যদি মানুষকে শিক্ষিত করতে চাইতেন তাহলে আমি বুঝতাম, কিন্তু এই ধরনের কোন উদ্যোগ এখন পর্যান্ত এখানে নেওয়া হয়নি। স্যার, এখানে চিকিৎসকরা যারা আছেন তারা নিগৃহীত হচ্ছেন সমীরবাবুর কল্যানে স্যার, এইটা বলছি এই কারণে যে, এক বৎসর আগে উদয়পুরের চন্দ্রপুরে একটা মেয়ে আহত হয়েছে তার চিকিৎসা হয়েছে, উদয়পুরের হাসপাতে সে ভর্তি হয়েছিল, এবং সেখানেই তার চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু আজ এগার মাস পরে হঠাৎ দেখলাম ডাঃ কর এরেষ্ট হয়ে গেলেন পুলিশের হাতে অদ্ভুত ব্যাপার কি ব্যাপার? না এগার মাস আগে তখন কেউ অভিযোগ করেনি ওর মা বাবা কেউ কোন অভিযোগ করেননি যে, কি ঘটনা ঘটছে না ঘটছে, কিছু অভিযোগ ছিল না, পুলিশের কাছেও অভিযোগ ছিল না। হঠাৎ একটা স্টরি তৈরী করে, খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, ওখানে সমীরবাবুর দপ্তরে কিছু অফিসারের সঙ্গে এই ডাক্তারের একটু গোলমাল হয়েছে ডাক্তার বাবুরা বলছেন সি, এম এর সঙ্গে আমি নিজে আলাপ করেছি যে, কি ব্যাপার চলছে এখানে, ? বলছেন যে, না তাদের সঙ্গে একটা গোলমাল চলছে, এই গোলমাল ডিটেলস্ আমি বলব না, আমি বলতে চাই এই জন্য যে, আমি অসত্য কথা বলব না, কারণ আমার হাতে ডকুমেন্টস্‌গুলি এসে পৌঁছায় নি, তার জন্য আমি বলতে পারছি না। না হলে ডিটেলস্ই বলতাম, হাতে কাগজ পত্র রেখেই আমি কথা বলি সাধারনতঃ।

ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখা গেল ডাক্তার রাধাকিশোরপুর থানায়। কি ব্যাপার, না, এটা ঐ ১১ মাস আগের ঘটনার একটা ক্রেশ এপ্লিকেশন করা হয়েছে পুলিশের কাছে যে, এই ডাক্তার চিকিৎসায় অবহেলা করছে! এইটা চন্দ্রপুরের ঘটনা, কাশীবাবুর এলাকার ঘটনা, উনি জানেন। স্যার, এরকম ব্যাপার চলছে। তারজন্য পয়সা দিতে হবে? হসপিটালে কোন ঔষধ পাওয়া যায়না। এখানে কিছু ট্রেনিংয়ে আছে তারা বলছে যে, হাসপাতালে আমরা একই ঔষধ সকালে, বিকালে, দুপুরে দিয়ে যাচ্ছি। একই ব্যাপার অবশ্য লেবার দপ্তরে আছে। তারজন্য টাকা-পয়সা এখানে চেয়েছেন। সেজন্য দুয়েকটা কথা এখানে বলতে চাই। এই শ্রম দপ্তরেই টি-ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন আছে।

আমরা গত পরশুদিন খবরের কাগজে দেখেছি যে এই টি-ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনে ৮টা চা বাগান আছে। সেখানে এই শ্রমিকদের বাধ্য করা হয়েছে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আর এখানে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টি-ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনে ৫১ জনের চাকুরী হয়েছে তারমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ২ জন আত্মীয়ের চাকুরী হয়েছে নাম ধাম তাদের আমার কাছে আছে। কাশীবাবু এখানে আছেন, এই ৫১ জনের মধ্যে ১৫ জন ট্রাইবেল এবং ৪ জন এস, সি. র চাকুরী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মাত্র ১ জন ট্রাইবেল নেওয়া হয়েছে, অথচ ১জন এস. সি. ও হয়নি স্যার, সাধারনতঃ টি-ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন যতটা জানি কোম্পানি অ্যাক্ট-এ পরিচালিত কিন্তু সেখানে ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি কোম্পানি অ্যাক্টের কোন জায়গায় বলা নাই, অথচ আমরা দেখলাম সেখানে একটা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ তৈরী করা হয়েছে এবং একজনকে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি ৮ মাস ধরে ১টা গাড়ী চড়ছেন। এই ৮ মাসে ৮০ হাজার টাকার উপরে গাড়ী ভাড়া বাবত খরচ হয়েছে। এই ব্যাপারে ওখানকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সেক্রেটারিকে একটা চিঠি লিখেছেন যে আমি এগুলির কি করব? মাননীয় মন্ত্রী এই হাউসে ১০ মাসের একটা হিসাব দিয়েছেন। সেখানে দেখান হয়েছে যে ১০ মাসে টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনে খরচ হয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত ০৪ টাকা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই টাকায় কতটা প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে? ২০, ১৬ হেক্টর প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে। আর এই প্ল্যান্টেশনের জন্য খরচ হয়েছে ৫লক্ষ ৪ হাজার ২ শত ৬০ টাকা আর বাদ বাকী খরচটা স্যার, এগুলি ইঁদুরে খেয়েছে। এই ভাইস চেয়ারম্যানের পদটা কনস্টিটিউশনালি ঠিকানা, অ্যাক্ট অনুযায়ী ঠিকানা। অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই পদটি সৃষ্টি করে তাঁর কাছের মানুষ রাজেশ্বর দত্তকে বসিয়েছেন. তিনি টি, আর, টি, ১১৯৫ যে গাড়ীটা ব্যবহার করেছেন সেটার ভাড়ার বিল হয়েছে ১০ মাসে ৮২ হাজার টাকা। স্যার, সবচাইতে মজার ব্যাপার হয়েছে উনি মাঝখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তবুও এই ১০ মাসে এই গাড়ীটা দৈনিক ১৪ ঘন্টা রান করেছে। এব্যাপারে মেনেজিং ডিরেক্টর সেক্রেটারিকে একটা চিঠি লিখেছেন যে স্যার, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার ভাইস চেয়ারম্যান ১ সপ্তাহ অসুস্থ হয়ে অফিসে আসেন নাই, তাও দেখলাম গাড়ীটা দৈনিক ১৯ ঘন্টা করে রান করেছে।

***শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার*** **(মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অর্ডার স্যার, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার'** এইখানে মাননীয় সদস্য যে একটা দপ্তরকে নিয়ে কথা বলছেন সেই দপ্তরের উপর আজকে কোন ডিমাণ্ড নেই। আমাকে তো স্যার, রিপ্লাই দিতে হবে এর উপরে। এইভাবে আষাঢ়ে গল্প করলে তো আর হবে না, আমাকে তো রিপ্লাই দিতে হবে।

**শ্রী কেশব মজুমদার :—** স্যার, আপনি জানেন যে, এই চা বাগান রয়েছে কমলাসাগর চাবাগান বা অন্যান্য চা বাগানে সেখানে লেবার দপ্তর যাচ্ছে ? এই লেবারদের ব্যাপার সেপার রয়েছে তারজন্য এই লেবার দপ্তর জড়িত রয়েছে। কাজেই এই দপ্তর সম্পর্কে আলোচনায় আসতে পারে। তার পরে স্যার, সেখানে এস, আর ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, ইত্যাদি স্কীমে কাজ হচ্ছে, কাজেই এইগুলিও তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

তারপর স্যার, এই যে, গাড়ীটা টি, আর, টি নং—১৭৯৫ এইটার জন্যই ৮২ হাজার টাকা গুনতে হলো এইটা কোন এক্টের আওতায় করা হলো ? এই যে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা প্লেনটেশন এর জন্য দেওয়া হলো, কোথাও তো এক ইঞ্চি জায়গার প্লেনটেশন হয়নি, কমলাসাগরেও হয়নি। তার পর আরেকটা নতুন বিল দাখিল করা হয়েছে। স্যার, চিফ সেক্রেটারী একটা নোট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এইখানে এইটা চলবে না, ভাড়া করে ভেহিকল্ ইউজ চলবে না। দপ্তরের যে গাড়ী রয়েছে সেগুলিকেই ব্যবহার করতে হবে। স্যার, এই নোটটা এই খানে রয়েছে।

.. ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশনের যে ভেহিক্যাল রয়েছে তাকে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এখানে দেখা গেল যে ভাইস চেয়ারম্যান ১০ হাজার টাকা নিয়ে গেছেন। কাজেই এই সবের জন্য ..তা এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করা যায় না।

তারপর স্যার, শিক্ষা দপ্তর, এখানে আমরা দেখছি কিছু টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ..মি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই যে, আজকে ত্রিপুরায় ৬৫টি স্কুলে ৪৫০ জনের মত সাবজেক্ট ..শিক্ষক নেই, বহু হাইস্কুলে হেডমাষ্টার নেই, বহু সিংগল্ স্কুল রয়েছে যেখানে টিচার নেই-এই সমস্ত ..য় গেছে। মূলতঃ ট্রাইবেল অঞ্চলগুলিতে এখনো রয়ে গেছে। সেই জন্য শিক্ষা দপ্তরের জন্য ..যে টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে সেটাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

এছাড়া আরেকটা ব্যাপার যেটা নিয়ে এই হাউসে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে স্যার, এইটা ..টা অদ্ভুত ব্যাপার। এই খানে যারা ক্লাস ফোর কর্মচারী আছেন তাদের চাকুরীর বয়স ছিল ..বছর। কিন্তু এই ফ্রোট সরকারের চিফ সেক্রেটারীর এক কলমের খোঁচায় সেটাকে কমিয়ে .. হলো ৫৮ বছর চতুর্থশ্রেনীর কর্মচারীর যে অধিকার সে অধিকারকে হরন করে নেওয়া হলো ..সারা ভারতবর্ষে তারা ৬০ বছর পর্য্যন্ত চাকুরী করতে পারছেন। চিফ্ সেক্রেটারীর নোটে কি ..হলো ? বলা হলো চতুর্থ শ্রেনীতে গ্রেডেসন পেয়ে যদি কেহ তৃতীয় শ্রেনীতে উন্নীত হন ..তাকে ৫৮ বছর বয়সে অবসর নিতে হবে। আর যদি সে গ্রেডেসন না নেয় তাহলে ৬০ বছর বয়স পর্য্যন্ত চাকুরী করতে পারবে। এই ভাবে চতুর্থশ্রেনীর কর্মচারীরা এতদিন যে অধিকার

অর্জিত অধিকার ভোগ করে আসছিলেন সে অর্জিত অধিকার আজকে এই ফ্রোট সরকার কেড়ে নিয়েছেন।

তারপর শিক্ষকরা যারা রিটায়ার করেছেন তারা এখন পর্য্যন্ত কোন কাগজ-পত্র পাননি। আমাদের উদয়পুরে এই রকম ৪০ জনের মত শিক্ষক আছেন যারা রিটায়ার করেছেন কিন্তু তাদের রিটায়ার করার জন্য কাগজপত্র তৈরী হয়নি। তাছাড়া এখানে চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি কেনা নিয়েও একটা হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে। সেই জন্যই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড এখানে উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন করতে পারিনা। বরংচ এখানে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের থেকে যে কাট মোশান আনা হয়েছে আমি সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

*মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—* মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

*শ্রী রসিকলাল রায়* (সোনামুড়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ১৯৮৯—৯০ সালের বাজেটে আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি উত্থাপিত হয়েছে, এর মধ্যে ২১ টা ডিমাণ্ড আছে। বিরোধী বেঞ্চের থেকে ৭ টা ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন আনা হয়েছে। আমি দেখলাম যে, এই ছাটাই প্রস্তাব-গুলির উপরে উনারা যা লিখেছেন, তাতে এমন কোন অভিযোগের ভিত্তি নেই। আমি আশাকরি যে বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই ফ্রোট সরকারের বাজেটকে স্বাগত জানাবেন কারন এমন কোন কারচুপির অভিযোগ এখানে করতে পারেননি। এমন কোন ছাঁটাই প্রস্তাব আমরা পাই নাই। যারদরুন আমি একবারেই বললাম যে, ২১ টা ডিমাণ্ডের মধ্যে ৭ টা ছাঁটাই প্রস্তাব আনলেও এমন কোন অভিযোগ ওরা করতে পারেন নাই যে, আমাদের কাউন্টার বা ক্লেরিফিকেশন দিয়ে আমার বিলটাকে পাশ করিয়ে নিতে হবে। আমি খুশী হচ্ছি এই কারনে যে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা আমাদের বাজেটকে ইনডাইরেক্টলি সমর্থন জানাচ্ছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাব থেকে একটা জিনিষ পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পুলিশের কাছ থেকে উনারা বোধহয় আর একটু ভাল ব্যাবহার চেয়েছিলেন। যেহেতু তাদের মধ্যে বেশী দুস্কৃতকারী প্রবেশ করেছে, সেখানে পুলিশের ভূমিকা একটা থাকবেই। কারন সেটা না হলেওতো দেশ চলবে না। তবে আমি দেখলাম স্যার, ডিমাণ্ড নম্বর ১১, মেজর হেড ২০৫৫, এতে উনারা বলেছেন যে" টু রিপ্রেজেন্ট দিস্ এপ্রুভাল অব দি পলিসি আণ্ডা লাইন দা ডিমাণ্ড ভাইজ জনপ্রতিনিধিদের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।" এই যে কথাটা স্যার, এই প্রসংগে আমি মাননীয় বিরোধী

দলের সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের আপনাদের সরকার কতটুকু নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, আপনাদের বিধায়ক গৌতম দত্ত যখন প্রাণ হারিয়েছিলেন তখন কংগ্রেস (আই) দল দুঃখ প্রকাশ করেছিল আন্দোলন করা হয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে।

আপনাদের বিধায়ক নিহত হন আমাদের সরকারের আমলে। আপনাদের তখন বলা হয়েছিল বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা। কিন্তু আপনারা তা করেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত আপনারা আসামী দিয়েছিলেন পরিমল সাহাকে গৌতম দত্তের হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে। সেই পরিমল সাহাকে পুলিশের তাড়া খেয়ে বনে জংগলে ঘুরতে হয়েছে। যে পরিমল সাহা পশ্চিম সাইডের সমস্ত এলাকাকে রক্ষা করত। সাধারন মানুষদের সংগে মিশে থাকত তাঁর জন্য আজকে সমস্ত এলাকার মানুষেরা চোখের জল ফেলছেন। আপনারা কি করেছেন ? 'এই গৌতম দত্তের হত্যার তদন্ত করিয়েছিলেন কুকুর দিয়ে। বিচার বিভাগীয় বা হাকিম তদন্ত করানো হয়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কুকুরের তদন্তে শেষ পর্য্যন্ত কি দেখা গেল ? দেখা গেল যে, সেই কুকুর পুলিশ অফিসারকে টেনে নিয়ে সেখানকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ঘরের চেয়ারের উপর নিয়ে গিয়ে বসালো। তখন উনারা বললেন যে পরিমল সাহার বিরুদ্ধে আর নালিশ নয় এবং তখনই মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

আপনাদের সময়কার পুলিশ দপ্তরের কথা বলছি, আপনারা পুলিশকে কি ভাবে হাটিয়েছেন, আপনারা কুকুর দিয়ে তদন্ত করিয়েছেন, যখন আমাদের মানুষকে মারা হল, সেই কুকুর কি করেছে ? কুকুর নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে যখন দেখা গেল যে সেই কুকুরই পুলিশ অফিসারকে টেনে নিয়ে গিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে সেক্রেটারীর চেয়ারের উপর গিয়ে বসলো, তখনই আপনারা বললেন পরিমল সাহার বিরুদ্ধে আর কোন নালিশ নয়, মামলা যেটা আছে, সেটা প্রত্যাহার করেন। এর অর্থ কি ? এর অর্থ হল, আপনাদের আমলে আপনাদের সরকারের ভূমিকা, আপনাদের পুলিশের ভূমিকা। এরপরে কি আপনারা কোন বিধায়কদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন ? পরিমল সাহাকে আপনারা কি ভাবে খুন করেছেন, সেটা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল, আজকে আপনারা আবার জনগণের প্রতিনিধি হয়ে, এই হাউসে এসেছেন এই রাজ্যের জনগণের জন্য কাজ করবেন বলে, কিন্তু আপনারা কি সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থ নিয়ে এখানে কোন কথা বলছেন, আমার কাছে তো সেই রকম কিছু মনে হচ্ছে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের কথা ভুলে যেতে বসেছে, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে যে আপনারা খুনের নায়ক এবং এই রাজ্যে যত খুনাখুনি হয়েছে, তার সবগুলিতেই আপনাদের হাত ছিল। তা সত্বেও আপনারা আজকে নির্লজ্জের মতো এই নবগঠিত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট

সম্পর্কিত যে-সব ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, সেগুলির বিরোধীতা করতে গিয়ে যেন একটা গোস্‌সার সুরে কথা বলছেন, তার কারণ অবশ্য আছে, সেটা হল এই সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট আপনাদের দুস্কৃতকারীদের দমন করবার জন্য এখন থেকে উঠে পড়ে লেগেছেন আপনারা আজকে হতাশ গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, হয়তো বা মনে করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের দুস্কর্মের জন্য আপনাদের বঙ্গোপসাগরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেবেন। আর এই চিন্তাধারা নিয়েই আপনারা হোম ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, সেগুলির উপর বেশী করে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমি মনে করি আপনাদের এই কাজ ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর স্বার্থ বিরোধী। তাই, আপনাদের কাছে আমার আবেদন যে আপনারা আপনাদের গোস্‌সা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ডিমাণ্ডগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করুন। মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ মেজর হেড ২০৭০-এর উপর যে ছাঁটাই প্রস্তাব উনারা এনেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে "হোম গার্ডদের চাকুরীতে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।" এই হোম গার্ড তো দূরের কথা আপনাদের আমলে আপনাদের পুলিশ তো দূরের কথা এমন কি পুলিশ অফিসার যারা, তাদের নিরাপত্তা কি দিতে পেরেছিলেন? সেই আপনাদের উগ্রপন্থি ক্যাডারদের যন্ত্রণায়, আপনারা সে-দিন নিজেরাই ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেই কথাটাই আজকে হয়তো আপনাদের মনে পড়েছে যে আপনারা কি ভাবে পুলিশকে সেই দিন ব্যবহার করেছিলেন। আপনারা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজকে সেই ব্যর্থতাটা এই জোট সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন এত বড় নির্লজ্জ আপনারা। তাই, আমি আশা করব যে, আপনারা আর ঐ পথে যাবেন না, এবং আপনারা যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এনেছেন, সেগুলি উইথড্র করে ডিমাণ্ডটাকে সমর্থন করুন। স্যার, এই একই ডিমাণ্ডে মেজর হেড-২০৫৫ আর একটা কাট মোশান এনে বলেছেন "ট্রেনিং এর নামে পুলিশের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সৃষ্টির প্রতিবাদে।" স্যার, এটা তো একটা বিরাট ব্যাপার। এই জোট সরকার আসার পর কোথায় পুলিশকে রাজনীতি করতে শিখলো, কোন পুলিশকে বা ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করতে দেওয়া হল? এগুলি যা করে গিয়েছেন, সবইতো আপনাদের আমলেই। আপনারাই তো এই ত্রিপুরাতে পুলিশকে স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন, এটা ভালো কথা, প্রত্যেক লোকের স্বাধীনতা থাকবে। আপনারা কি বলেননি যে, তোমরা স্বাধীন ভাবে নির্বাচন কর, ভোট দাও, কমিটি কর এবং তোমরা নিজেরাই তোমাদের সংগঠন চালাও, আর আমরা বামফ্রন্টের লোকেরা যেমন বলি, সেভাবে চালাও। কিন্তু সেই নির্বাচন হওয়ার পর দেখা গেল যে আপনাদের সমর্থিত যারা ছিল, তারা সবাই ফেইল করেছে, যার জন্য নতুন কমিটি হল, তাকে তার দায়িত্ব পর্যান্ত দেওয়া হল না। তা হলে আপনারা যেটা করলেন, সেটা কি গণতন্ত্র? আপনারাই তো পুলিশের মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়েছেন মুনাফা লুটবেন বলে, আজকে আপনাদের সেই মুনাফা লুটবার

সমস্ত সুবিধা ছুটে গেছে, কারন পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা আজকে এটা ভাল করে জেনে গেছে যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা অত্যন্ত দুরন্ধর, তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নি। আর, এভাবেই আপনারা এই রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন বলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগামী দিনে আপনাদের বঙ্গোপসাগরে ঠেলে দেবে। তাই, এখনও সময় আছে, আপনারা আর এই হাউসে আপনাদের এই ধরনের অপপ্রচার পরিবেশন করবেন না, এটা আমার অনুরোধ, বরং এসব ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমানে যে জোট সরকার আছে, তাকে সহযোগীতা করুন, সহায়তা দিন এবং এই যে বাজেট তাকে পূর্ণ সমর্থন করুন যাতে আগামী দিনে এই রাজ্যে যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানে এই সরকার এগিয়ে যেতে পারে, একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

***শ্রী সুকুমার বর্মণ*** ( নলচড় ) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশন আনা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭ মেজর হেড—২৪০৬ এবং ৫৪৬৫ বনায়নের কথা বলা হয়েছে, আমাদের এই রাজ্যে নিশ্চয় বনের দরকার আছে, কারন এটা আমাদের এই রাজ্যের একটা মূল্যবান সম্পদ, এরজন্য টাকাও চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এরাজ্যে জোট সরকার আসার পর আমরা দেখছি যে, এই রাজ্যের বনকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। মূল্যবান কাঠ যেমন শাল সেগুন, এবং অন্যান্য যেসব গাছ আছে, সেগুলি কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে, এদের যে সব বড় বড় কণ্ট্রাক্টার আছে, তাদের অবাধে এই বনে ঢোকার পার্মিশান দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা এসব মূল্যবান গাছগুলি কেটে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, অথচ সেগুলিকে রক্ষার জন্য এই সরকার থেকে কোন রকম প্রটেকশান নেই। আমাদের বামফ্রণ্টের আমলেও মানুষ বন থেকে গাছ কেটে নিয়ে লাকড়ি হিসাবে বিক্রি করে নিজেদের অন্নের সংস্থান করত কিন্তু এখন দেখছি উল্টো ব্যাপার মূল্যবান যে গাছগুলি আছে, সেগুলি কেটে নাও, আর লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার কর। যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বনকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, এই রাজ্যে বন আছে বলে এখন আর কেউ বলবে না।

স্যার, আজকে বর্ডার এলাকাগুলিতে দেখা যাচ্ছে সেখানে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতারা বন লুটের রাজত্ব কায়েম করেছে। বন দপ্তরের কর্মীরা ভয়ে তাদের কাছে যেতে পারছে না। কারন, মন্ত্রীদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। স্যার, সোনামুড়া ধনপুর এলাকার কাঁঠালিয়াতে

জনৈক মরণ ঘোষ, তিনি বিরাট কাঠ ব্যবসায়ী। তিনি সেখানে অবাধে বন সম্পদগুলি লুট করে নিচ্ছেন। সেখানকার শালবাগানগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রটেকশান দেওয়া হচ্ছে না। প্রটেকশানের অভাবে বনজ সম্পদগুলি আজকে লুট হয়ে যাচ্ছে। গণ্ডাছড়াতে প্ল্যান্টেশান ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে শাল, সেগুন এই জাতীয় মূল্যবান গাছগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কোন প্রটেকশান দেওয়া হচ্ছে না। সেখানকার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা সন্তোষ সাহা, আনন্দ বর্মণ বড় কাঠ ব্যবসায়ী সেখানে তাদের রমরমা ব্যবসা। সেখানে তারা প্রায় ৮০ হাজার গাছ নষ্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ বিক্রি করেছে। এই সরকার প্রটেকশানের ব্যবস্থা করছে না। অথচ বনের জন্য এখানে টাকা চাইছেন নিশ্চয়ই বন দরকার। আজকে সামাজিক বনায়নের কথা বলা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও বনায়নের কথা বলা হয়েছিল এবং তখন এই ব্যাপারে উদ্যোগও গ্রহন করা হয়েছিল। এই জোট সরকার সামাজিক বনায়নের কথা বলছেন। কিন্তু এই সামাজিক বনায়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বাঁশ লাগালে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও দেওয়া হত। কিন্তু এই জোট সরকারের আমলে বাঁশের মুড়া না লাগিয়ে আস্ত একটা বাঁশ লাগিয়েই টাকা নিয়ে যাচ্ছে, আর বন কর্মীরাও চোখ বুঝে তাদেরকে অবাধে টাকা দিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবে সমস্ত সরকারী টাকা লোপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। স্যার, জোট সরকারের আমলে এই যখন চলছে, তখন বনের টাকা চাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। স্যার, আজকে বনায়নের নামে জুমিয়াদের উপর নির্যাতন চলছে। যে সমস্ত জুমিয়ারা জুম করত, তাদেরকে জুম না করার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যে-সমস্ত জায়গায় তারা দীর্ঘদিন ধরে জুম চাষ করে আসছিল, সে-সমস্ত জায়গায় জুম না করার জন্য জুমিয়াদেরকে বাধা দিচ্ছে। তাহলে জুমিয়ারা কি করে বাঁচবে স্যার? বনের প্রয়োজন আছে আমরা এটা অস্বীকার করি না। বনেরও যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাদেরও তো বাঁচার প্রয়োজন রয়েছে। সোনামুড়া সাবডিভিশানের অন্তর্গত মতিনগর ফরেষ্ট রেঞ্জে বন সংরক্ষনের নামে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট জুমিয়াদের সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। সেখানকার জুমিয়ারা বন থেকে ছন, লাকড়ি বিক্রি করে তাদের জীবিকা নিবাহ করত। আজকে সেখানে বন থেকে ছন, বাঁশ, লাকড়ি কাটতে গেলে জুমিয়াদের মাশুল দিতে হচ্ছে। ওরা যখন সেখানে প্রতিবাদ করেছে যে স্যার, আমরা পয়সা কোথা থেকে দেব একটু আগে কথাটা বলেছেন মাননীয় সদস্য কেশব বাবু যে, তখন একজন ফরেষ্টার বলেছেন যে, আগের দিন নেই, এখন মাশুল দিতে হবে।

**শ্রী বিমল সিংহ** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মতিনগর ফরেষ্টের যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা সম্পর্কে স্পেসিফিক আমি জানি, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এমন কিছু মাশুলের কথা বলা হয়নি। বিগত গভর্ণমেন্ট থাকাকালীন সময়ে আরবের রহমান থাকাকালীন সময়ে ঐ সময়ে আরবের রহমানের বাড়ীর কাছে ফরেষ্টের মাল পাওয়া গেছে এবং মাল সিজ করা হয়েছে। মতিনগর, কুলু বাড়ীর সমস্ত ফরেষ্ট কেটে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্য জানেন কিনা। সেটা উনাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি এবং উনি যে ভাবে বলছেন সেটা অসত্য।

**শ্রী সুকুমার বর্মণ** :— স্যার, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না। সেই মাশুলের কথা বলা হয়েছে ঠিকই স্যার, আজকে সেখান থেকে গরীব মানুষেরা লাকড়ী কাটতে পারেনা, বাঁশ কাটতে পারে না, তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে এই ভাবে যখন জুলুম করা হচ্ছে সেখানে তারা কি ভাবে বাঁচবে? বনের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বনায়ন করা দরকার সেই উদ্দেশ্য সেখানে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। স্যার, লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় কন্ট্রাক্টরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা আজকে সেখানে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এই ভাবে তো বনের জন্য টাকা চাওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বনের জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে, সামাজিক বনায়ন হবে তাই এটার উপর যে কাট মোশন আমি এনেছি সেটাকে সমর্থন করছি। এবং বনের জন্য টাকার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। স্যার, এই যে এখানে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে কি করে সেই বাজেটকে আমরা সমর্থন করি? এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করার সময় বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য তো এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সরকারের মন্ত্রী এবং বিধায়করা আজকে সেখানে নিজেদের আখের গুছানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এবং দলীয় লোক যাঁরা আছেন তাদের পাইয়ে দেবার জন্য সমস্ত কাজ তাঁরা সেখানে করছেন এবং উনি সেখানে তথ্য দিয়ে বলেছেন মন্ত্রীরা কত লক্ষ টাকা খরচ করে নিজেদের জন্য বাড়ী-ঘর করেছেন সরকারী টাকায়। স্যার, আজকে এখানে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা আছেন, উনার সম্পর্কে বলেছেন অমরপুরে উনি যে বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন সেই বাড়ীর মালিক হয়ে গেছেন, সেখানে সরকারী টাকায় ঘর উঠেছে সেই তথ্য দিয়েছেন স্যার।

**শ্রীজওহর সাহা** ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিধানসভার মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিশ্চই আমাদের সমালোচনা করুন কোন আপত্তি নেই, কিন্তু উনারা বিগত কয়েক দিন যাবৎ আমার নামে, আমাদের মন্ত্রী সভার সদস্যদের নামে এমন কিছু

অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন আমরা বার বার সেগুলি প্রতিবাদ করেছি। আমরা আপনার মাধ্যমে বলেছিলাম এই ব্যাপারে যে, যখন কোন তথ্য পরিবেশন করবেন হাউসে সেটার অথেনটিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি মাননীয় সদস্য আমার নামে যে অভিযোগ করেছেন এটা যদি উনি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি হাউস থেকে রিজাইন দেব আর যদি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে উনি রিজাইন দেবেন কিনা, কারন এই ধরনের বার বার অসত্য তথ্য আনা হচ্ছে। স্যার, আমার বলার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

**শ্রী সুকুমার বর্মণ :—** এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

**শ্রী জওহর সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** হয় স্যার। প্রমাণ হলে আমি হাউস থেকে রিজাইন দেব আপনি দেবেন কিনা বলুন। আপনাকে রিজাইন দিতে হবে। এছাড়া আমি বলি স্যার, একটা রাস্তা হচ্ছে, পি, ডবলিউ, ডি, থেকে টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং সেখানে কনট্রাক্টর দেওয়া হয়েছে সেখানে ওরা একটা কথা বলেছে যে, কনট্রাক্টাররা নাকি আমার বাড়ীর জন্য ইট দিচ্ছে, অসত্য তথ্য বার বার পরিবেশন করা হচ্ছে। ওদের নিজেদের দায়িত্ব নেই, ওরা এখানে ভোটে আসেনি, চুরি করে এসেছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল মেম্বার, যে বিষয়ের উপর আলোচনা চলছে সেই বিষয়ের উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবেন।

**শ্রী সমর চৌধুরী** ( ধনপুর ) **:—** স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই, উনি তো রেগে যাচ্ছেন, সরকারী টাকা কি ভাবে উনারা লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন।

**শ্রী সুকুমার বর্মন :—** তারা সরকারী টাকা পয়সা কি ভাবে লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন স্যার, আমি এখানে তার একটা তথ্য দিতে চাই ফাইল নং-এফ ৪৪ (১ এম এফ)। এল এফ জি আর ডি বি ৮৮/৬১ মিনিষ্টব অফ ষ্টেইট হোম, আর, ডি, পঞ্চায়েত etc. ডিপার্টমেন্ট ডেইটেড ২৫/৩/৮৯ ইং এইখানে উনি রিকুয়েষ্ট করেছেন—প্লিজ, অ্যারেঞ্জ টু এ অ্যালট কণ্ট্রাক্ট আণ্ডার অকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অমরপুর ডিভিশান, ইন ফেবার অফ সর্বহারা সাহা অফ নতুন বাজার, আণ্ডার অমরপুর সাবডি-ভিশান। এই সর্বহারা সাহাকে স্যার ? কিভাবে তাকে সেখানে মিনিষ্টার রিকুয়েষ্ট করতে পারেন অ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে তাকে কাজ পাইয়ে দেবার জন্য ? এখানে স্যার, সন্দেহ হচ্ছে / এই জাতীয় লোকদের টাকা পাইয়ে দেবার জন্য সেখানে এইসব করছে।

***মি: ডেপুটি স্পীকার :—*** আপনি বসুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

***শ্রী রসিকলাল রায় :—*** পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, এইখানে উনি কি বক্তব্য রাখছেন নাকি রেফারেন্স পড়ছেন? এইটা জানা আছে কিনা গত ১০/৩/৮৯ ইং আপনাদের প্রধান প্রিয়লাল শর্মা কাঠ চুরি করে বন থেকে ৪টি ট্রাক করে স' মিলে নিয়েছেন তা উদয়পুরে সীজ করা হয়েছে? আপনাদের এইটা জানা আছে কিনা?

(গণ্ডগোল)

***মি: ডেপুটি স্পীকার :—*** আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি এমনিতেই সময় বেশি নিয়েছেন। প্লিজ সিট ডাউন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মতিলাল সাহা। আপনি ৮ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

***শ্রীমতি লাল সাহা :—*** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে যেসমস্ত ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি, বিরোধীদের আনীত সমস্ত কাট মোশানকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহাশয় এখানে একটি কাটমোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নং ২৮ হেড অফ অ্যাকাউন্ট ৪০৮—"ইন প্রোটেস্ট অ্যাগেইনস্ট করাপশান ইন সাপ্লায়িং ফুড অ্যাণ্ড অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের এই যে অ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিস্ সেগুলি সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে করাপশান হচ্ছে সেই রকম তথ্য মাননীয় সদস্য দিতে পারবেন কিনা জানিনা, তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, বিগত ১০টি বৎসরে বামফ্রন্টের আমলে সারা রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের যে দুর্নীতি ছিল সেই দুর্নীতিকে আমরা অতিক্রান্ত করেছি এবং সারা রাজ্য যাতে রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এই রাজ্যে ১১১১ টা ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসংহতগণ বন্টন ব্যবস্থা চালু আছে রাজ্যে বর্তমানে চাউল, গম, আটা, লেভী চিনি, লবন, ভোজ্য তেল, কেরোসিন সমস্ত দ্রব্য রেশন সপের মাধ্যমে বিলি করা হয়ে থাকে আমি জানিনা মাননীয় সদস্য কি বলতে চাইছেন। যদি উনি আগে বক্তব্য রাখতেন তাহলে জবাব দেওয়া সুবিধা হত।

স্যার, আমি এই টুকু বলতে পারি আমাদের এই সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যের জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক, ফিল্ড অফিসার ও পুলিশ দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি যদি কোথায়ও কোন দূর্নীতি হয় তাহলে যেন তার যথা যথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়, এবং এখন পর্যন্ত যতগুলি রেশন সপের দূর্নীতি অভিযোগ পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটি তাদের দলীয় কর্মীর এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। স্যার, মাননীয় সদস্য মতিবাবু এখানে একটা কাট মোশান এনেছেন, খাদ্যের অনুপযোগী চাউল সরবরাহের প্রতিবাদে স্যার, আমি কয়েক দিন আগেও একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা খারাপ চাউল সরবরাহ করছি না, তবে আমি বিরোধী সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি কয়েক মাস পূর্বে ৩১৮ মেট্রিক টন লাল চাউল এফ, সি, আই, থেকে আমরা পেয়েছিলাম যেটা অতি চাপে সিদ্ধ করে নিতে হয় এবং যেটা জনসাধারনের পছন্দ হয়নি। তার পর যখন জনসাধারনের পক্ষ থেকে আমরা কমপ্লেইন পেয়েছি পারটিকুলার এই লাল চাউলটার ব্যাপারে, তখন আমরা সেই চাউলটাকে পুনরায় বিভিন্ন রেশন শপের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি এবং জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের কাছে আমরা বলে দিয়েছি যদি কোন রেশন শপে খারাপ চাউল যায় তাহলে যেন সেগুলি বদলী করে ভাল চাউল সরবরাহ করা হয় এবং এই লাল চাউলটা ছাড়া অন্য কোন খারাপ চাউল বিলি বণ্টন হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে সে কথা মাননীয় বিরোধী সদস্যগন বলতে পারবেন বলে আমি আশা করি না। তাই মাননীয় সদস্যদেরকে আমি অনুরোধ করব সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে খাওয়ার উপযোগী চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে। কোন দুর্নীতির অভিযোগ আসলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তা তদন্ত করছি এবং যারা দোষী বলে সাব্যস্থ হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। স্যার, এক প্রকার জীব আছে যারা আলো সহ্য করতে পারে না আমি মনে করি বিরোধী সদস্যগণও এক প্রকারের অন্ধকারের জীব যারা আলো সহ্য করতে পারে না এবং তার জন্যই তারা এই সমস্ত মিথ্যা অপপ্রচার ও অসত্য ভাষণ ও কাট মোশান এনেছেন তাই আমি এই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জীতেন্দ্র সরকার।

শ্রী জীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ বিরোধীতা করি এবং আমাদের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের বন্ধুরা যে-যে কাট মোশানগুলি এনেছেন যেগুলিকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, বাজেটটাকে জনগনের স্বার্থে খরচ করা প্রয়োজন এবং জনসাধারনের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সমস্ত পরিকল্পনা করার কথা, কিন্তু স্যার, জোটের রাজত্বে সবই জোটাহার।

স্যার, এখানে পঞ্চায়েতের নামে কি হচ্ছে? কোন নীতি আছে? এই জোট সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে পঞ্চায়েত সম্মেলন হচ্ছে সে উপলক্ষে একটা পুস্তিকা বের করেছে। এই কং(ই)দের আগের রাজত্বেও পঞ্চায়েতের কোন নীতি বা আইন ছিলনা। কোন নির্বাচন হতনা। প্রায় ১৭ বছর কোন নির্বাচন আগে করা হয়নি। তবুও যে কয়েকটা নির্বাচন আগে করা হয়েছে সেগুলি হাত তোলা ভোটের মাধ্যমে হয়েছে কারণ কায়েমী স্বার্থবাজরা যাতে তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে পারেন। তারপরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ১৮ বছরের যুবক যুবতীদের ভোটাধিকার দিয়ে নির্বাচন করেছেন। এটা তাদের পঞ্চায়েত দপ্তরের পুস্তিকায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ৭০৪টা পঞ্চায়েতকে মাত্র একটা কলমের খোঁচায় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোন অভিযোগ তারা সুনির্দিষ্টভাবে আনতে পারেন নাই। পঞ্চায়েত আইনে আছে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যদি কোন পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে ১ বছরের মধ্যে সেখানে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই জোট সরকার একটা কলমের খোঁচায় পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং সেখানে নিজেদের দলীয় লোকদের নিয়ে উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছেন যদিও এই সভায় মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই ধরণের কমিটিগুলির কোন রিকগনিশন নাই।

**শ্রী *সুধীররঞ্জন মজুমদার* (মুখ্যমন্ত্রী) :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে বার বার বিরোধী সদস্যরা একটা কথা বলছেন যে, তাদের আইন সংগত অধিকার নাই, এইটা ঠিক নয়, সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন বলেছেন পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন যে, যে সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করা হয়েছে যেহেতু এখানে নির্বাচিত কমিটি নেই, সেই সমস্ত ক্ষমতা বি, ডি, ও,-এর উপর ন্যস্ত। বি, ডি, ও, কে পরামর্শ দেবার জন্য সরকারী দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই সব কথা কখনো বলা হয়নি, এইটা সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ দিয়ে সভাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

**শ্রী *বাদল চৌধুরী* (অর্থমুখ) :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরের সময় লিখিত ভাবে এই কথাগুলি বলেছেন।

**শ্রী *রবীন্দ্র দেববর্মা* (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখন তো প্রশ্নোত্তরের আওয়ার নয়। সুতরাং এখন এই সব কথা তো বলা ঠিক হবে না।

(গণ্ডগোল)

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার* :—** মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

**শ্রী *জীতেন্দ্র সরকার* :—** স্যার, এইখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা থেকে, কেন্দ্রিয় সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইখানে মন্ত্রীরা বলেছেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে পঞ্চায়েত সম্মেলন হচ্ছে যেটা রাজীব গান্ধী উদ্বোধন করেছেন সেখানে পঞ্চায়েত সমিতি এইখান থেকে রিপ্রেজেন্ট করবে।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচিত কোন পঞ্চায়েত নাই। তাহলে কে বা কারা সেখানে রিপ্রেজেন্ট করেছেন ? হো আর পার্টিসিপেটিং দেয়ার ? কে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন ?

ডেভেলাপমেন্ট কমিটির যারা সদস্য এরা জাল সার্টিফিকেট নিয়ে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আইনের কোন নির্দেশিকা সেখানে নেই। এইটা মন্ত্রীও স্বীকার করেছেন।

তারপর স্যার, আমরা সেখানে দেখেছি যে, পঞ্চায়েত বিধি তৈরী করা হয়েছে। স্যার, এইটা পঞ্চায়েতকে গরীব মানুষের শোষনের জন্য ব্যবহার তারা করবে এই বিধির বলে এইটা গরীব মানুষদের শোষণ করবার একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন।

স্যার, এখানে দুই একটা কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিকল্পনার দুর্বলতা গুলি দূর করার জন্য এমনকি নিবিড় বিকেন্দ্রী করন ভিত্তিতে করানোর জন্য পরিকল্পা তৈরী করা হয়েছে যাতে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হয়। এই উদ্যোগকে বাস্তবায়নও পরিকল্পনা তৈরী নামে স্যার, কাদের দিয়ে তারা প্লেনিং বোর্ড করবে জেলাস্তরে ? যাদের হাতে সমস্ত জেলাস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব থাকবে সে বোর্ডের মধ্যে স্যার, সদস্য হিসাবে থাকবে বড় বড় অফিসার, আই, এ, এস, অফিসার তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থকবে। নির্বাচিত সদস্যদের হাতে কোন ক্ষমতা থাকবে না। স্যার, এইটা তারা করতে চাইছেন এর দ্বারা রাজ্যে সরকার কি করতে চাইছেন ? পঞ্চায়েতের কাজ, পরিকল্পনা এগজিকিউসন এর প্রশ্নে, প্লেনিং উন্নয়নের প্রশ্নে, সমস্ত দায়িত্ব থাকবে এই জেলা বোর্ডের উপর। এবং এই জেলা বোর্ডের মাধ্যমে যারা আই, এ, এস, অফিসাররা থাকবেন তাদেরকে দিয়ে সেই ডি, এম, তাদের সবাইকে দিয়ে কেন্দ্রিয় সরকার তাদের তাবেদারী, জমিদারী, করার সুযোগ সেখানে রেখে দিয়েছেন এবং সেটাই রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছেন। এবং তাদের পুস্তিকার মধ্যে এটাই লিখিত রয়েছে পরিস্কার ভাবে। স্যার, সেখানে গ্রামে গণতন্ত্রক সম্প্রসারন, ভূমি সংস্কার এই সব জিনিসগুলি যেটা সবচাইতে আগে করা দরকার সেগুলি কি এখন থেকে এই আই, এ, এস, অফিসার, বড় বড় আমলাদের উপরেই নির্ভর করে হতে পারে ? তারা কি স্যার, কায়েমী স্বার্থকে স্পর্শ করবে ? তারা তা করবেনা এবং এইটা গত ৪২ বছরে সারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের জনগনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তারপর স্যার, সবচাইতে যেটা বেশী বিপদজনক সেটা হচ্ছে সম্পদ কর বসিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রশ্ন। টেক্স বসানোর জন্য খোয়াড়, ফেরী, রিজার্ভ বহির্ভূত বন, পানীয় জল, আলো সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কর বসানোর প্রস্তাব রয়েছে। ফলে এর মধ্য দিয়ে গ্রামীন জনগনের উপর অত্যাচার নেমে আসবে। স্যার, এই রাজ্যে প্রত্যক্ষকর এবং পরোক্ষ কর যেটা আদায় করা হয় তার এক ভাগও টাকা গ্রামের জনগনের কাজে ব্যয়িত হয়না। কাজেই আমরা দেখেছি সেখানে অবাধ লুট করার জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

তারপর স্যার নারীদের জন্য সংরক্ষনের কথা বলা হচ্ছে। স্যার, যে রাজ্যে নারীদের ধর্ষন করা হচ্ছে, এবং যারা ধর্ষনকারী তাদেরকে আড়াল করার জন্য মন্ত্রীরা প্রশাসনকে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছেন, আবার তারাই এখানে নারীদের জন্য মায়াকান্না করছেন। নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠিত। আর তাদের অধিকার রক্ষা এরা করবে এটা তো ভাবাই যায় না।

তারপর স্যার, তফসিল জাতীর কথা বলা হচ্ছে। এইখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ৫০ জন লোককে নাকি চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে পারি যে, একটি লোককেও চাকুরী দেওয়া হয়নি। স্যার, কোন আইনে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মানা হয়নি। ?
হোস্টেল তৈরী হচ্ছে না। তৈরী হয়েছিল বামফ্রণ্ট আমলে। সেটাও সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। কর্পোরেশনের নাম করে সেখানে টাকা পয়সা নয়-ছয় করা হচ্ছে

স্যার, আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সংস্কৃতি। কিভাবে সংস্কৃতির উপর আক্রমন করা হচ্ছে। স্যার, এই রাজ্যের আইন শৃংখলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিনি বিচারের 'র' বাদ দিয়ে থাকেন। স্যার, আপনি জানেন বিচারের 'র' বাদ দিলে কি থাকে। এখানে আমরা দেখছি যে, এমন একটা অপদার্থ লোককে সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—*** মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

***শ্রী জীতেন্দ্র সরকার :—*** সুতরাং স্যার, রাজ্যের মানুষ উনার কাছ থেকে কোন কিছু আশা করতে পারেন না।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—*** মাননীয় সদস্যকে বলছি যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

***শ্রী জীতেন্দ্র সরকার :—*** স্যার, এক মিনিট। সেখানে আমরা দেখছি যে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে নাটক যাতে না হতে পারে সেই চেষ্টা বা ঘটনা করেছে। স্যার পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা সত্বেও পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তারা দেখেছেন গুণ্ডারা ঐ হলের মধ্যে কিভাবে মানুষকে হুমকি দিচ্ছে এবং দৈহিক ভাবে নির্যাতিত করছে।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—*** আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

***শ্রী জীতেন্দ্র সরকার :—*** স্যার, এই রাজত্ব ঐগুলি আশা করে লাভ নেই। সুতরাং স্যার, এই যে টাকা পয়সা এইগুলি ওদের পেট ভরি করার জন্য, নয়-ছয় করার জন্য। এগুলিকে স্যার, একজন বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে মানতে পারিনা। তাই আমি তার তীব্র বিরোধীতা করছি। আমাদের দল বা আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— ( উনি ককবরক ভাষায় উনার বক্তব্য রেখেছেন )।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষ্ণপুর ) :— মানগীনাও Deputy Speaker Sir, চাঃ সামাণি এই যে, জোট সরকার ফাইমাণি ভীলন ত্রিপুরা রাজ্যানি Tribal Welfare Deptt, সবচেয়ে বেশী বরগনি ইয়াগ, আক্রমন আংখা। চাং তাম নীগ বরগ ফাইমাণি লগৈ' লগৈ' Tribal Welfare নি' চিনি অধিকার, চিনি মানথাই. বাকীং বারা রগানি মানথাই কাইসা কাইসা খালাই পাইরাখা। মা বাড়ীঅ পীনজীয়া কসম তানতীই কাইসা কাইসা খালাই। চাং Block Level অ থাংকাই তাম নীগ। নিউক্লিয়াস বাজেট। এই নতুন কমিটি বরগণ Chairman খালাই রাখা। বরগণি মনোনীত সদস্যরগ এক দলীয় শাসন ব্যাবস্থানি মাধ্যমে বরগণ নিউক্লিয়াস বাজেটনি বাং পয়সা বা বিভিন্ন মানথাই রগন শুধুমাত্র বরগনি বরগণ নাঅয় রাখা। অথচ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বীকীং বারারগ কীবাংমা অ কক-বরক পগাই থাংখা। চাং তামা নীগ' বরগ কিছু কিছু বরনগনসে বাগ'। C. P. M. খালাইনাই বরগণ তো দূরের কক এমনকি যুব সমিতি খীলাইনাই চিনি তাথুক বুথুক সংনব রীযা এই নিউক্লিয়াস বাজেট। চাং তামা নাগখা A. D. C. নি ১০ লক্ষ রাংনি পাইজাগ খাতাং রাজ্য সরকার Block নি Chairman নি থানি য়াফাবাই রাখা। ১০ লক্ষ রাংনি খাতাং সাবা মান ডেপুটি স্পীকার স্যার ? কীরাই বরগ-রগ মানয়া। সাবা মান ? যে নগ' খরগনাই খরগতাম চাকরি, বিহিন পাসাই চাকরি বরগ সে এই স্থতা মান'। যাবা বাগনাই কাণনানি কীরাই বরগ স্থতা মেলা মানযা। আবনি ব'গাইন আংসানা নাইঅ চিনি মান গীনাও Tribal Welfare মন্ত্রী ব' দৃষ্টিভঙ্গি বাই চিনি Tribal Welfare ন নাইখা। আং বন কিছা সাংনা মীচাংগ। ককঅ তংগ Deputy Speaker Sir, বরগনি তংনাং আংখা বালজাগ নাই কংখগায়া বালনা ইস তংগগ গীমানি হাইসে আংগাই তংগ। কংগ্রেসন বালতে বালজে বরগসে তংগীগাই তংসাঅ। চিনি মানথাইবগ পাইমানি বরগ সাঅয় মানায়া। কেবল তংগীগাই সে তংগ। কিসা সিসা ফাণ' নাই গীলাই তংগানি মাই ফান' চিঅ বিলে। আবনি বাগাইন নগর অ'চুগাই তংগ। মাননীয় Deputy Speaker Sir. আংসানা মীচাংগ চিনি Tribal Welfare Deptt. সাধারন রোগীরগ পর্যন্ত চিকিৎসানি বাগাই কিছা মিহা ফান বাং পয়সা মানযা। মাননীয় Tribal Welfare মন্ত্রী দ্রাওকুমারবাবুন আং ৪টা পিটিশন রীনানি তংগ। অমরপুরনি বিয়াং তাথুক রগনি বাগাই। বরগ তাবুক পর্যন্ত G. B. Hospital অ, তংগ। তাবুক পর্যন্ত রাং মানযা। বরগ কোন দিন রাং রায়া। আং কীবাং সানা থাংয়া তাইব কীবাংমা কক তংগ। Deputy Speaker Sir, চাং নাইঅ চিনি বীকীং বারানি যত মানথাই তাবুক জোট সরকার ফাই আই চাং তাইব কীবাং কীবাং

খীলাই মানয় Tribel রগ হামথাং। চাং অ জিনীষন ওয়ানসাগ। কিন্তু চাং তৗমা নীগ কক সিমিসে কতর কতর কাযাকরী মাংসা ফান' কীরাই। রাং সামিসে অর নীগ'। অ রাং তৗমা আংনাইবা। অর যে রাং রমমানি তৗমা আংনাই ? মাংসা আংয়া। তাবুক সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ Fos st নি জুলুম। হুগ' মা সাগয়া অনুমতি ছাড়া। মাই মীচায়া। এলাকা রগ'। নসিব' ফালয় মানয়া। বলংনি থা খীরাই তংগ। বিছা' বীতীয় পর্যন্ত ফালয় তংগ। Tribal Welfare Deptt. তাম খীলায় ? থামমাই দা বুঅয় তং ? মন্ত্রীরগ থামপাই বুনানি বাগাই দা তং ? আং তাই থাইসা কক সানানি মীচাংগ Deputy Speaker Sir Border Road Projetc অ' যে ১০ কোটি। ৫ কোটি রাং আগিন সেংশন আংখা। কাঞ্চনপুর, ছামনু, সালেমা তাই গণ্ডাছড়া এই চারটা ডিবিশননি B. D. O. তাই D. M. ন কতর চাংগাই Barder Road Project নি ৫ কোটি রাং সেংশন আংমাণি আব এই দীর্ঘ ১৩ মাস যুব–সমিতিরগ' লগিরাঅয় Stop খীলাই রীখা রাং সেংশন আংমানি। D. M. ত্যাগী কিছুদিন সাকাং ঐ সব এলাকা ঘুরি ফাইঅয় তাম' সা' হানথে যেভাবে নগ' তাংখা আব যে কোন সময় রাইঅয় মান। অমতাই নগ' বরক তংগাই মানয়া। দেওয়াল নগ' টিন নগ' যে কোন সময় বাইঅই থাংগাই মান। চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাংনাই ১৪ তারিখ A. D. C. বাই বুঝা পড়া আংখা Border Project নি ১০ কোন রাং বন সামুং ফীনাংনানি তাই চার বৎসরনি পরিকল্পনা কার্যাকরী খাইলাইনানি। মাননীয় সুধীররঞ্জন মজুমদার ৬ দফা দাবীঅ খবজাগ'। কিন্তু এই ১৫ তারিখনি পরে সরকার A. D C বা Block Level অ কোন রকম সারকুলার রীগানি খবর কীরাই। মাননীয় দিবাচন্দ্রবাবু অর' তংগ। বিনি T, R, T, C, অ ২৫ টা D-R s*ib খীলাই রীজাগখা। তাবুক নীগ' পত্রিকাঅ ৩১টা নতুন খীলাই চাকরী আংনাই। এইভাবে বিভিন্ন Deptt, অ' D Res*rb খীলাই কায়দা কানুন খীলাই শেষ খীলাই রীখা। ট্রাইবেল কীরাই। ট্রাইবেল রগ' শেষ। তাই বরগ' আচাগাই তংগাই থামপাই বীঅ। Tribal Welfare এর পূর্ণবাসন কাকে দেবেন ? বিজয় রাংখল এর ৫ হাজার মানুষকে ? না Tribal Welfare Deptt. কে ? আর Tribal Welfare ২৫ হাজার করে পূর্ণবাসন রীনাই। সাবান রীনাই রাদি। চাং সাহার্য্য রীনাই। কিন্তু রীঅয় মাননাইদা। কিন্তু Tribal Welfare মন্ত্রী সাঅ ২৫ হাজার খীলাই রাং মানখাই মাথাললাই তাপসা খীলাই ডাক্তারসে নাংগানু। বরগ' কক সামিসে। সবচেয়ে বড় কক আংখা চিনি যুব সমিতিনি তাখুক বুখুক সঙ তংগ জোট সরকার হানয় অথচ বরগণ মাথাঅয় কংগ্রেসন থাং পাইখা। A, D, C, ন তীয়াই আগি কক কতর কতর সাঅ। আন্দোলন খীলাইখা। কিন্তু সাধা খীলাইখা। Dy. Speaker Sir, চিনি অর Tribal মন্ত্রী খরগসা অংগ' ষষ্ঠ তপশীল সমর্থন খীলাইয়া। অমতাই মন্ত্রী পর্যন্ত চাং তাবুক নীগ'। বিনি থানি চাং তাম আশা খীলাই মান। জোট সরকার ফাইমানি পরে তাম আংখা A. D. C. ক্ষমতা কমিরীখা। রাজ্যসভা, লোকসভা বিলি পাশ আংখা এই রকম নানা রকম কক্। A. A. C. ন সাধারণ Notified Area হায় খীলাই নানি পরিকল্পনা খীলাই তংগ'। বহু রক্তনি বিনীময়ে

তুবুমানি। অরন রক্ষা খীলাইনানি যতনি কর্তব্য। কংগ্রেসনি খীতুং আংগীই A. D. C. ন সাবাই সানীই। এই ভুল পথনি নরগ' কাফিল সাদি। খীতুং আংগীই নরগ' তাই কতদিন চলি সানীই। Dy. Speaker Sir, বাজার চাং নাগ' মাথরা মাসারী নাই তংগ। মাথরানি গদনাঅ সাকল খাঅয় বিভিন্নভাবে মাসারীঅ। ঠিক বরকব অমতাইন আংগীই তংগ। বরগ' সমস্ত ত্রিপুরানি বাকাং বারা' রগনি বাগীই প্রতিবাদ খীলাই মানয়া। চাকারিনি ব' মাংসা খীলাই মানয়া। বারীম রমক্রে জাগব মাংসা খীলাই মানয়া। বরগ' মাংসা ফাণ' মানয়া, বরগনি মুখাং তদা তং? তামা রীঅয় মানখা। তাবুক এলাকাঅ থাংগীই মানয়া। কইফত মা রীনাই। থা বলং চকমানি কইফত মা রীনাই। তাবুক যুব সমিতি নি বরগ' রগন' জনসাধারণ খীগতাই মাসাঅ। বরগনি তংমাং হামহানি বাগীই। A, D, C, বিসিং ১২০০ আংতাতাই হাবখা। কোন রকম Step নায়া'। আস্তে আস্তে বরগ' বাংগীই থাংকাই চাং কাচাগ খীলাইনাই, উপজাতি যুব সমিতি খীলাই নাই বরগনি তাম' আংনাই। চাং বায়াং থাংনাই, বাকাং বারা রগ' তাম আংনাই। আবন চিন্তা খীলাইনানি দরকার। আবন কাতাল খীলাই ওয়ান সাকনানি দরকার। Dy Speaker Sir, আং সানানি মাচাংগ এই যে, জোট সরকার ফাইঅয় এই যে, Welfare Deptt. যে বাকাং বারানি বাগীই রাং রনমানিন চিনি বদল হইতে যে কাটমোশন তুবুমানি আবন সমর্থন খীলাই, তাই যুব সমিতিনি বরগ রগন অনতাই তা তংসাদি হানয় অনুরোধ খীলাই বাইনি খীখুংতা আংসাদি, বাইনি কাচার, তা তংসাদি হানয়, বরগন সাবধান খীলাই রীঅয় ছাটাই প্রস্তাবন সমর্থন খীলাই আং আনি কক পাইরীখা।

ধন্যবাদ।

( বঙ্গানুবাদ )

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যেসমস্ত ট্রাইবেলদের প্রাপ্য ছিল সেসমস্ত অধিকারকে এই জোট সরকার একটা একটা করে শেষ করে দিয়েছে। যেমন মা বাড়ী (কালী বাড়ীতে) কাল পাঠা একটা একটা করে বলি দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ট্রাইবেলদের সমস্ত দাবীকে একটা একটা করে শেষ করে দিয়েছে। আমরা ব্লক লেভেল এ যদি যাই তাহলে কি দেখি নিউ ক্লিয়ারস বাজেট। এই নূতন কমিটি তাদের দলের লোককে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছে। এই নূতন কমিটির সদস্যরা এক দলের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দাবী নিউ-ক্লিয়াস বাজেটের টাকা পয়সা এদের পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ যারা ত্রিপুরা রাজ্যে পিছিয়ে পড়া উপজাতি যে রয়েছে এটা তাদের খেয়াল নেই। আমরা আরো দেখেছি এরা কিছু সংখ্যক মাষ্টারকে সুযোগ দিচ্ছে সি, পি, আই (এম) যারা সমর্থন করে এদের কথাতো বলে লাভ নেই। যারা যুব সমিতির সমর্থক

এদেরকেও দেওয়া হচ্ছে না। আমরা আরো দেখেছি এ, ডি, সি ১০ (দশ) লক্ষ টাকার সূতা কিনেছে ঐ সূতা রাজ্য সরকার ব্লক-এর চেয়ারম্যানের কাছে দিয়ে দিয়েছেন। ১০ লক্ষ টাকার সূতা কারা পেয়েছেন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার? যারা গরীব তারা পায়নি। কারা পেয়েছে? যাদের বাড়ীতে দুইজন, তিনজন চাকুরী করে এমন কি স্বামী স্ত্রী চাকুরী করেন এমন লোকেরাই পেয়েছে, যাদের কাপড় পরার মত নেই তারা পায়নি। এর জন্যই আমি বলতে চাই যে মাননীয় Tribal Welfare Deptt, এর মন্ত্রী মহোদয় কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে Tribal Welfare কে দেখছেন। কথায় আছে Deputy Speaker Sir, গাধা চড়ে আনন্দ পায়না গাধাকে কাঁদে বয়ে নিয়ে আনন্দ পায়। T, U, J, S, কংগ্রেসকে বয়ে নিয়ে আনন্দ পায়। আমাদের অধিকার দাবী, যে ন্যায্য পাওনা সেটা যে একেবারে শেষ করে দিচ্ছে এটা যুব সমিতি জানে না। শুধু আনন্দে আছে। কংগ্রেস ভাত খেলে ওরাও তো ক্ষুদ হলেও পায়। এর জন্যই ওরা দিব্যি বসে আছে। Dy Speaker Sir, আমি বলতে চাই যে, Tribal Welfare- থেকে সাধারন মানুষ গ্রাম, পাহাড় থেকে আসা রোগী পর্যন্ত সাহায্য পায়না। মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউ বাবুকে আমি নিজে ৪টা পিটিশন দিয়েছি। অমরপুর থেকে রিয়াং ভাইদের জন্য। অথচ আজ অব্দি G. B, Hospital এ আছে কিন্তু কোন রকম আর্থিক সাহায্য পায়নি। আমি বেশী বলতে যাচ্ছিনা অনেক কথা আছে। Dy. Speaker Sir, আমরা চাই, জোট সরকার Tribal দের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা করে যেন বাঁচার ব্যবস্থা করে দেয়। আমরাও এটাই আশা করি। কিন্তু আমরা কি দেখি, শুধু বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে অথচ কাজের কাজ কিছুই করতে পারছেনা। এখানে তো অনেক টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে কি হবে? কিছুই হবে না। এখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে Forest এর জুলুম চলছে। জুমে আগুন দিতে পারছেনা। তার জন্য অনুমতি নিতে হচ্ছে। আর ঐ সব এলাকার মধ্যে অন্নের সংস্থান হচ্ছেনা। অর্জন ফুলের তৈরী ঝাড়ু বিক্রি করতে পারছেনা। বনের আলু সংগ্রহ করতে হয়। এমন কি বাচ্চা শিশুদের বিক্রি করে অন্নের সংস্থান করতে হয়। এরকম ঘটনার কথা তো প্রায়ই এখন পত্র পত্রিকায় দেখা যায়। Tribal Welfare Deptt. কি করছে? মাছি মারার জন্য বসে আছে। আর মন্ত্রী মশাইরা কি মাছি মারছেন? আমি আর একটি কথা বলছি Deputy Speaker Sir, Boder Project, যে ১০ কোটি টাকা আছে তার মধ্যে ৫ কোটি টাকা আগেই সেংশন হয়েছিল। কাঞ্চনপুর, ছামনু, সালেমা ও গণ্ডাছড়া। এই চারটা জায়গার জন্য যে B, D, O, ও D, M, কে এর ভার দিয়ে ৫ কোটি টাকা সেংশন হওয়ার পর এই দীর্ঘ ১৩ মাস যুব সমিতির দল কংগ্রেসদের সঙ্গী দিয়ে Stop করে দিয়েছে। D, M, ত্যাগী কিছু দিন আগে এলাকা ঘুরে এসে বললেন যেভাবে মাটির ঘর তৈরী করা হয়েছে বা টিনের ঘর সেটা নাকি যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে। তাই মানুষ এখানে থাকলে বিপদ হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৪ তারিখ A, D, C,-র Executive Member দের সঙ্গে বুঝাপড়া করলেন। Border Project এর ১০ কোটি টাকাকে কাজে লাগানো ও চার বৎসরের

পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে। মাননীয় সুধীররঞ্জন মজুমদার ৬ দফা দাবীর মাধ্যমে বুঝাপড়া করলেন। কিন্তু এই ১৪ তারিখ-এর পর রাজ্যে সরকার A, D, C, বা Block Level এ কোন রকম সারকুলার পাঠানোর খবর আছে বলে মনে হয় না। মাননীয় দিবাচন্দ্রবাবু এখানে আছেন। উনার T, R, T, C তে ২৫ টা পোষ্ট Dereserbe করা হয়েছে। এখন দেখছি পত্রিকায় ৩১ টা নূতন করে চাকুরী নেওয়া হবে। এ রকম ভাবে বিভিন্ন Deptt এ Dereserbe করে কায়দা কানুন করে সব S. T post কে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আর উনারা বসে বসে মাছি মারছেন। Tribal Welfare এর পূর্ণবাসন কাকে দেবেন ? বিজয় রাংখলের ৫ হাজার মানুষকে না Tribal Deptt. কে ? আর ২৫ হাজার টাকা করে পূর্ণবাসন দেবেন কাকে দেবেন। আমরা সাহায্য করব। কিন্তু দিতে পারবেন কি ? Tribal Welfare Deptt. এর মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ২৫ হাজার টাকা করে পূর্ণবাসন দিলে যারা পাবেন টাকা দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। তাই ডাক্তার ডাকতে হবে। উনাদের শুধু বড় বড় বুলি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের যুব সমিতির বন্ধুরা আছেন অথচ এদের ধুনে রেখে কংগ্রেসরা সব শেষ করে দিচ্ছে। A, D, C, কে নিয়ে আগে বেশ বড় বড় বুলি ছাড়ত আন্দোলন করছেন। কিন্তু কারা A, D, C, এনেছে। মাননীয় Dy Speaker Sir, আমাদের এখানে একজন Tribal মন্ত্রী আছেন যিনি ষষ্ঠ তপশীল বা A D. C কে সমর্থন করেন না। এমন পর্য্যাযের মন্ত্রী আমাদের দেখতে হচ্ছে। উনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি। জোট সরকার আসার পর আমরা কি দেখি। উনারা বলছেন A, D C র ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। রাজ্যসভা, বিধানসভা, লোকসভাতে বিল পাশ করা হয়েছে A, D, C কে সাধারন Notitied Area র মত করার চক্রান্ত নেওয়া হচ্ছে। বহু রক্তের বিনিময়ে A, D, C, করা হয়েছে। এটাকে রক্ষা করার কর্তব্য সকলের। A, D, C, ভাঙ্গতে হবে কংগ্রেসদের লেজুর হয়ে না থাকার জন্য, ভুল পথ থেকে সরে দাড়ানোর জন্য বলছি। আর কতদিন এভাবে চালাবেন। Dy, Speaker Sir. বাজারে অনেক সময় দেখা যায় বানরকে নাচাতে। বানরের গলায় দড়ি দিয়ে আটকানো কিংবা শিকল দিয়ে আটকানো অবস্থায় নাচাতে। ঠিক তেমনি কংগ্রেসরা যুব সমিতিকে কায়দা করে আটকিয়ে নাচাচ্ছে। এরা ত্রিপুরার উপজাতি অংশের মানুষদের কিছুই করতে পারবেনা। চাকরি দিতে পারবেনা। অন্নের সংস্থান করে দিতে পারবে না। মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না। পারে না কিছু করতে। এদের মুখ দেখলে লজ্জা হয়। কি দিতে পেরেছেন। এখন এলাকার মধ্যে যেতে পারেন না। বনের আলু তুলতে হচ্ছে. এর ফয়ফল দিতে হবে। এমন যুব-সমিতির মানুষদের সমর্থকদের কে এলাকার লোক মুখে থুথু দেয়। এদের নীতির জন্য। A, D, C, র মধ্যে ২০০০ মত লোক এসেছে রাজ্য সরকার কোন রকম Step নেয়নি। আস্তে আস্তে এখানেও এদের সংখ্যাই বেড়ে যাবে। আমরা যারা C. P. M করি বা যারা যুব-সমিতি করেন এদের অবস্থা কি হবে। আমরা কোথায় যাব ? এটাকে ভাল করে বুঝা উচিৎ বা চিন্তা করা উচিৎ। Dy. Speaker Sir, আমি বলতে চাই যে,

Tribal Welfare Deptt. যে বাজেট ধরা হয়েছে, সেটাকে বিরোধিতা করে যে কাট মোশন আনা হয়েছে, এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। আর যুব-সমিতিকে এভাবে আর না থাকার জন্য ও অন্যের লেজুর না হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এর সঙ্গে সঙ্গে সাবধান, সর্তক করে দিয়ে আমি ছাটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরজিৎ সিনহা।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন আজকে হাউসে আনা হয়েছে সেগুলির তীব্র বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। যে সমস্ত পয়েন্টের উপর বিরোধী সদস্য মহোদয়গণ কাট মোশন এনেছেন আমি মনে করি, সেগুলির কোন কোন যৌক্তিকতা নাই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলি সম্পর্কে বিরোধী সদস্য মহোদয়দের ধ্যান ধারনা থাকা জরুরী বলে আমি মনে করি। কারণ, যে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টের উপর উনারা কাট মোশন এনেছেন বিশেষ করে রুরাল ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপর কাট মোশন এনেছেন যে, —রাজ্যের গ্রামীণ ও অশিক্ষিত বেকারদের সারা বছর কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত না করার প্রতিবাদে।" স্যার, আমাদের রাজ্যে তিন লক্ষ ভূমিহীন বেকার শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ভারত সরকারের গাইড-লাইন অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিককে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিনে সরকারী উদ্যোগে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। ভারত সরকারের গাইড-লাইন অনুযায়ী আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিন লক্ষ বেকার শ্রমিককে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিন কাজ দিতে গেলে আমাদের প্রয়োজন ৪২ কোটি টাকা। আমাদের নিজস্ব সোর্স অব্ ইনকাম খুবই সীমিত। টোট্যাল এখন আমাদের আর্থিক সংস্থান আছে ১৪ কোটি টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমরা ত্রিপুরার তিন লক্ষ গ্রামীণ বেকার শ্রমিকদের ৩৩ দিন কাজ দিতে পারি। এর আগে বামফ্রন্টের সময়ে মাত্র ২৩ দিন কাজ দিতে পারতেন, কিন্তু আমরা ৩৩ দিন দেবার জন্য বাজেট করেছি। সেটা ঠিক ভাবে যাতে গ্রামের বেকাররা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করেছি। বিগত বামফ্রন্টের আমলে ২৩ দিন কাজ দেওয়া হত এবং তার মধ্যে দেখা গেছে চূড়ান্ত দলবাজী করতেন গরীব মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে। উনারা কোন শ্রমিক যদি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মিছিলে না যায় তাহলে তাদের ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ দিতেন না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ জানেন এবং যদি তাদের মিছিলে যেত কাজ না করলেও তাদের ম্যানডেইজ দিতেন। যার কারনে ভারত সরকারের গাইড লাইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার মিলে আমরা কিছু সম্পদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলাম। সম্পদ তো সৃষ্টি হলোই না সাথে সাথে সেই গরীবের কোন উপকার হয় নি সে জন্য আমি মাননীয় বিরোধী সদ্যদের অনুরোধ করবো যে গঠন মূলক চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে

আসবেন। মাননীয় প্রবীন একজন সদস্য চিৎকার করে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে এবং কৈলাশহর হাসপাতাল সম্বন্ধে উনি বলেছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ধর্মনগরে সদ্যজাত শিশুকে কুকুরে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই খবর প্রচারের সাথে সাথে তখনকার স্বাস্থ্য মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন সমস্ত হাসপাতালের কুকুর ধরা হোক, সেই নির্দেশ হওয়া মাত্র সমস্ত হাসপাতালে কমরেডদের মধ্যে দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেল। কে কুকুর ধরবে? মাত্র ২টি কুকুর ধরা হয়েছিল, বিল হয়েছিল ৩৫ হাজার টাকা এবং এটা নিয়েছিল কমরেডরা আমাদের কাছে সেই সমস্ত তথ্য রয়েছে কিন্তু আজকে তারা বড় কথা বলেন, স্বাস্থ্যের কথা বলেন। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রত্যেকটা রাজ্যে মানুষের চিকিৎসার সুযোগ পৌছে দেব, তার জন্য জোট সরকার ধাপে ধাপে প্রতিটি পঞ্চায়েতে আমাদের সাব সেন্টার খুলতে শুরু করেছি। আরেকটা তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে যে নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানে আন্দোলন চলছে সেখানে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলে চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে বিগত বামফ্রন্টের সময়ে কেন্দ্র থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা এসেছে। এডাল্ট টিচার নিযুক্ত করেছে যাদের দ্বারা নিরক্ষরতা দূরীকরন করা হবে, আমার কাছে তথ্য আছে প্রায় ২০০ কৃষক সভার কর্মী যারা বকলম, তাদেরকে এডাল্ট টিচার নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানে তারা বাস্তব চিন্তা ধারা নিয়ে কাজ করেন নি। আমরা বাস্তব চিন্তা ধারা নিয়ে কাজ করছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা মনে করছেন বিরোধিতা করতে হবে, তাই উনারা বিরোধীতা করছেন। কিন্তু নীতিগত ভাবে একটা স্বাভাবিক চিন্তা ধারা নিয়ে তো একটা গঠন মূলক কাজ করা যায় সেটা বিগত দিনে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই। বিগত দিনে যখন বামফ্রন্ট সরকার ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে ঋণ মেলার জন্য আমরা আওয়াজ তুলেছিলাম গরীব মানুষ যাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋন মেলা পায় এবং সেই ঋন পাইয়ে দেবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম যেমন ফুড ফর ওয়ার্ক' কাজের বিনিময়ে খাদ্য পাবে।

সেখানেও তাদের মিছিল না করলে কাজ পায়না। সেখানে তাদের যে চক্রান্ত, তাদের যে অপকৌশল সেটাকে বানচাল করার জন্য আমরা বলেছিলাম যে, ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তখন ওরা এইটাকে বিরোধিতা করেছিল। আপনারা জানেন তখন কি হয়েছিল। তারা খুন করেছিল। ঋণমেলার ব্যাপারে যারা আন্দোলন করেছিলেন, ঋণমেলার দাবী নিয়ে যারা ব্যাংকের কাছে গিয়েছিলেন সরকারের কাছে গিয়েছিলেন তাদেরকে খুন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যখন ওরা বুঝতে পারল যে সর্বনাশ, এইভাবে বিরোধিতা করলে পরে সাধারন মানুষ সি, পি এমের পেছন থেকে সরে যাবে, তখন ওরা ৩ লক্ষের উপর দরখাস্ত ছেড়েছিলেন ১২ টাকা করে। ত্রিপুরার গরীব মানুষ থেকে তারা এইভাবে কত টাকা সংগ্রহ করেছিলেন? কিন্তু ঋণ দেয়নি। পরবর্তী সময়ে আমরা ঋণমেলার ব্যবস্থা করেছি। আজকে তারা হাউসে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন ঋণমেলা কবে দেওয়া হবে ও কত দেবেন, কবে দেবেন। সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনারাও অ্যাপ্লিকেশান করুন,

আপনাদেরকেও দেওয়া হবে। কাজেই এখানে যে যে ব্যাপারে কাটমোশান আনা হয়েছে, এইগুলি যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে আর একটি ব্যাপারে কাটমোশান আনা হয়েছে গ্রামীন জল সরবরাহের ক্ষেত্রে। এই কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই, জেলা পরিষদের কর্তৃত্বে রয়েছে বামফ্রন্ট। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে যে টাকাটা এ. ডি, সি'র কাছে রয়েছে, এ, ডি, সি. প্রায় ২০০ মার্ক টু টিউবওয়েলের টাকা আমাদের স্টেইট গভর্ণমেন্টকে দেয়নি। যার ফলে গ্রামের যে ক্রাইসিস্ রয়েছে আমরা ঠিকভাবে সেখানে দিতে পারছি না। ২০০ মার্ক টু টিউবওয়েলের টাকা এখনও স্টেইট গভর্ণমেন্টকে দেয়নি। তাহলে বুঝতে হবে কমিউনিষ্ট পার্টির চরিত্রটা কি? ওরা ধংসাত্মক মনোভাব নিয়ে কাজ করেন, ওরা গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করেন না। কিছুদিন আগে এখানে আর এস, পির নতুন সদস্য বলেছিলেন, ভারতবর্ষের যেখানে ৮০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে সেই ৮০ শতাংশের প্রতিনিধি হচ্ছে বামফ্রন্ট। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এখানে গরীব করার প্রতিযোগিতা চলছে। দেশে যত গরীব বাড়বে, তাদের তত লাভ হবে, তারা বলবে আমরা গরীবের বন্ধু। তাই তারা গরীবরা কিছু পাক চায় না। সুতরাং আমরা যেভাবে কর্ম-উদ্যোগ শুরু করেছি, আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে পারব আমরা কি করেছি ত্রিপুরার মানুষের জন্য। ট্রাইবেল পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও দেখছি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কীম আছে। নিউক্লিয়াস বাজেট। বিগত দিনে ওরা কি করেছে? যারা এস, টি, এবং এস, সি, যারা সমাজের সবচেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত তাদেরকে নিউক্লিয়াসের সুযোগটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। বিগত দিনে বামফ্রন্ট এই নিয়ে চূড়ান্ত দলবাজি করেছে। সেটা আমাদের কাছে তথ্য আছে। সুতরাং আজকে তারা আমাদের সমালোচনা করছে এবং যে কাট মোশানগুলি বিরোধীরা এনেছেন আমি তার তীব্র বিরোধীতা করি এবং আমাদের সহযোগিতা করার জন্য নতুন সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য, আমি অনুরোধ রেখে, ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুনকুমার কর।

**শ্রীঅরুন কুমার কর ( মন্ত্রী )** : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি সরকার পক্ষের তরফ থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে, বিরোধীরা যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঃনিখিল সরকার ডিমাণ্ড নং ২০তে কাটমোশান এনেছেন, মাননীয় সদস্য গোপালচন্দ্র দাস ডিমাণ্ড নং ২০তে কাট মোশন এনেছেন। তাদের কাটমোশানের বিষয়বস্তু হল শিক্ষা সংকোচনের প্রতিবাদ, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপার এবং বেসরকারী শিক্ষকের পেনশন। আমি জানি না শিক্ষা সংকোচনের ব্যাপারে কি বলতে চাইছেন। আমরা এই বাজেটে বরাদ্দ চেয়েছি ১১৯টা নতুন প্রাথমিক

বিদ্যালয় স্থাপন করা, আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি ৯৬টা জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিকে রূপান্তরিত করা, আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি ৩০টা সিনিয়ার বেসিককে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা, আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি ২৪টা উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য।

এই যে শিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচী তারা তাকে শিক্ষার সংকোচন হিসাবে গ্রহন করেছেন কি না। আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন শূন্যপদগুলিকে পূরণ করার জন্য। তারা দীর্ঘ দিন দলবাজী করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটের জন্য শিক্ষা বিভাগের সমস্ত কিছু ব্যবহার করে তারা যে ৪৫০ টা পোষ্ট খালি রেখে এখানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে গিয়েছেন তাতে ছাত্ররা যেভাবে বিগ্নিত হচ্ছিল তা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি, তারা তাকে শিক্ষার সংকোচন ভাবছেন কি না। আমরা বলতে চাইছি এই যে ৪৫০ টা পোষ্ট যার অধিকাংশই হচ্ছে এস টি ও এস সির জন্য রিজার্ভ, তার এগেনষ্টে নূতন ৪০০ পোষ্ট আমরা সৃষ্টি করে এই শূন্য পদগুলি যাতে পূরণ করা যায় তার জন্য আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি, এইটাকে তারা কি ভাবছেন শিক্ষার সংকোচন, না নিয়োগ সংক্রান্ত আমাদের অপদার্থতা, তারা কি ভাবছেন আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমরা ক্ষমতায় এসে দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে বেসরকারী শিক্ষকদের স্বার্থে যা করতে পারেন নি আমরা এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষকদের পেনশন প্রায় দ্বিগুণ করেছি। এতে বে-সরকারী শিক্ষকদের স্বার্থহানি ঘটেছে ভাবছেন কি না আমি জানি না। মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার নিজে একজন বে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি আমাদের বিভিন্ন যে কর্মসূচী শিক্ষার প্রসারের জন্য, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য, বিভিন্ন শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরনের জন্য, আমাদের শিক্ষকদের স্বার্থ সাধনের জন্য তাতে ছাঁটাই প্রস্তাব চেয়েছেন। একটা প্রবাদ আছে পাগলেও আপনা বুঝ বুঝে; তিনি নিজে শিক্ষক হয়ে শিক্ষকের স্বার্থ কিসে সাধিত হবে তা যেন তিনি আজকে দলের চাপে বুঝতে পারছেন না! আমি জানি না তিনি কি ভেবে এই ছাটাই প্রস্তাবগুলি এনেছেন। ইতিমধ্যে এই নূতন সরকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে শূন্য পদগুলি আছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে শিক্ষকের অভাব আছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে পাঠ্য সামগ্রীর অভাব আছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে আসবাব পত্রের অভাব আছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে গৃহের অভাব আছে তা যাতে যথাযথভাবে মিটিয়ে দিয়ে শিক্ষার স্বার্থ ও ছাত্রদের স্বার্থ সাধন করা যায় তার জন্য বরাদ্দ চেয়েছি। আর তারা তার জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, আমি জানি না বিগত দিনে যারা যে রাজনীতি করেছিলেন গরীবকে গরীব রেখে সমস্যাকে সমস্যা হিসাবে জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটের জন্য আজকে তারা চাইছেন শিক্ষার জগতে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে যার জন্য তারা এই ছাটাই প্রস্তাব দিয়ে তা থেকে তারা মুনাফা আরোহনের চেষ্টা করছেন কিনা। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি তাদের কাছে, আমি বিগত বাজেট ভাষণে তাদেরকে বলেছিলাম জ্ঞানপাপী, আজকে আবার তাই পুনরাবৃত্তি করে আমি বলছি, আপনারা জ্ঞানপাপী সাজাবেন না, অন্তত শিক্ষার স্বার্থে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আছে,

আমাদের ভাবী নাগরিক যারা তারা যাতে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে তার জন্য আপনারা বাধা সৃষ্টি করবেন না, আপনারা ছাটাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ( আশারাম বাড়ী ) ঃ— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যে জ্ঞানপাপী কথাটা বললেন, তিনি শিক্ষক, তিনিও জ্ঞানপাপী তিনি ট্রাইবেল এরিয়ার মাষ্টারগুলিকে সরিয়ে নিয়ে ওখানে যে পদ শূন্য করছেন তার জন্য তিনি জ্ঞানপাপী

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ( মন্ত্রী ) ঃ - স্যার, মাননীয় সদস্যরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাদেরকে একটু উঠে বসতে বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— কোন ★★ বলছে।

( গণ্ডগোল )

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যদের বলছি, আপনারা গণ্ডগোল করবেন না।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী ঃ— স্যার, উনি যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন এইটা তিনি করতে পারেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য এখানে যে কুত্তার বাচ্চা বলছেন এইটাকে একসপাঞ্জড করা হোল।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ - মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতিদেব শিক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। আমরা যখন রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের পাঠিয়ে উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি আমতলীতে রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা পরিচালিত ২০০ ট্রাইবেল ছাত্র থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, যেখানে ১০০০ ছাত্র দিয়ে আমরা একটা শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করতে যাচ্ছি তখনই সেখানে তারা ছ টাই প্রস্তাব এনেছেন। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে

★★ Expunged as order by the chair.

তাদের স্টাইপেণ্ড আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। অথচ যারা মেকি কান্না কাঁদে তারা তার উপরে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। ইতিমধ্যে আমরা এই শিক্ষা-বর্ষ থেকে নূতন শিক্ষা-নীতি কার্য্যকরী করতে চলেছি। তারা রাতারাতি বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠন করেছেন। ডাল নাই তরোয়াল নাই অবস্থার মত, সেখানে আজকে আমরা যখন অফিসার নিয়োগ করতে যাচ্ছি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অল ইণ্ডিয়া টেকনিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করতে যাচ্ছি তখনই মেকি দরদী যারা তারা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হউক সেটা তারা চায়না। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা ৫ হাজার শিক্ষকের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার বলেছেন যে এখনও ৪৫০ টা শিক্ষকের পদ শূণ্য। আমি বলতে চাই, এটা কাদের পাপ। কাদের পাপের বোঝা আমরা বহন করছি? কারা বে হিসাবী শিক্ষক নিয়োগ করে এই ৪৫০ টা পদ শূণ্য রেখে গেছেন?

আমি মাননীয় সদস্যকে সেটা জিগেস করতে চাই। আমরা তো শিক্ষক নিযোগ করিনি। তারাই বেহিসেবী শিক্ষক নিয়োগ করে এস, সি, এবং এস, টি, দের ক্ষেত্রে ৪৫০ টা পদ শূণ্য রেখে শিক্ষক স্বার্থকে ব্যহত করেছিলেন। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি নতুন ৪০০ পদ সৃষ্টি করে তাদের আংশিক পূরনের জন্য। আর তখনই তারা এনেছেন এই ছাটাই প্রস্তাব।

বিদ্যালয়গুলি প্রধান শিক্ষক ছাড়া চলতে পারে না, শিক্ষার স্বার্থ সাধিত হতে পারে না। এইজন্য আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাতে প্রধান শিক্ষক দিতে পারি তারজন্য ১৫০টি প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছি। তারপর সিংগল টিচার স্কুলের কথা তিনি বলেছেন। মোট ১০১ টা সিংগল টিচার স্কুল রয়েছে ত্রিপুরাতে। তারমধ্যে ৯৩ টি এ. ডি সি. এলাকার মধ্যে এবং ৮টি এ ডি. সি, এলাকার বাইরে। আমরা চেষ্টা করছি এই সিংগল স্কুলের সংখ্যা কমাতে এবং তার জন্যই আমরা এই বরাদ্দ চেয়েছি।

মাননীয় সদস্য কেশববাবু উদয়পুরে পেনসন এর কথা বলেছেন। এখন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩০. ১. ৮৯ ইং পর্য্যন্ত মাত্র দুইটা পেনশন কেইস পেণ্ডিং আছে। এবং রিভিসন অব্ পেস্কেল এর জন্য আরো ২৩ টি কেইস আউটস্টেণ্ডিং আছে। কাজেই তারা মেকি দরদ দেখিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। কাজেই এই সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা আমি করছি।

তারা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩ এর এগেইনস্ট এ যে নিয়োগ হচ্ছে না। অভাব এইজন্যদের চাকুরী হচ্ছে না। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সভায় বিভিন্নভাবে তথ্য দিয়েছি যে অভাব এইজন্য যারা তাদের চাকুরী দেবার জন্য আমরা সুনির্দিষ্টভাবে নিয়মনীতি ঘোষণা করেছি। কাজেই আমরা যখন নিয়োগ নীতির জন্য একটা সর্ব্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহন করছি, প্রস্তাব গ্রহন করেছি এবং তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি তখনই তারা এই ছাট ই প্রস্তাব এনেছেন। এইভাবে তারা সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে জিইয়ে রেখে তারা রাজনীতি করতে চাইছেন। কাজেই এখনো আমরা বলব, ত্রিপুরার স্বার্থে, মানুষের ২৪ লক্ষস্বার্থে

আপনারা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি তুলে নিন এবং আমরা বরাদ্দের সমর্থন করুন। আমি সমস্ত বরাদ্দের বিরোধীতা করে এবং আমার বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, অনারেবল মিনিস্টার।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ২৬ নম্বর ডিমাণ্ডের উপর এরা কাটমোশান এনেছেন। এই ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬-এ কি আছে ? ওয়েলফেয়ার অব্ এস. সি, এণ্ড এস. টি. এণ্ড আদার বেকওয়ার্ড ক্লাসেস এইটা ছিল।

এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে যে, এই জোট সরকার নাকি এস. সি, দের জন্য কিছুই করেনি। কিন্তু আমি তাদের এই কাটমোশানকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করছি এবং আমার বাজেটের ২৬ নং ডিমাণ্ডে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটাকে সমর্থন করছি।

স্যার, আমরা গত এক বছরে কি করেছি তার একটা হিসেব দিচ্ছি। এক লক্ষ মেয়েদের আমরা সুতা দিয়েছি। (১) ছাত্রদের ২৫০ টাকা হারে ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করেছি। (৩) শিলং-এ হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছি। (৪) ২৫ হাজার লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। (৫) এই কয়েকদিনের মধ্যে তিন হাজার ট্রাইবেলদের কোদাল দেওয়া হবে। আর এখানে ওরা বলতে চেষ্টা করছেন যে আমরা নাকি তাদের জন্য কিছুই করছি না। বিমলবাবু আঠারমুড়ার রিয়াংদের নিয়ে 'লংতরাই' বই করেছেন, কিন্তু উপজাতি ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া বা তাদের কল্যানের জন্য কিছুই করেননি। আমরা ২০০ জনকে ২৫ হাজার টাকা করে লোন দিয়েছি। আর আপনারা কি করেছেন ? নৃপেনবাবু উপজাতিদের জন্য করেছেন-খগেনবাবুকে একটি রাইস মিল দিয়েছেন, একটি গাড়ী কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ( কৃষ্ণপুর ) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমি কোন রাইসমিল বা কোন গাড়ী পাইনি, মাননীয় মন্ত্রীকে তাঁর এই সব কথা প্রমাণ করতে হবে। উনি মিথ্যে কথা বলেছেন। আমার নামে কোন রাইস মিল নেই, বা কোন গাড়ী নেই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ( মন্ত্রী ) : তারপর মাননীয় সুকুমার বর্মন বলেছেন যে, আমরা নাকি বন ধ্বংস করছি। গত দশ বছরে কত বন ধ্বংস হয়েছে তার তালিকা আমি দিচ্ছি। ধনপুরে বন ধ্বংস হয়েছে, মাননীয় সমরবাবুর এলাকা। আশারামবাড়ী বন ধ্বংস হয়েছে, মাননীয় নৃপেনবাবুর এলাকা। রামচন্দ্রঘাটে বন ধ্বংস হয়েছে দশরথবাবুর এলাকা। প্রমোদনগরে কাঠ চুরি হয়েছে নৃপেনবাবুর এলাকা।

আর আঠারমুড়া থেকে কাট পাচার হচ্ছে সেটা খগেনবাবুর এলাকা। এই ধনপুর, রাজনগর ইত্যাদি এলাকা দিয়ে প্রতিদিন কাঠ পাচার হয়ে যাচ্ছে। এইসব সুনীলবাবুর এবং নৃপেনবাবুর এলাকা। এবং আমি এই হাউসকে বলতে চাই যে, এই সব কাঠ পাচারকে মাননীয় সদস্যরা উৎসাহিত করছেন।

গত দশ বছরে আমরা অনেক কিছুই দেখেছি। স্যার, এইটা ভাবাই যায় না যে, একজন বনমন্ত্রীর কাছে চোরাই কাঠ পাওয়া গেছে। তারপর আমরা দেখেছি এই বাইজল বাড়ী থেকে বিরাট বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে। এইসব দশরথবাবু জানেন না, নৃপেনবাবু জানেন না, আবেদর রহমান জানেন না? তাহলে আমার মনে হয় যে, তখন এখানে কোন সরকার ছিল না। তারপর আমি এই সরকারে এসে আমার অফিসারদের জিগোস করলাম যে, আপনারা দেখেননি এই সব? তখন তারা বললেন, হ্যাঁ স্যার, দেখেছি কিন্তু আমাদের করার কিছুই ছিল না। আমরা এসে সেসব বন্ধ করেছি।

কাজেই আমি বলতে পারি যে, এইভাবে যদি আপনারা আপনাদের এলাকা থেকে কাঠ পাচার করে বন জঙ্গল ধ্বংস করতে থাকেন তাহলে, উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আমরা করছি, সে যে কেউ হোক, এম, এল, এ, কিংবা অন্য কেউ হোক তাকে শাস্তি পেতে হবে।

তারপর আপনারা বলেছেন যে, এস, সি, দের জন্য নাকি আমরা কিছুই করিনি। আগে এস, সি, দের বরাদ্দ ছিল চার হাজার, এখন আমরা সেটা বাড়িয়ে করেছি ১২ হাজার টাকা। তারপর আপনারা বলেছেন যে ট্রাইবেলদের জমি কেনার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ, হয়েছে। আপনাদের সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৮ হাজার টাকা। আমরা সেটাকে করেছি ২৫ হাজার টাকা। এইটা তো আপনারা বরাদ্দ দেখেই বুঝতে পারেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এই সরকারের ট্রাইবেল মন্ত্রী হিসেবে আনন্দিত, কারণ এস, টি, এবং এস, সি, দের জন্য এই সরকার সততই চেষ্টা করছেন, বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এবং এইটা এই বরাদ্দের মধ্যেই তো বুঝা যায়। আমরা ৪ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করেছি ১২ হাজার টাকা এবং ৮ হাজার টাকা থেকে করেছি ২৫ হাজার টাকা। আগে আঠারমুড়ায় পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা সেটা করেছি। তিন হাজার পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন দিয়েছি। আরো ১৮০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিচ্ছি। এই ভাবে ৫০০০-এর মত লোককে পুনরবাসন দেব যেটা আপনার কল্পনাও করতে পারেন না। আপনারা ট্রাইবেলদেরকে, এস, সি, দের কিভাবে রেখেছেন? আর মুখে বুলি রেখেছেন সেই গৎবাঁধা কথা, খেটে খাওয়া মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, এইসব কথা বলে আপনারা তাদের ভুলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু দিনকাল তো কিছু পাল্টিয়েছে। যারা এইখানে এস, টি, দের জনা কাজ করা হোক, এস, সি, দের জন্য কাজ করা হোক বলে চিৎকার করেছেন অথচ আমরা যা বরাদ্দ করেছি ৩৫ থেকে ৪০ কোটি টাকা তার বিরোধীতা আপনারা করেছেন। সেইজন্য আমি বুঝতে পারছি না আপনার বামফ্রন্ট সরকার বা বামফ্রন্ট দল অর্থাৎ বাহাতি কারবারীর দল, আজকে আমাকে বলতে হয় যে তারা

সহজ পথে চলতে পারেনা, সোজা পথ তারা চিন্তাও করতে পারে না। বাহাত্তি কারবারে তারা অভ্যস্ত। কাজেই তারা এই বাজেটের মধ্যে সবকিছুতেই দেখছেন ঘুষ, ঘুষ, ঘুষ, দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের মত তো আর আমরা ঘুষ খাই না। যেটা করি আমরা সামনা সামনি করি। এই যে, বেতনের প্রশ্নে আপনারা বললেন যে, ১০০ টাকা থেকে ১০ পারসেন্ট বাদ দিয়েও চলতে পারি, আবার ৪০ পারসেন্ট দিয়েও চলতে পারি। আমরা এইসব বলিনা

কাজেই এই যে কাটমোশন আনা হয়েছে আমার ডিমাণ্ডের উপর এটাকে আমি অত্যন্ত ঘৃনা সহকারে প্রত্যাখান করে উনাদের আবার আমি অনুরোধ করছি যে, কাটমোশন তুলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গরীবদের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসুন। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রী কাশীরাম রিয়াং

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ( মন্ত্রী ) ঃ— অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২২, ২৩, ২৯, এবং ৪১ এই চারটি ডিমাণ্ডের উপর দেখছি যে, কোন কাটমোশন আনা হয়নি। যার দরুন আমি বলতে পারি যে, আমাদের বিরোধীদলের এই বন্ধুরা কোন কাটমোশন না এনে আমাদের এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করেছেন। এমনিতে কোন কাটমোশন না আনলেও মাননীয় বিধায়ক কেশব মজুমদার কয়েকটা ইলিগেশান এনেছেন তিনি বলেছেন যে, হাসপতালকে পলিটিকেল প্রেসারাইসড করা হয়েছে যার জন্য নৃপেনবাবুর চিকিৎসা ঠিকভাবে করা হয়নি। বামফ্রন্ট আমলে এমন বহু এলিগেশান আছে যে, আমি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পারি। উনাদেরর সময়ে হাসপাতালে মার্ডার হয়েছে। বিগত ১০টি বৎসরের এমন বহু রেকর্ড আছে। কিন্তু আমরা হাসপাতালকে এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টকে রাজনীতির উর্দ্ধে রাখতে চেষ্টা করছি। এবং সেই ভাবেই এখন চলছে। নৃপেনবাবুকে ডিস্ট্রিক হাসপাতাল, উদয়পুরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলার জি. বি, হাসপাতালে রেফার করে আনা হয়। তাঁকে যাহাতে সুষ্ঠ ভাবে চিকিৎসা করা হয় তার জন্য হাসপাতাল সুপরিটেনডেণ্ডকে বার বার বলা হয়েছে। তার জন্য কোন পলিটিকেল প্রেসার দেওয়া হয়নি আমাদের এই মন্ত্রীসভার তরফ থেকে। বরং আপনারা বিগত দিনগুলিতে কিভাবে হাসপাতাল এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টকে এবং কর্মচারীদের পলিটিকেলাইসড করে গেছেন তার কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে। হয়ত আপনারা সবাই জনেন না। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই। কাশীরাম দাস। জি, বি, হাসপালের একজন ওয়াসার ম্যান। হি ইজ এ সোল ইনচার্জ অব কিচেন। কিচেনের সাপ্লাই সে রিসিভ করত। মাংস থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই রিসিভ

করতেন। তিনি সমস্ত কিছুই করতেন। তার সমস্ত পরিবার নিয়ে সেখানে স্নান থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই করতেন। শুধু মাত্র রাত্রে ঘুমানোর সময় নিজের বাড়ীতে যেতেন। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এই অবস্থা চলছে? এখানে ডায়াটিশিয়ান আছে। ডাক্তারের উপর বেতন পেয়ে থাকেন। এখানে কিচেনের জন্য স্পেশাল ট্রেনিং কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কেন ইনচার্জ দেওয়া হয় নাই? তখনকার সময়ের হেলথ মিনিস্টারের স্পেশাল নির্দেশে তাকে এই ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

কিছু লোককে স্পেশ্যাল ট্রেনিং দিয়ে এনেছি, অথচ তাদের সেই দিনের চেহারাটা তারা এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। ডাঃ অশোক বৈদ্যকে জি, বি, হস্‌পিটালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের জন্য ৬ মাসের ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার, ট্রেনিং দিয়ে আসার পর তাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই জি, বির কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে তাকে পোস্টিং দেয় নি, বরং তাকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে এমন জায়গায় যেখানে কার্ডিওলজির কোন ব্যবস্থাই নাই। আর এইডস্ সম্পর্কীয় কতগুলি ড্রাগস্ আমাদের এই রাজ্যের বিভিন্ন ঔষধের দোকানে এসেছে বলে একটা গুজব উঠেছিল, আমরা সেই সব বেইসের ঔষধগুলি ড্রাগস্ কনট্রোলার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখছি এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে ঐ বেইসের ঔষধগুলি যাতে আন টেস্টেড অবস্থায় কেউ যেন ব্যবহার না করেন। তারপর, অভিযোগ করা হয়েছে যে উদয়পুর হসপিটালে নাকি এ্যাক্সরে মেশিন নাই, আমি বলব উদয়পুর কেন আরও কয়েকটা হস্‌পিটালের এক্সরে মেসিন খারাপ হয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটা ইতিমধ্যে রিপ্লেস করা হয়েছে. তাহলেও এখানকার মত আরও ৮টি এ্যাক্সরে মেশিন খারাপ হয়ে আছে। আমরা এ্যাক্সপার্ট এনে সেগুলি দেখিয়েছি, তারা বলে গিয়েছে যে সেগুলি এখন আর সার্ভিস কনডিশানে নেই। ইতিমধ্যে আমরা যেগুলি রিপেয়ার করিয়েছি, সেগুলির এক একটা মেসিনের জন্য ৬০ থেকে ৮০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, আর একটাতে ৪৩ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে তাই, যে সব এ্যাক্সরে মেসিনগুলি খারাপ অবস্থায় আছে, সেগুলিকে রিপেয়ার না করে যাতে রিপ্লেস করা যায়, তার জন্য আমরা চিন্তা করছি। এর মধ্যে ৬টা এ্যাক্সরে মেসিন এসে যাবে, তখন আমরা সেগুলি একটা একটা করে রিপ্লেস করব। তারপর, উনারা এখানে অভিযোগ করেছেন যে ডাঃ স্বপন চৌধুরী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি যে, ডাঃ স্বপন চৌধুরী এক সেকেণ্ডের জন্যও হেলথ ডিপার্টমেন্টের কোন গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন নি। তারপরে বলেছেন, সর্টেজ অব মেডিসিন সম্পর্কে আমরা ১৯৮৭ সালের এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত ৯৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৫৪ টাকার ঔষধ কিনেছি এবং ৮৮-র ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেই সব ঔষধ বিভিন্ন ডিসপেন্সারীগুলিতে বণ্টন করেছি। এরপরেও আমরা ৫০ লক্ষ টাকার ঔষধ কিনেছি, তার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকার ঔষধ ইতিমধ্যে এসে পড়েছে এবং

সেগুলিও ডিসট্রিবিউট করা হচ্ছে। এটা সত্বেও যদি কোন সর্টেজ হয়ে যাকে, তাহলে তার কারণ আমি যেটা আগেও বলেছি যে এই জোট সরকার আসার পর এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে জাতি-উপজাতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ফিরে এসেছে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে-কোন মানুষের সিকিউরিটি এনস্যুর হয়েছে। যার কলে প্রত্যেক মানুষের আশা আকাঙ্খা। বেড়ে চলেছে এবং প্রত্যেকটি মানুষ কি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কীম আছে, সেগুলি এভেইল করতে চাইছে। অন্য দিকে বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে, শুধু মাত্র একটা সেকশান মানুষ বিভিন্ন হসপিটাল বা ডিসপেনসারীতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার জন্য আসত, এখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষই নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হসপিটালে আসে, তার জন্যও কিছুটা মেডিসিনের সর্টেজ হলেও হতে পারে। আগামী দিনে আমরা আরও ২ কোটি টাকার ঔষধ কিনবো যাতে করে জনসাধারণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে, তার জন্যই এই ডিমাণ্ডকে টাকার দরকার। কাজেই, আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন এবং এই আশা রেখেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী)** :— মিঃ স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে আমি এবং আমরা দপ্তরের গত কিছু দিন ধরে শ্রাদ্ধ শান্তি করছেন, তাতে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ আমি মনে করি তাদের এই ত্রাহি ত্রাহি রবটা যেটা আমাদের দপ্তরগুলি সম্পর্কে করেছেন, তা একটা কৃতিত্বের নিদর্শন। স্যার, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর ওদের গঙ্গা যাত্রার আগে, তারা যে হটকারী রাজনীতি করেছেন, তার ফল তারা হাতে নাতে পেয়েছেন। স্যার, আজকে আমার বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দের বিরোধিতা করার জন্য তারা যে সব কাট মোশান এনেছেন সেগুলির জবাব দিতে গিয়ে যদি কখনও কোথায়ও সত্য উদঘাটনের খাতিরে কাউকে আঘাত করে থাকি, তাহলে আঘাতটা যেন কারো ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে না হয় অথবা আমাকে ভুল না বুঝা হয়, কারণ আমি কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত করে কারো মনে কোন রকম ব্যথা দিতে চাই না।

স্যার, আজকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা ৫ টা কাটমোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস উনার কাটমোশান এনেছেন" জনপ্রতিনিধিদের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে"। স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু বিরোধী সদস্য মহোদয়দেরই নয়, যারা গত নির্বাচনে জনধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, যাদের জনসাধারণ আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে তাদেরও আমরা নিরাপত্তা বিধান করেছি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বামফ্রন্ট সরকার যে বিধি ব্যবস্থাগুলি রেখেছিলেন, আমরা আরও বেশী রেখেছি যেমন, বিধায়ক অনিল সরকার নিয়ম মাফিক উনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা হওয়া উচিৎ ছিল তার চেয়ে বেশী আমরা উনাকে দিয়েছি। আমাদের মন্ত্রীরা দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, যান।

তাঁদেরও আমরা নিরাপত্তা রক্ষী দেইনা সঙ্গে। কিন্তু যখনই মাননীয় বিরোধী দলনেতা বা উপনেতা বা এ, ডি, সির কার্য্যকরী সদস্য উনারা যখনই বাইরে যান, তখন আমরা নিয়ম ভেঙ্গে ওদের সঙ্গে সিকিউরিটি অফিসার দেই। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি যে সি, পি, আই (এম) অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে বিরোধী দলের সদস্য বা নেতারা যখন যান, তখনই তাঁদের নিরাপত্তার দরকার পড়ে এবং তাঁরা সেগুলি গেয়ে আসছেনও। কাজেই নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারী ব্যর্থতার জন্য যে কাটামোশান আনা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় "ট্রেনিং-এর নামে পুলিশের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সৃষ্টির প্রতিবাদ" কাটমোশান এনেছেন। এই সরকার পুলিশ নিয়ে কোন রাজনীতি করতে চায় না। উনারা সরকারে থাকাকালীন পুলিশকে ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়েছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উনারা তা তুলে নিতে বাধ্যও হয়েছিলেন। আমরা সরকারে আসার পর এগুলি বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে কোন রাজনীতি করতে চাই না। উনারা শুধু পুলিশ প্রশাসনই নয়, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মচারীদের, অফিসারদের হাতে লাল ঝাণ্ডা দিয়ে রাজনীতি করাতেন। কিন্তু আজকে এই কথা বলতে পারবেন না যে আমরা সরকারে আসার পর কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার এই ধরনের কোন শ্লোগান কর্মচারীদের দিয়ে দিয়েছি, সরকারী কর্মচারীদের রাস্তায় বেড় করে মিছিল করিয়েছি। স্যার, উনারা সরকারে থাকাকালীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের রাস্তায় বেড় করে মিছিল করিয়েছেন। এমনকি এই এসেম্বলীর কর্মচারী ভাইরা যারা আছেন তাদের এসেম্বলী থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টের কর্মচারীদের বেড় করে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ ডিসিপ্লিন ফোর্স তাদের দিয়ে এই সমস্ত ইউনিয়নবাজী করানো হয়েছে। আমরা কর্মচারীদের এবং পুলিশের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর বিশ্বাসী, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের দিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটের জন্য তাদের আমরা ব্যবহার করবো সেটা করি নি, আমরা সেটা করবো না। মাননীয় সদস্য মতিলাল বাবু যদি একটাও উদাহরণ দিতে পারেন আমি তার প্রতিবিধান করবো এই আশ্বাস আমি দিতে পারি। উনি জানেন বলেই এই হাউস ছেড়ে উনি চলে গেছেন, তাই এই কাটমোশনের বিরোধিতা আমি করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হোম গার্ডদের চাকুরীতে স্থায়ীকরণ করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার আর একটা কাট মোশান এনেছেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর হোম গার্ডদের রেশন ভাতা ৫ টাকা করে দৈনিক আমরা বাড়িয়েছি। পূর্বতন সরকারে যারা ছিলেন তাঁরা হোম গার্ডদের রেশন ভাতা বাড়ান নি। হোমগার্ডদের ড্রেস এবং তাদের বিভিন্ন এলাউন্স এইগুলি আমরা দিচ্ছি কিন্তু উনারা সে দিকে লক্ষ্য রাখেন নি। হোমগার্ডদের স্থায়ীকরনের ব্যাপারে এটাতে রাজ্য সরকারের কোন হাত নেই। এটা ১০ বছরে উনারা করতে পারেন নি কিন্তু আমরা এসেছি মাত্র এক বছর হয়েছে, কিন্তু উনারা বলছেন, তাদের নিযুক্তির পদ্ধতির কোন পরিবর্তন আমরা করতে পারি নি বলে

কাটমোশান এনেছেন যে এক টাকা কমানোর জন্য। হোমগার্ড এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের, সারা দেশে একই নিয়মে ওরা চলে, পশ্চিমবঙ্গে একই নিয়মে ওরা চলে। আমি আশা করি আমাদের বিরোধী সদস্যদের কিছু জ্ঞান আহরণ করা দরকার, জ্ঞান আহরণ করে পশ্চিমবঙ্গ তাদের যে পীঠস্থান সেখানে গিয়ে দেখা দরকার, ওখানে জ্যোতি বসু ওদের রেশন ভাতা দিয়েছেন কিনা, যেটা এই সরকার দিয়েছেন। গত ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতায় আছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রেশন ভাতা দেওয়া হয় নি। কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার ক্ষমতায় এসে ওদের রেশন ভাতা দিয়েছেন। ওদের স্থায়ীকরনের ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, কোন রাজ্য সরকার সি, পি, এমই হোক, কংগ্রেসই হোক তাদের হাতে এটা নেই। কাজেই আমি এই কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী আর একটা কাটমোশান এনেছেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা পুলিশকে বলেছি নির্ব্বিকারভাবে গণতন্ত্রের উপর আস্থা রেখে নির্ব্বিকভাবে তারা যেন কাজ করেন। সেখানে যদি কেউ গণপ্রহার, গণডাকাতি, গণচুরি, গণধর্ষন করে তাতে যদি সি, পি, এম, সদস্য যারা সি, পি, এমের সমর্থক তারা যদি জড়িত থাকেন তাদের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে সেই নির্দ্দেশ আমরা দিয়েছি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, কোন পুলিশের কার্য্যে এখন পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন বিধায়ক বা কোন মন্ত্রী করেন নি। মাননীয় সদস্য যদি একটা উদাহরণও দেখাতে পারেন যে পুলিশের কার্য্যে কোন বিধায়ক বা কোন মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেছেন তাহলে তার প্রতিবিধান আমরা করবো। কাজেই মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। মতিলাল সরকার, এম, এল, এ, আর একটা কাট মোশান এনেছেন অপরাধীদের গ্রেপ্তারের ব্যর্থতার জন্য। আমাকে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকারের সঙ্গে একটু স্বীকার করতে হয় যে, বিগত নির্ব্বচনের পর রাজ্যে যে সমস্ত অপরাধী ছিল, খুনী ছিল, বিশু সাহা, ষষ্ঠী চক্রবর্ত্তীর মত হাজার হাজার লোক এখান থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে সেখানে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সেই ব্যর্থতা যদি পুলিশের হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আর কিছু কিছু ধর্ষন এবং খুনের সংগে জড়িত সি, পি, এম, সমর্থকরা যারা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের পার্টি অফিসটি বা বাড়ীতে সেই ব্যর্থতার দায়ভাগ আমি স্বীকার করছি। তাছাড়া আমি বলতে পারব বিগত ১০ বৎসরের যেকোন একটি বৎসর থেকে আমাদের অ্যারেস্টের সংখ্যা বেশী। পুলিশ অত্যন্ত দ্রুততার সংগে সেই সব কেইসের তদন্ত করছে, আসামীকে কোর্টে চালান দিয়েছে, কোনটাতে বিরোধীদের হস্তক্ষেপ আছে, আসামীকে প্রটেক্শান দিচ্ছে, সেগুলি আমরা করতে পারছিনা। তার যে ব্যর্থতা সেই ব্যর্থতার দায়ভাগ আমি স্বীকার করছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য কেশববাবু বলেছেন যে ত্রিপুরা টি ডেভোলাপমেন্ট কর্পোরেশান-এর প্রফিট হয়না লসে যাচ্ছে। রাশু দত্ত গাড়ী চড়ে ৯৭ হাজার টাকার বিল দিয়েছেন। আমি একটা ছোট উদাহরন দিতে চাই। ওদের ১০ বৎসরে এই টি ডেভোলাপমেন্ট কর্পোরেশান কোটি

কোটি টাকা লস দিয়েছে। আমি ৮৭ সালেরটা হাউসে তুলে ধরছি। টোটাল প্রডাক্শাম হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৮০১ কেজি, তারা বিক্রী করেছে কাগজেপত্রে যা পাই ১০ টাকা ৫০ পয়সা দরে। টোট্যাল সেইল ২৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ওদের আমলে লাস্ট। ১৯৮৮ সনে আমাদের আমলে টোর্ট্যাল প্রডাক্শান ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৭৫ কেজি, যেখানে ওরা বিক্রী করেছেন ১০ টাকা ৫০ পয়সা দরে সেখানে আমরা বিক্রী করেছি ১৯ টাকা ১৮ পয়সা দরে। টোট্যাল বিক্রী ছিল ২৬ লক্ষ ২১ হাজার ৬৭০, আমরা বিক্রী করছি ৫১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। কাজেই গত ১১ বৎসরের মধ্যে টি ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশানের এইবারই প্রথম লাভের মুখ দেখতে পেয়েছে। সেখানে যদি টি ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশান ভাইস চেয়ারম্যান গাড়ী চড়ে, আমি ত মনে করি আমাদের যেমন স্ট্যাণ্ড বাই গাড়ী থাকে সেই ভাইস চেয়ারম্যানকে আর একটা গাড়ী দেওয়ার জন্য ইণ্ডাস্ট্রি মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাব। গত ১০ বৎসরে টি ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশান আর লাভের মুখ দেখতে পায় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে এবং আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আমি এবং আমার দপ্তরের অফিসার এবং কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বিষোদ্গার করেছেন। আমি কারণ খুঁজে পাই না। আমি জানিনা এইটা আমার অন্যায় কিনা, কান্তি পালকে হত্যা করার জন্য পুলিশ বিমল সিনহাকে অ্যারেষ্ট করেছিলেন ৩০২ ধারা কেইসে। সেটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে আমি অন্যায় স্বীকার করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলপুর বাজার লুট করার জন্য ৩৯৫/৪২৭ ধারা কেইসে বিমল সিনহাকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে গত ১৪-৯-৮৮ইং তারিখে। সেটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে আমার কৃতকর্মের শাস্তি আমাকে পেতে হবে! মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সরকারের সিনি ল' সেক্রেটারী উনি যখন ৬৯-৭০ এ কমলপুরে মুন্সেফ বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন কে, বি, সিনহা এস, ডি, ও ইলেকট্রিকেল অামবাসা। ইলেকট্রিকেল পোষ্ট চুরি করার দায়ে বিমল সিনহার বাবা লক্ষীকান্ত সিনহা, তার ভাই গোবিন্দ সিনহা উনাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। সেই মোকদ্দমায় মুন্সেফ কনভিক্সান দিয়েছিল ওর বাবাকে, ওর ভাইকে। কেইস নং হল ৩/৭৯ আণ্ডার সেক্সান ৪২৭ আই, পি সি। সেটা বর্তমান সিনি ল' সেক্রেটারী, জানিনা উনি অন্যায় করেছিলেন কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, তার বিচার আপনি করবেন। সেটা যদি অন্যায় করে থাকে, যদি কনভিক্শান দিয়ে থাকে, তার জন্য কনভিক্শান যদি হয়ে থাকে, সেই কনভিক্শান যদি ভাইয়েরা পেতে থাকেন সেটা অন্যায় করেছেন কিনা আইন সচিব তার বিচার আপনি করবেন। বিমল সিনহার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সনে ধান চুরির কেইস হয়েছিল। তখন তিনি বিধায়ক ছিলেন না। সেই কেইসের নাম্বার হল আণ্ডার সেক্শান ১৪৩/৩৭১ আই পি সি। তিনি ধান চুরির জন্য ধৃত হয়েছিলেন সেটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে সেই অন্যায়ের জন্য দোষ স্বীকার করছি।

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** পয়েন্ট অফ অর্ডার, স্যার, এখানে আমাদের বিধানসভার যারা সদস্য তারা অত্যন্ত রেসপন্সেবল লোক, নির্বাচিত সদস্য, এখানে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের হল

সেটা এক কথা। উনি দুই বার দুইটা জিনিষ রেফার করেছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, একটা হচ্ছে ধান চুরি, উনি বলছেন ধান চুরি করেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে উনি খুন করেছেন। এই দুইটা যে তিনি উল্লেখ করেছেন এইটা অত্যন্ত খারাপ। তিনি এই ভাবে বলতে পারেন না, একজনের সম্পর্কে অভিযোগ থাকতে পারে, তার বিচার হতে পারে। আমাদের বিরুদ্ধে তো এই রকম অসংখ্য অভিযোগ হয়।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন ( মন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পরে এই বিমলবাবু বংকু ভট্টাচার্য্যকে চেনেন কি না জানি না, এই বংকু ভট্টাচার্য্য দালান টিলা ও গারদ টিলা দুইটা চা বাগানের মালিক ছিলেন, বিমলবাবু দুইটা চা বাগান তাদের সিটুর কর্মীদের নামে শ্রমিকদের নিয়ে জবরদস্তি করে এই দুইটা চা বাগান দখল করেন। তারপর যখন ওনার বিরুদ্ধে কেইস হল তখন আজকে যিনি আইন সচিব তিনি তখন কৈলাশহরের উত্তর জেলার ডিষ্ট্রিকট জজ, বেলা সাড়ে বারটার সময় বিমলবাবু ওনার বাড়ীতে গিয়ে বললেন যে, কাকু আপনি এই দুইটা চা বাগান আমার শ্রমিকদের নামে অর্ডার দিয়ে দেবেন। ঐ দিন ঐ আইন সচিব যাকে বিমলবাবু কাকু বলে ডাকতেন, তিনি তার বাড়ী থেকে তখন তাকে বের করে দিয়েছিলেন। সেটা তখন তিনি ডিষ্ট্রিকট জাজ হিসাবে উচিৎ করেছিলেন না অনুচিৎ করেছিলেন সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি দেখবেন। আজকে তিনি আইন সচিব ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে তিনি চিত্ত দেববর্মাকে ৮৪ লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছেন। এই ননীগোপাল দাস যিনি এখন আইন সচিব, তিনি যখন আগরতলার সাবজাজ ছিলেন তখন নৃপেনবাবু ডিষ্ট্রিকট জাজ এস, এম, আলীকে এবং এডিশনাল ডিষ্ট্রিকট জাজ পি এল দত্তের কাছ থেকে এল এ জাজের পাওয়ার কার্টেল করে সাব জাজকে দিয়েছিলেন, যে, ত্রিপুরার বিচার বিভাগে আপনার প্রতি আমার ধারনা অত্যন্ত উচ্চ, আপনি সৎ লোক হিসাবে পরিচিত, আমি চাই এল এ কেসইগুলি আপনি করুন এবং একর্ডিংলি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট গেজেট নোটিফিকেশান দিয়ে ওনার যারা সুপিরিয়র অফিসার তাদের কাছ থেকে পাওয়ার কার্টেল করে সাবর্ডিনেট জুডিশিয়াল অফিসার করে দিয়েছিলেন এই ননীগোপাল দাসকে মাননীয় তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী। এর পর কি হল, স্যার ? এখন আমি আসল কথায় মানে আসল ইতিহাসে আসছি। ১৯৮৫-৮৬ সালে নৃপেনবাবু বর্তমান যিনি আইন সচিব তিনি তখন সদরের ডিষ্ট্রিকট জাজ ওনার চেম্বারে যান। ডিস্ট্রিকট জাজ ইনসপেকশানের নামে যান। গিয়ে বলেন যে, আপনি কি চান বলুন, আপনার কাছে আমরা চাই শুধু আমাদের লোকগুলিকে দেখবেন তিনি এই এল এ কেইসের নাম বলেন এবং বলেন, আমি কাগজ পত্র দিচ্ছি এইটার দিকে আপনি একটু লক্ষ্য রাখবেন। এই আইন সচিব উত্তর দিয়েছিলেন যে আমাকে ক্ষমা করুন আপনিত ও বুঝেন, আমি একজন জুডিশিয়াল অফিসার। স্যার, এইটা ওদের এক সপ্ত হের ইস্যু। ত্রিপুরা একমাত্র নির্দেশন এই গত এগার বছরের মধ্যে একমাত্র একটা কেইসে গ্যাজেট নোটিফিকেশান সেকশান ৪ এর নোটিশ, সেকশান, ৬ এর নোটিশ এবং সেকশান ১৭ এর নোটিশ একই দিনে দেওয়া হয়েছে। বিগত সরকারে যারা ছিলেন তাদের ক্ষমতা নাই আর একটা কেইস দেখাতে পারবেন একই দিনে সেকশান ৪, ৬, ১৭, এর নোটিশ দিয়েছিল,

তারপর সেটা দিলেন ১৮-১২-৮৫ তারিখ, এই হল গেজেট নোটিফিকেশনের তারিখ। কত তাড়াতাড়ি তাদের টাকার দরকার। ১৮-১২-৮৫ এর পর ১০ দিনের মধ্যে সেকশন ৯-এ নোটিশ দিলেন ২৭-১২-৮৫ তাং, এই হল সেই নোটিফিকেশনের কাগজ এবং ঐ দিনই একটা একুাইজিশন প্রসেস, যেখানে ১ কোটি টাকার ব্যাপার, সেটা ওনারা কমপ্লিট করলেন ১০ দিনের মধ্যে। ১৮-১২-৮৫ দিলেন নোটিফিকেশন সেকশন ৯-এ আর ২৭-১২-৮৫ তারিখে ৮৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬ শত ২৫ টাকা দেওয়া হল। কার নামে দেওয়া হল ? দেওয়া হল ঐ চিত্তরঞ্জন দেববর্মা ও তার ভাই বিশু দেববর্মার নামে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি একজন স্বনামধন্য উকিল উত্তর জেলার। আপনার প্রফেশ্যনাল জীবনে আপনি এই ধরণের অভিজ্ঞতা বা এই ধরণের ঘটনা শুনেছেন কিনা। কাজেই চোর কারা ? তারা না আমরা, যারা ১০ দিনে একটা একুাইজিশন প্রসেস করতে পারে। টাকার প্রতি লোভ লালসা কাদের, তাদের না আমাদের ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর যখন ননী গোপাল ঘোষ এবং পলাশ সাহা গিয়ে টাকা চাইলেন তখন দেখলেন মাঝরাতে আটকিয়ে গেছে. টাকা ও পাওয়া যাবেনা, তখন ১ বছর ফাইলটা আটকিয়ে রাখলেন। তারপরে সেকশন ৩০-তে এটাকে মাননীয় আদালতে রেফার করলেন। স্যার, আমি এখন অর্ডার শীট পড়ে শুনাচ্ছি এল, এ, জাজের, এই ফাইলে রেভেনিউ মিনিষ্টার মহামান্য খগেনবাবুর সিগনেচার আছে।

In view of the urgency of the acquisition, the provision of sub-section-1 of sec. 17 of the L. A. Act is applied and under sub-sec-4 of sec. 17 of the said Act., the provision of sub-section 1 of section 5-A of the said Act was not applied in the instant case. Now the question is why not applied and what is urgency for collection of money I am cominig to the main points Sir, that how the price was fixed. We have collected as many as 6 sale deeds of the area of the acquired land from the Sub Registrar Office and prepared as sale deed statement with hands sketch map showing the location of the sale deed.

**Mr. Speaker :—** Oreder is given by whom ?

**Sri Samir Ranjan Barman :—** (Minister ) Order is given by L.A. Collector. I am, coming Sir, From the above it is appeared that the average, value of the (on the basis of the 6 sale deeds those were taken Sir) viti class of land come to Rs, 11 thousands, 6 hundred, Nal Class of land Rs. 14 thousands

2 hundred and 20 only and tila class of land Rs. 20 thousand. The valuation of the different classes of land in this case may be fixed as follows :- the vit class of land Rs 60 thousands where it was Rs. 11 thousand. Cherra class of land and Tila class of land 50 thousand where it was Rs. 14 thousands. Pond or tank class of land Rs 30 thousand.

স্যার, ৮৫এ হল, এই। তারপর এটা হওয়ার পর যখন প্রভাতবাবু এবং ঘোষ ওরা এলেন, তখন দেখলেন যে টাকা টা তো আর পাওয়া যাবে না, ২০ পার্সেন্টে বিমল সিনহার সঙ্গে রফা হলে সেই ২০ পার্সেন্টও পাওয়া যাবে না। তখন, তারা সবাই উদভ্রান্ত হয়ে গেলেন। স্যার, যখন এটা হল, তখন ১৯৮৫-এ কোর্টে কেইস গেল, তারপর ১৯৮৬ ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ এই দুটো লোক.... .......

**শ্রী সমর চৌধুরী :** — স্যার, পয়েন্ট অর্ডার। স্যার, গতকাল এই বিষয়ে আপনি একটা রুলিং দিয়েছেন, এবং আজকে বাজেটের উপর এখন ডিসকাশন চলছে, আমরা এতক্ষন শুনেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনার কাছে সব তথ্য দেওয়ার কথা ...

**Mr. Speaker** :— Yes, I, understand your contants. Till now, I have not received from the member concerned, if I get it, I can stop it, as because I have to parose the mater. He may or may not send it, so, the Minister has the right to clarify all these things,

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :**— স্যার, ১৯৮৬, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ গেল, এটা পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে, ননী দাসের এখানে নয়, স্যার, তখন রাধা বিনোদবাবু ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন। যখনই ডিস্ট্রিক্ট জাজ এই কেইস করতে চান, তখনই টাইম নেওয়া হয়, এভাবে টাইম নিতে নিতে, এমন একটা স্টেজ এলো যখন ১৯৮৮ তে এন, জি, দাসের কোর্টে গেল। এই কেইসে এন, জি দাস তার অর্ডারে বললেন— "The referring claiment Nanigopal Ghosh has also filed another application to call for some documents and in this context I consider it is partinant to mention that the case was fixed as far as back to 1986 and the last date was 22. 12 87 for recording evidence. Thereafter as many as adjournments were granted on the prayer of the referring claiment Shri Nanigopal Ghosh and the other Shri Pravas Bhowmik It is not understandable to me why referring claiments did not think it worthwhile to submit applications to call for documents specially when by my order dated so and so I allowed the party to take necessary steps.

স্যার, এই করার পর উনার দোষ হল, যে ফাইলে মাননীয় প্রাক্তন রেভিনিয়ু মিনিষ্টার খগেনবাবুর সই, এল, এ. কালেকটারের সই এবং রেভিনিয়ু ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী কে, আর, দাসের সই। উনি উনার কনক্লুশানে এসে জাজমেন্টে বলেছেন,
"Hence, it is ordered that the reference be rejected and award made by the L. A Collector stands good".

উনি এটা রিভাইজড করেন নি, এটাই আবার মাননীয় মন্ত্রী মশাই ফাইলে সই দিলেন, যিনি সই দিলেন. তিনি কে? তিনি বামফ্রন্টের রিভিনিউ মিনিস্টার। ওরা আবার বাম হাতের এ্যাক্সপার্ট। স্যার, ওদের বামফ্রন্টের মন্ত্রী এবং অফিসারেরাই এসব করেছেন। তারা এসব করার পর ননী দাস শুধু বলে দিয়েছেন যে, এওয়ার্ড মেড বাই দি এল, এ কালেক্টার স্টেণ্ডস গুড। এই অর্ডার কবে দিলেন? অর্ডার দিলেন ১৮. ৩ ৮৮ তে। এই অর্ডারের এগেইনস্টে মহামান্য প্রভাস বাবু এবং ননীগোপাল ঘোষ হাইকোর্টে গেলেন। ওরা এখানে সেই হাইকোর্টের অর্ডার বলে কাকের মতো চিৎকার করছেন। সেই হাইকোর্টেও তারা অনেক অসত্য ভাষণ দিয়েছেন, এমন কি চীফ জাষ্টিস রঘুবীর সাহেবের নাম বলেছেন। এটা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মিঃ শাকিয়া এবং মিঃ হানসারিয়ার কোর্টে যায়, উনারা বল্লেন, "We are of the view that it would be conducived to the interest of the justice, if the petitioner is allowed to file all documents which w think relevant for the purpose of proceedings pending before the Learned L A. Judge যে কারণে ৪টি বছর ঘুরিয়ে রিজেক্ট করেছিল। For this, the petitioners would b allowed to file certified of zerox copies of the same withount calling for the orginals. The respondants would be allowed by the Learned L. A. Judge to file their objections to the amendment petitions by Shri Pravash Bhowmik.

We have further to protect the interest of the poor tribals of the State and for this, we have deemed fit to allow immediate withdrawal of a sum of Rs 1 lakhs by them ( Shri Chittaranjan & Biswaranjan ) for the present which is about 1. 2 per cent of the sward money. It is further stated that if the proceedings would be delayed beyond a period of 3 months, the two aforesid respondants would be allowed to withdraw Rs. 10,000/- every month.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি একজন আইন-বিদ্ আপনি উত্তর জেলায় দীর্ঘকাল প্রফেশান করেছেন. প্রাইমা ফেসি যদি টাইটেল সম্বন্ধে কনফার্মড না হয়, তাহলে ডিভিশন বেঞ্চ এই ধরনের কোন অর্ডার দিতে পারে কিনা, সেই আপনিই বিচার করবেন। স্যার কালকে এবং আজকে আমার বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বিমল বাবু এবং অন্যান্য সদস্যারা বলেছেন, 'তারপর ১৯৮৫ তে গেজেট নোটিফি-

কেশান দেওয়া হল. ও, এন, জি, সি, যখন জমি অধিগ্রহন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল, তখন সেই জমির নতুন করে দাবীদার হলেন ললিত মোহন দেববর্মার দুই ছেলে, একজনের নাম চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, অন্যজনের নাম বিশ্ব রঞ্জন দেববর্মা। স্যার, এই গেজেট নোটিফিকেশানটা ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ তে হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে—There in ex rci e of the power under sub-section ( 1 ) of the Section 17 of the s id Act, the Governor is pleased hereby to direct the Collector of W st Tripura District to take possession of the aforesaid land and Governor is also pleased to direct the Collector West Tripura District to proceed with the a quisition of land—জোতদার ললিত মোহন দেববর্মা, পিতা রাধামোহন দেববর্মা হায়ার্স অব জোতদার শ্রীচিত্তরঞ্জন দেববর্মা এবং শ্রীবিশ্বরঞ্জন দেববর্মা। কাজেই সেখানে নতুন করে দাবীদার হলেন ললিত মোহন দেববর্মার দুই ছেলে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরপর বলা হচ্ছে. দুই ভাই জমির মালিকানা দাবী করলেন এবং তারা বললেন তাদের জমির পরিমাণ এত, সেই দিনই জমির দাম ঠিক হল। কে জমির দাম ঠিক করলেন ? এবং কবে ঠিক করলেন, সেটাও আমি দেখিয়েছি। বিগত ২৭/১২/৮৫ তারিখে বাই এন অর্ডার, আই উইল রীড আউট দ্যাট অর্ডার। তখন, এল, এ, কালেক্টার চিন্তা করলেন, এটা তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার, অনেক ক্লেইমেণ্ট হয়ে গেছে, প্রভাস ভৌমিক আছেন, আরও একজন ঘোষ আছেন, তার স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও আছেন। স্যার, আমি নিজে কোন দাবী করেছি কিনা, এল. এ. জাজের কাছে, সেটা দেখানোর দায়িত্ব বিরোধী দলের (মামা—আছে তো) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মায়ের কোন সভাই নাই, এল, এ জাজ, ডিসট্রিক্ট জাজ ননী দাসের কোর্টে কেইসটা ট্রেন্সফার করে দিলেন। তারপর জোট সরকার আসার পর, রাতারাতি সেটার রায় করিয়ে দিলেন, সমর বাবু, উনাদের বিশ্বাস এভাবে আমি জালিয়াতি করেছি। এখন আমি জালিয়াতি করেছি কিনা, তা বিচার বিবেচনা করার ভার আপনার উপর।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য এক্ষুনি বললেন যে ল্যাণ্ড ওয়াজ ভেস্টেড টু দ্যা গভর্ণমেণ্ট। সত্যি কথা হল—ল্যাণ্ড ওয়াজ নেভার ভেস্টেড টু দ্যা গভর্ণমেণ্ট। এটা নিয়ে এস, বি, লস্কর যখন ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন তখন কেস হয়েছিল। তারপর এ, কে. লোধ ২০. ৭. ৭০. ইং তারিখে এটা ভেস্টেড কিনা সেটা বলেছেন। আমি স্যার, সে অংশটা আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি — When Dhar Taluk is not any estate and not any intermediary or tenure holder as per definitions given in section 133 of the Act the lands belonging Dhar Taluk No. 12 do not come under section 135 'A' of the Act and are not liable to vest to the Govt. this disposes of the issue No. 'O' Dhar Taluk 1970 সালে শেষ স্যার। As discussed above in respect of A & C & O &

B is automatically disposed of because the Dhar Taluk in question have not been found to be an intermediary as per the definition given in the Land Reform Act. It is not necessary to discuss the other issues that is as it has already been laid in section 135 'A' of the Act will not apply other Taluk of the petitioner and therefore the question of the vesting of the land does not at all arise. All the issues are decided in favour of the petitioners i. e. two petitioners. The notice unded section 137 of the Act issued on the petitioner for giving up possession of the land apertaining to Dhar Taluk No. 12 of Mauja Badharghat, West Tripura will have no effect vested interest.

স্যার, গত ১৭ই মার্চ এ বিষয় নিয়ে যখন চারিদিকে একটা গুঞ্জন উঠল, তখন অনেক ব্যক্তি হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস্ রঘুবীরের নিকট একটা দরখাস্ত দিয়ে বললেন 'এটা কি করে হলো ? আমার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই, কোন অংশ নাই, কোন দাবীদার নাই। কিন্তু এতবড় একটা টাকার বিল, গভর্ণমেন্টের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হলো, অথচ উনি কোন সাক্ষী ডাকলেন না' কোন ডকুমেন্ট নিলেন না, গর্ভানমেন্টের কোন অফিসার ডাকলেন না, জাজ সুকদেব রায়কে অর্ডার দিলেন তাড়াতাড়ি এনকোয়ারী করার জন্য এবং কমেন্ট করবার জন্য। এখন প্রশ্ন হলো, মাননীয় বিধায়ক বা বিরোধী দল অর্থের প্রতি যাঁদের এত লোভ লালসা। তাঁরা যদি দেখাতে পারেন যে মাননীয় চীফ জাস্টিস কোন ডাই-রেকশান সুকদেব রায়কে দিয়েছেন তাহলে স্যার, আমি এই হাউসের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেব। কাজেই স্যার দেখা যাচ্ছে বিরোধী দল থেকে এটা জালিয়াতী করা হয়েছে। স্যার, ওঁরা তো কোন ডকুমেন্ট দেননি আপনি যদি চান আপনার কাছে আমি সমস্ত ডকুমেন্ট দেব। এটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের অফিসারদের ব্যাকবোন ভাঙ্গার জন্য, আইন সচিবের ব্যাকবোন ভাঙ্গার জন্য, ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী এবং বিধায়কদের হেনস্থা করার জন্য অত্যন্ত সুচতুর ভাবে যে চক্রান্ত উনারা করছেন সে চক্রান্তের অবসান হওয়া প্রয়োজন। এবং আমি মনে করি যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু আইনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে, আপনি একজন আইনবিদ, আইন বিশারদ সেই হেতু আপনার কাছে এই হাউসের সদস্যদের রক্ষার জন্য সরকারী কর্মচারীদের রক্ষার জন্য আপনার কাছে আমি রুলিং চাই। যদি কোন অন্যায় আমার হয়ে থাকে তার বিচারও আপনি করার মালিক। এই হাউসে দাঁড়িয়ে যদি কোথাও কোন অন্যায় আমি করে থাকি, যদি কোন বিরোধী দলের সদস্য, বিরোধী দল যদি কোন অন্যায় অযথা আমাকে জালিয়াত বলে থাকে অযথা আমার অফিসারকে, আমার সচীবকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, ঘুষখোর বানিয়ে থাকে তাহলে তার সুষ্ঠ বিচার আপনি করবেন এই আশা নিয়ে আমি ডিমাণ্ডের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে এবং কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রী জওহর সাহা ( রাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** স্যার, গতকালকে এই হাউসে মাননীয় বিরোধী সদস্য বিমল সিনহা উনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, "দৈনিক গণদূত'' পত্রিকার এডিটর উনার বিরুদ্ধে সেই দুই কোটি টাকার নয়-ছয়ের অভিযোগ এনেছিলেন, আমি আপনার মাধ্যমে এটা জানতে চাই যে, ওরা বিভিন্ন সময়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সাংবাদিকদের ব্যাপার নিয়ে অনেক তথ্য, অনেক কথা বলে থাকেন। যিনি আমার হাউসের সদস্য নয় এবং একটা গুরুতর অভিযোগ একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে, আমাদের সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের বিরুদ্ধে এবং সেটার কোন তথ্য নেই। আমি আপনার মাধ্যমে সেটা জানতে চাই, যিনি হাউসের সদস্য নয় উনার বিরুদ্ধে তথ্য ছাড়াই যে-সকল তথ্য পরিবেশন করছেন, বক্তব্য রাখছেন সেগুলিকে প্রত্যাহার করা হোক নতুবা আপনার কাছে সেই সকল ডকুমেন্ট জমা দেওয়া হোক। উনি হাউসের সদস্য নয় যার বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ আনা হয়েছে, তাই এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাইছি।

**শ্রী সমর চৌধুরী :—** মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন, আমরা সবাই শুনেছি, গতকাল আপনি একটা রুলিং দিয়েছিলেন যে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা যে-সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তাকে সাবস্টেনশিয়েট করে তার বক্তব্য, তার কাগজপত্র রাখার জন্য। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি হিয়ারিং দিয়েছেন, হিয়ারিং মানে বাজেট ভাষণের মধ্যে তিনি সমস্ত কিছু বক্তব্য রেখেছেন। যেহেতু আপনি একটা কমিটি গঠন করার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং প্রাইমাফেসি দেখার জন্য অল পেপারস্ আর টু বি সাবমিটেড এবং যেহেতু এটাকে ভিত্তি করে এখনও ডাউট রয়েছে, যথেষ্ট কারণ, উভয় পক্ষের নানা রকম প্রশ্ন সব কিছু, কাজেই সেই দিক থেকে আপনার এই কমিটির তদন্ত যখন চলবে, কমিটি গঠন করবেন সেই কমিটি যখন তদন্ত চলবে সেই সময়ে আমি আশা করব মাননীয় লিডার অবদি হাউস তার যে কেবিনেট সেই কেবিনেট থেকে তাকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করবেন। তিনি পদত্যাগ করবেন, তাতে সমস্ত জিনিসটা প্রমানিত হবে এইটা নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** অনারেবল মিনিস্টার যেটা বলেছেন হাউসের বাইরে হোক আর ভিতরে হোক কেউ যদি অসত্য ভাষণ দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা নিয়ে প্রিভিলেজ আনতে পারেন, মোশান আনতে পারেন, সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে সেটা অ্যাক্সেপ্ট হবে কি না হবে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রিভিলেজ আনবেন কি না আনবেন সেটা হাউসের সদস্যরা দেখবেন। এইখানে প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে লিডার অফ দি হাউস প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন কমিটি গঠন করা হবে, যেহেতু উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে এইসমস্ত কাগজপত্র আপনার কাছে প্লেইস করা। উনি যে কাগজপত্র প্লেইস করবেন এইটাই আমার ডকুমেন্ট। উনি যে কাগজপত্র দেবেন এইটাই আমার যথেষ্ট।

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) : – স্যার, এইসব বাজে কথা বলে হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট করার অধিকার কারো নাই।

( গণ্ডগোল )

**Mr. Speaker** :— As because document i· not eubmited by Bimal Shina so he has ger the chance to tell somthihg bef re the house. Otherwise he will not get the chance before the house. As because their is no paper with me. So he has a right to reply the question.

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিমল সিনহা তার যে ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রেখেছেন, উনি উনার ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রেখেছেন। ইট ডাজ নট প্রোভ। ইট ইজ সাসপিসিয়াস। বাইরে ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। আজকে আমি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় দেখেছি। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— ক্ষমতাকে কিভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, আপনি যেমন বিমল সিনহাকে বলেছেন ডকুমেন্ট দেওয়ার জন্য. আপনি মাননীয় মন্ত্রীও যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই সমস্ত কাগজপত্র আপনি আপনার কাছে উপস্থিত করতে বলুন।

**মিঃ স্পীকার** :— নাউ ওয়ান থিং বারডেন ইজ অলওয়েজ, লাইজ আপন দি কমপ্লেইনেন্ট। এলিগেশন যিনি আনবেন বারডেন ইজ অলওয়েজ লাইজ আপন হিম।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কমিটি গঠন করা হবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে অভিযোগগুলি আনা, আমরা এনেছি। সুনির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগগুলি এনেছি। এখন উনার দায়িত্ব হচ্ছে কমিটি গঠন করা।

( গণ্ডগোল )

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— ( মুখ্যমন্ত্রী ) স্যার, ত্রিপুরা লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলি রুলস্ অফ প্রসিডিউর অ্যাণ্ড Conduct of Bussiness page 146. এখানে ৩০১-এ যেটা বলা হয়েছে—A member may with the permission of the speaker make personal explanation although there is no question before the House but in this case no debitable matter may be brought forward and no debit shall arise ? উনার নিজের পারসনেল উনার অ্যাগেইনষ্টে পারসনেল অ্যালিগেশান উঠেছে এখানে কোন অ্যাক্সপ্লেনেশান নিয়ে কোন রকম ডিবেট করার স্কোপ নাই। আমি মনে করি হাউসের সময়ের মূল্য রয়েছে, হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কারো অধিকার নেই।

( গণ্ডগোল )

## VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989-90

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর ( কাটমোশানস ) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো ( কাটমোশনস ) একত্রে ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

**Mr. Speaker :—** Now I am putting Demand No. 3 to vote.

The question before the House is the Demadd No.3 moved by the Hon'ble Minister of the Election, Law. etc Deptt. that a sum not execeeding Rs. 3 97.74.000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 15.43.000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation/ vote on Account/ Bill, 1989), be granted to defray the changes Which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No.3 under the the following Major Heads :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2014-Administration of Justice | Rs. 2.50.92.000/- |
| 2. | 2015-Election | Rs. 1.46.22.000/- |
| 3. | 2070-other Administratives | Rs. 60.000/- |

The Demand was passed.

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No. 10 to vote. The question before the House is the Demand No 10 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistics etc-Departments that a sum not exceeding Rs. 1,00,27,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1989 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 3451—Secretariat Economic Services | Rs, 12,44,000/- |
| 2. | 3454 –Census Surveys and Statistics. | Rs. 87,83,000/- |

( The Demand was passed )

**Mr. Speaker** : –First I am putting the Cut Motions to vote.

Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 11, moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das. on Demand No-11, Major Head-2055 "That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represend disapproval of the policy underlying the demand viz : – "জনপ্রতিনিধিদের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No-11 moved by the Hon'ble Members Shri Sunil Kr. Choudhury and Shri Matilal Sarkar on Demand No-11, Major Head- 2070 "That the amount of the demand be reduced to Re-1- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—হোমগার্ডদের চাকুরীতে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ."

Now the question before the House is the Cut Motion by the Hon'ble Members Shri Matilal Sarkar and Shri Samar Choudhur yon Demand No-11, Major Head-2055 "That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent

disapproval of the policy underlying the demand viz : –

"ট্রেনিং এর নামে পুলিশের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সৃষ্টির প্রতিবাদে।"

Now the question before the house is the Cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Sunil kr. Choudhury on demand No, 11, Major Head—2055 "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : – In protest against interference by the reling party into works of policy."

Now the question before the house is the Cut motion moved by the Hon'ble member Shri Matilal Sarkar and Sunil Kr. Choudhury on demand No. 11, Major Head—2o55—"that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : In Protest against the attempt to prevent the policy from arresting the culprits."

(All the cut Motions were put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the *D*emand No, 11 to vote. The question before the House is the Demand No, 11 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the etc. Departments that a sum not exceeding Rs, 41,59,o6,ooo/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 199o, in respect of Demand No, 11 under the following *M*ajor Heads : –

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2o55—Police | Rs 31,36.4o,ooo/- |
| 2. | 2o7o—Other Administrative Services (Fire protection) | Rs. 1,82,91,ooo/- |

3. 2070—Other Administrative services (Home Guards) Rs. 5,57,54,000/-

4. 2070—Other Administrative services (Civil Defence) Rs. 14,25,000/-

5. 3275—Other Communication services (Wireless planning and Co-ordination) Rs, 2,67,96.000/-

(The Demand is passed)

**শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :**—মিঃ স্পীকার স্যার, যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হাউসকে বাড়ানো হোক।

**মিঃ স্পীকার :**—হ্যাঁ ততক্ষণ পর্যন্ত হাউসকে বাড়ানো হল।

**Mr. Speaker :** Now I am putting the Demand No. 24 to vote. The question before the House is the Demand No. 24 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Information and publicity etc. Departments that a sum not exceeding Rs, 2,56,96000/- (indlusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill,1989) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No, 24 under the following Major Heads :—

1, 2220—Information and Publicity Rs, 1,93,97,000/-

2, 3452—Tourism Rs, 62.72,000/-

(The Demand was passed)

**Mr. Speaker :** Now I am putting the Demand No, 44 to vote. The question before the House is Demand No, 44 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing and Stationery Departments that a sum not exceeding Rs. 2,01,22,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 44 under the following Major Heads :

1. 2058 –Stationery and Printing. Rs. 2,01,22,000/-

(The demand was passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the demand No. 22 to vote. The question before the house is the demand No. 22 moved by the Hon'ble Health Minister-in-charge of the Health etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 19,74,01,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( vote on account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 22 under the following Major heads :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2210—Medical and Public Health | Rs. 19,51,35,000/- |
| 2. | 2252—Other Social Services | Rs. 5,000/- |
| 3. | 2552—North Eastern areas | Rs. 16,00,0oo/- |
| 4. | 3454—Census, Surveys and statics | Rs. 6,61,ooo/- |

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 23 to vote. The question before the house is the demand No, 23 moved by the Hon'ble Health Minister-in-charge of the Family welfare etc, departments that a sum not exceeding Rs, 3,46,47,ooo/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 199o, in respect of nemand No, 23 under the following Major Heads :—

1, 2211—Family Welfare Rs, 3,46,47,ooo/-

(The demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the demand No. 29 to vote. The question before the house is the demand No. 29 moved by the Hon'ble minister-in-charge of the Social Welfare etc.

Departments that a sum not exceeding Rs. 1.11,61,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( vote on account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 29 under the following Major heads :

1. 2235—Social Security and Welfare Rs. 1,10,28,000/-
2. 6253—Loans for social security and welfare Rs. 1,33,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the house is the demand No, 42 moved by the Hon'ble Jail Minister-in-charge of the Jail etc. Departments that a sum not exceeding Rs, 1,18,03,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 199o, in respect of Demand No, 42 under the following Major Heads :—

1, 2056—Jails. Rs. 1,18,03,000/-

(The demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :**—Now I am putting the demand No. 37 to vote.

The question before the house is the demand No. 39 moved by the Hon'ble Forest Minister—

That a sum not exceeding Rs. 13.43,19,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on account) Bill, 1989 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads:—

1. 2402—Soil and Water Conservation Rs. 2,03, 4,000/-

| | |
|---|---|
| 2. 2406—Forestry and Wild Life | Rs. 10,31,35,000/- |
| 3. 2552—North Eastern Areas | Rs. 53,00,000/- |
| 4. 5465—Investment in General Financial and Trading Institution. | Rs. 55,00,000/- |

( The Demand was passed by voice vote )

**Mr. Speaker :**— Now I am putting the Demand No. 47 to vote.

The question before the House is the Demand No 47 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Research etc. Departments—

that a sum not exceeding Rs, 1,3o,oo,ooo/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Acoount) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 199o, in respect of Demand No, 47 under the following *Major* Heads :—

| | |
|---|---|
| 1. 3425—Other Research | Rs. 7o,oo,ooo |
| 2. 4810—Capital Outlay on Non Conventional Energy | Rs 6o,oo,ooo |

(The demand was passed by voice vote)

**Mr, Speaker :** Now I am putting the demand No. 26 to vote.

The question before the house is the demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge for forest, Tribal welfare, Welfare of Scheduled castes etc. Departments that a amount exceeding Rs. 33,59,o4,ooo/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account,) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads : 2225—Welfare of scheduled Castes Scheduled Tribes and

| | |
|---|---|
| Other Backword classes | Rs. 28,43,57,000/- |
| 2236—Nutrition | Rs. 1,33,94,000/- |

3604—Compention & assignments Rs. 3,81,53,000/-

( The Demand was passed by voice )

---

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No, 27, moved by—

1. Shri Sunil Kumar Choudhury—Demand No-27—2225

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"failure to assist the village artisans belonging to other Backward Classes"

2 Shri Samar Choudhury Demand No. 27—2225

"that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

failure to protect the Downtrodden sections of people from Economic distress".

(The two Cut Motions were lost by voice vote)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No, 27 to vote.

The question before the House is the Demand No, 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge for Welfare of scheduled castes, scheduled Tribes and other backward classes— that a sum not exceeding Rs, 3,79,34,000/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the scheduled to the Appropriation (Vote on account) Bill,1989) be granted to defray the charges which will comein course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No, 27 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Scheduled castes, scheduled Tribes and Other backward classes Rs. 3,79.34,000/-

(The Demand was passed by voice vote)

**Mr. Speaker :** Now the question before the house is the Cut motion(s) on the Demand No. 20 moved by—

1. Shri Matilal Sarkar, Demand No. 20—2202,

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

Regarding recruitment of additional Teachers for primary schools"

2, Shri Matilal Sarkar, Demand No-20—2202

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval the policy underlying the demand viz :

Failure to implement the West Bengal pattern of pension scheme in case of non-Govt. teachers, though declared by the Govt."

3, Shri Gopal Ch, Das, Demand No, 20—2202

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদে"

(All the 3 (three) Cut motion were lost by voice vote)

**Mr. Speaker :** Now I am putting the Demand No, 20 to vote.

The question before the House is Demand No, 20 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education etc. Departments—

that a sum not exceeding Rs. 93,77,73,000/- (iuclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :

| | |
|---|---|
| 2202—General Education. | Rs, 85,07,96,000/- |
| 2203—Teehnical Edncation | Rs, 1,18,77,000/- |
| 2204—Sports and Youth Services | Rs. 2,08,35.000/- |

| | |
|---|---|
| 2236 – Nutrition | Rs. 3,95,13,000/- |
| 2252—North Eastern Areas | Rs. 5,00,000/- |
| 3454—Census Surveys & statistics | Rs. 1,86,000/- |
| 4202—Capital Outlay on Education, sports, Arts and culture | Rs. 1,40,66,000/- |

(The Demand was passed by voice vote)

**Mr. Speaker :** Now I am putting the demand No. 21 to vote.

The question before the house is the demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education etc. Departments—

that a sum not exceeding Rs. 14,57,62,000/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account,) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st March, 1990 in respect of Demand No 21 under the following Major Heads :

| | |
|---|---|
| 2202—General Education | Rs. 7,59,58,000/- |
| 2205—Arts and Culture | Rs. 74,82,000/- |
| 2235—Social Security & Welfare | Rs. 5,78,22,000/- |
| 2236—Nutrition | Rs. 45,00,000/- |

(The demand was passed by voice vote)

**Mr. Speaker :** — Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 43 moved by—

1. Shri amar Choudhury, Demand No 43—2230

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1 to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : —

সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে চাকুরী না দেবার প্রতিবাদে"

2. Shri Matilal Sarkar, Demand No. 43—2230

"that the amount of the Demand be reduced to Re. /- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

"failure to appoint the over aged youths as per commitment of the new Govt."

(All The two Cut Motions were lost by voice vote)

**Mr. Speaker :**— Now I am putting the Demand No. 43 to vote.

The question before the House is the Demand No 43 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment etc. Departments—

that a sum not exceeding Rs, 1,o9,62,ooo/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 199o, in respect of Demand No, 43 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment Rs. 1,o9,62,000/

( The Demand was passed by voice vote )

**Mr. Speaker :**— Now Demand No, 31. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that "a sum not exceeding Rs, 6,26,65,000/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the scheduled to the Appropriation (Vote on account) Bill,1989) be granted to defray the charges which will comein course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No, 35 under the following Major Heads :—

2515—Other Rural Development Programme Rs. 6,26,65,ooo/-

( The Demand was put to voice vote and passed )

Now, Demand No. 38. There is one Cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main motion.

The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Ch, Das "That the amount of the demand be reduced to Re. 1/ to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

রাজ্যের গ্রামীন ও অশিক্ষিত বেকারদের সারা বছর কর্ম্ম সংস্থানের জন্য বন্দোবস্ত না করার প্রতিবাদে

(The Cut motion was put to voice vote and lost)

Now I am putting the main motion to vote. The question before the house is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that "a sum not exceeding Rs. 12 64,77,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( Vote on account) Bill, 1989 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads: –

| | |
|---|---|
| 2216 –Housing | Rs. 65,00,000/- |
| 2501—Special Programme for Rural Development | Rs. 3,29,77,000/- |
| 2505—Rural Employment | Rs. 8,25,00,000/- |
| 6216—Loans for Housing | Rs 45,00,000/- |

(The demand was put to voice vote and passed)

Now Demand No 39. There is one cut motion this demand am putting the cut motion to vote first and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar, that "the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that.—Failure to

pump put a drop of water through mark II tube-well at Haripur Bazar under Ishanchandra, Nagar Sadar sub-Division since its incention".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the main to vote. The question before the house is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that "a sum not exceeding Rs, 4,07,70,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 199o, in respect of Demand No, 39 under the following Major Heads : –

2215 – Water Supply and sanitation Rs. 4,o7;7o,ooo

(The demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand No. 48 There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main motion.

The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Makhan Lal Chakraborty that "the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "In protest of absence of any policy in the works of plantation rehabilitation".

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main motion to vote The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-chargd that a sum not exceeding Rs. 1.60,63,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( vote on account ) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 48 under the following Major heads :

| | |
|---|---|
| 2225—Welfare of schedule castes, scheduled Tribes and other Backward Classes | Rs. 31,97,000/- |
| 2406—Forestry and Wild Life | Rs. 1,28,66,000/- |

(The demand put to voice vote and passed)

Now Demand No. 28 There are as many as four cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first one by one and then the main motion.

The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble Member Sarvasree Chittaranjan Saha & Matilal Sarkar that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যর্থতার প্রতিবাদে",

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Next the question before the House is the Cut Motion moved by Sarvasree Gopal Ch. Das & Matilal Sarkar that the amount of the Demand be reduced to Re. 1 to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :--

"ন্যায্যমূল্যের দোকানসমূহে মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী চাল সরবরাহ করার প্রতিবাদে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Sunil Kr. Choudhury that the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. in protest against corruption in supplying food & essential commidities to the consumers".

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main motion to vote. The question before

the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 58.39,85,000/- ( inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation ( vote on account ) Bill, 1989), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 28 under the following Major heads :

| | |
|---|---|
| 2408—Food storage and warehousing | Rs. 1,66,40,000/- |
| 3456—Civil Supplies | Rs. 38,45,000/- |
| 4408—Capital Outlay on Food storage & Warehousing | Rs. 56,35,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

## GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation Bill, 1989 (Tripura Bill, No. 4 of 1989) উত্থাপন।
এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই সভার অনুমতি চেয়ে বিলটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

**Shri Sudhir Rn. Majumder** Mr. Speaker, Sir I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation Bill, 1939 (Tripura Bill No. 4 of 1989)" in this House.

মিঃ স্পীকার : - এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল —

"The Tripura Appropriation Bill, 19 9 (Tripura Bill No. 4 of 1989)"
এই সভায় উত্থাপন করা হউক।

মোশানটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে গৃহীত হল। অতএব, বিলটি এই সভায় উত্থাপিত হল।

এই সভা আগামী ৫ই এপ্রিল, বুধবার, ১৯৮৯ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

# PAPERS LAID ON THE TABLE (QUESTIONS & ANSWERS)

১) টি প্রোটেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কৈলাশহর।

২) জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস লিঃ আগরতলা।

৩) উত্তর চড়িলাম নেতাজী প্যাক্স লিঃ চড়িলাম।

৪) লীলাগড় চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ সাব্রুম।

৫) দুর্গা বাড়ীটি একটি টওয়ার্কাসকো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সদর।

৬) খোয়াই সম্প্রীতি মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ

৭) আগরতলা সড়ক পরিবহন মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ

৮) ধর্মনগর মোটর কর্মী সমবায় সমিতি লিঃ

৯) বিডি শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ আগরতলা।

উপরোক্ত সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ৩ টিতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২) যে সমস্ত সমবায় সমিতিতে তদন্তের মাধ্যমে আইনগত,পরিচালনগত ও অর্থনৈতিক গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়ার ফলে ত্রিপুরা সমবায় আইন ১৯৭৪ এর ৭৫ নং ধারা অনুযায়ী বোর্ড অব এডমিনিসট্রেটর্স নিযুক্ত করিতে হইয়াছে সেই সমস্ত সমবায় সমিতির গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। সমিতি গুলির আইন অনুযায়ী সভা তালিকা প্রস্তুত এবং হিসাবের বই ইত্যাদিসংশোধনের পরেই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য পানিসাগর ব্লকের পঞ্চায়েত সচীবরা গত ৭ঠা মার্চ, ১৯৮৯ ইং তারিখে তাদের

Admitted Started Question No 391

Name of Member : Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পানিসাগর ব্লকের পঞ্চায়েত সচীবরা গত ৪ঠা মার্চ ১৯৮৯ইং তারিখে তাদের প্রাপ্য ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন ভাতা ইত্যাদি না পেয়ে ব্লক অফিস থেকে ফিরে আসতে হয়?

উত্তর

১। না ইহা সত্য বলিয়া প্রকাশ পায় না।

প্রশ্ন

২। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসেনা।

Un Started Question No. 37

Name of Member— Shri Bidya Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Rural Development be pleased to state.

১। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত সংখ্যক মার্কটু টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

২। এই সকল মার্কটু টিউবওয়েল সমুহ স্থাপন করার জন্য কোন ব্লকে কোন কোন ঠিকাদারদের নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩। ইহা কি সত্য যে কোন প্রকার টেণ্ডার ব্যতিরেকেই ঠিকেদারকে ঐ সকল কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং

৪। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি ?

Answer

Name of Minister :—Shri Birjit Sinha, Minister for Rural Development Department.

১। ১৯৮৮ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে কোন কোন ব্লকে কতক সংখ্যক মার্কটু টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হইয়াছে তার হিসাব Anexure Aতে দেওয়া গেল।

২। এই সকল মার্কটু টিউবওয়েল সমুহ স্থাপন করার জন্য কোন ব্লকে কোন ঠিকেদারদের নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা Anexure Bতে দেওয়া গেল।

৩ ও ৪। টেণ্ডারের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ কাজই করানো হইতেছে। তবু কিছু কাজ জলের দুঃস্প্রাপ্যতা হেতু গ্রামবাসীদের আবেদনে টেণ্ডার ছাড়াও ঠিকেদারদের দেওয়া হইতেছে। এইসব ক্ষেত্রেও টেণ্ডার রেইটে উপযুক্ত সিকিউরিটি রেখে তাহা করা হইতেছে।

# PAPERS LAID ON THE TABLE (QUESTIONS & ANSWERS)

## ANNEXURE "A"

**Admitted Starred Question No. 22?**

**Name of the Member— Shri Ratan Lal Ghosh,**

**Will the Hon'ble Minister—in—Charge of The Development Department be Pleased to State**

—:প্রশ্ন:—

১) রাজ্যের তিন জেলায় তিনটি Rural Engineering Division খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২) থাকলে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

—:উত্তর:—

Name of Minister :- Shri Birajit Sinha.

১) রাজ্যের প্রতিজেলায় একটি করে Rural Engineering Division বর্তমানে আছে।

২) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

## Admitted Stared Question NO. 363

**Name of the Member —Gopal Das, M. L. A.**

**Will the Hon"ble Minister -in—Charge of the Revenue Copartment be pleased to State**

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে কর্মরত বহিরাগত সরকারী অফিসাররা এবং আগরতলা যাদের বাড়ী নেই যে সমস্ত অফিসাররা বসবাসের জন্য সরকারী কোয়ার্টার পাচ্ছেন না,

২) ইহা ও সত্য কোয়ার্টার না পাওয়ার ফলে অনেক অফিসারই সার্কিট হাউজের রুমগুলিতে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন,

৩) ইহা ও কি সত্য বাইরের থেকে আগত রাজ্যসরকারের সম্মানীয় অতিথিদের সার্কিট হাউজে জায়গা দিতে না পেরে রাজ্যের বিলাশবহুল হোটেলগুলিতে সরকারী খরচে ভাড়া করে রাখতে হচ্ছে,

৪) সত্য হলে এজন্য সরকারের এপর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং

৫) এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

Minister in charge of the Rev Depit Revenue Minister

উত্তর

১) সরকারী বাসগৃহের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার দরুন বহিরাগত ও অন্যান্য অনেক সরকারী কর্ম্মচারী সরকারী কোয়ার্টার পান নাই ।

২) সরকারী কোয়ার্টার না পাওয়া গেলে সাময়িকভাবে সরকারী অতিথিশালার (Circut House) স্থান দেওয়া হইয়া থাকে ।

৩) সরকারী অতিথিশালায় (Circut House) স্থানের সংকুলান না হইলে সরকারী অতিথিদের কোন কোন সময় স্থানীয় হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতে হয় ।

৪) মং—৪৬, ৪৮২ টাকা খরচ হইয়াছে ।

৫) বর্তমান Circut House এর পাশে ৬ সংখ্যা বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী আবাস তৈয়ার করা হইয়াছে ।

**Name of Member — Sri Badal Choudhury Admitted Starred Question No. 69** will **the** Hon"ble Minister-in-charge of **the** Cooperation Department be pleased to **state**

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কোন কোন সমবায়ের, জনা সরকার হাইকোর্ট থেকে নির্ব্বাচন করার নির্দেশ পেয়েছেন এবং তারমধ্যে কতটির ক্ষেত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে,

২) যে সমস্ত সমবায় গুলিতে বোর্ড অব এডমিনিষ্ট্রেটর্স নিয়োগ করা হয়েছে সেখানে কবে নাগাত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ?

**Answer**

Minister in-charge of The Coperative

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০-৩ ৮৯ইং পর্যন্ত হাইকোর্ট নিম্নলিখিত ৯টি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়াছেন:—

১নং প্রশ্নের উত্তর Annexure A

রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত সংখ্যক মার্কটু টিউবওয়েল ১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক বছরে মঞ্জুর করা হইয়াছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

| ব্লকের নাম | মঞ্জুর করা মার্কটু টিউবওয়েলের সংখ্যা |
|---|---|
| মাতারবাড়ী | ৬০ |
| অমরপুর | ৮ |
| সাঁতচাঁদ | ২৫ |
| বগাফা | ২৫ |
| রাজনগর | ৫০ |
| পানিসাগর | ৯০ |
| কুমারঘাট | ৮৫ |
| সালেমা | ৪৭ |
| বিশালগড় | ৯৯ |
| মেলাঘর | ৮৪ |
| মোহনপুর | ৭২ |
| জিরানীয়া | ৬১ |
| জম্পুইজলা | ৩১ |
| তেলিয়ামুড়া | ৭৫ |
| খোয়াই | ৪৩ |
| | মোট -৮২৫ |

## ANNEXURE—B

মার্কটু টিউবওয়েল স্থাপন করার জন্য নিযুক্ত ব্লকভিত্তিক ঠিকেদারদের নামের তালিকা :—

| ব্লকের নাম | ঠিকেদারদের নাম |
|---|---|
| ১। অমরপুর— | ১) শ্রী প্রাণেশ সাহা |
| | ২) সমর সাহা |

| ব্লকের নাম | ঠিকেদারদের নাম |
|---|---|
| ২। উদয়পুর- | ১) শ্রী বিমল ভট্টাচার্য্য |
| | ২) সুশান্ত মহলানবিশ |
| | ৩) পরিতোষ সাহা |
| | ৪) শিবাশীষ দাসগুপ্ত |
| | ৫) উত্তম সাহা |
| | ৬) তুষারকান্তি দত্ত |
| | ৭) M/s. N. K. P. Construction Enterprises |
| | ৮) মানিক চন্দ্র দে |
| | ৯) হারাধন ভট্টাচার্য্য |
| | ১০) মনু মিঞা |
| | ১১) উত্তম চক্রবর্ত্তী |
| | ১২) সুমন্ত দেবনাথ |
| ৩। শাঁতচান্দ — | ১) শ্রী সুব্রত সাহা |
| | ২) M/s. Katinor Enterprise |
| | ৩) মোঃ রতন মিঞা |
| | ৪) সুশান্ত মহলানবীশ |
| | ৫) কেশব ভট্টাচার্য্য |
| ৪। বগাফা— | ১) শ্রী মানিক বিশ্বাস |
| | ২) রঞ্জিৎ রায় |
| | ৩) গোবিন্দলাল বৈদ্য |
| | ৪) মেসার্স সুব্রত জিৎ |
| | ৫) রাজেশ্বর মহাজন |
| | ৬) বিপ্লব সরকার |
| | ৭) মেসার্স বণিক ব্রাদার্স |
| | ৮) হরিগোপাল রায় |

৫। রাজনগর—

১) শ্রী জগদীশ দাস
২) বিপ্লব সরকার
৩) কানাইলাল সাহা
৪) গোবিন্দলাল বৈদ্য
৫) মোঃ মোস্তাফার আলী
৬) সরোজ চক্রবর্তী
৭) মেসার্স বণিক ব্রাদার্স
৮) মাণিক বিশ্বাস
৯) দিলীপ ভট্টাচার্য্য

List of Contractor under PANISAGAR BLOCK

1) M/s. Super Engineering, Dharmanagar
2) Shri Tirtharankar Gupta of Dharmanagar.
3) „ Subrata Kar —do—
4) Samir Paul of Agartala
5) Nandan Kr Deb —do—
6) Nirmal Sengupta —do—
7) Ranjit Nath, Panisagar
8) Debabrata Deb Roy, Agartala
9) Md. Maram Ali, Dharmanagar
10) Md. Fakuruddin Ali, —do—
11) Md. Muzafar Ali, —do—
12) Shri Nirmal Kanti Deb, Agartala
13) Bishnu Deb. Ambassa, Kmp.
14) Shayamal Saha, Agartala
15) Abdul Bari, Dharmanagar
16) Hanif Uddin, —do—
17) Shri Lokesh Das. Kumarghat
18) Shri Tonmoy Bhattacherjee, Agartala

## KUMARGHAT BLOCK

1) Shri Pranab Paul Choudhury, Kailashahar.
2) ,, Ajit Paul, Agartala
3) Nikunja Nama, Kumarghat
4) Sudhangshu Deb Roy
5) Sanjib Saha, Agartala
6) Debdas Dhury, Kumarghat
7) Harifuddin, Dharmanagar
8) Abu Chaye , Kumarghat
9) Ranjit Deb —do—
10) Sukumar Dey —do—
11) Susanta Dey —do—
12) Priya Ranjan Deb, Kumarghat
13) Manu Mia, Agartala
14) Ramendra Bhowmik Agartala
15) Gopika Paul, Kailashahar
16) Samir Kanango —do—
17) Aswani Acherjee, Kumarghat
18) Abu Khayerm, Agartala
19) Kajal Panl.

## SALAMA BLOCK

1) Shri Shayamal Saha, Agartala.
2) ,, Mihir Banik —do—
3) Subhash Dhar, Kamalpur.
4) Nirmal Kant Deb, Agartala
5) Nihar Nath, Kamalpur.
6) Debasish Bhattacherjee, Kamalpur
7) Arupam Bhattacherjee —do—

8) Sukumar Ghosh —do—
9) Ramendra Bhowmik, Agartala,

## LIST OF CONTRACTORS.

| Name of Block | | Name & Address of Contractor. |
|---|---|---|
| 1. Bishalghar. | 1. | Shri Dilip Dutta Bhowmik, T. P. Road, Agartala. |
| | 2. | Shri Sukanta Bhattacherjee, Kadamtala, Agartala |
| | 3. | Shri Samarendra Saha, North Banamalipur, Agartala. |
| | 4. | Shri Narayan Debnath, Jangalia, Bishalghar. |
| | 5. | Shri Sakti Saha, Surja Road, Agartala. |
| | 6. | Ratan Saha, Daleswar, —do— |
| | 7. | Kumud Bandhu Sukla Das, South Charilam |
| | 8. | Nikhil Banik, C. R Road Agartala |
| | 9. | Ram Krishna Chakraborty Indranagar, Agartala. |
| | 10. | Kanti Lal Debnath, North Arali |
| | 11. | Pradip Chakraborty, Krishnanagar Agartala |
| | 12. | Bidhan Dey, Jangalia, Bishalghar |
| | 13. | Shyamal Saha, Khilpara, K. K. Pur |
| | 14. | Keshab Bhattacherjee, Jangalia Bishalghar. |
| | 15. | Biswajit Saha —do— |
| | 16. | Pradip Bhowmik, —do— |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | Mridul Ghosh, | —do— |
| 18. | Dhirendra Rabidas | —do— |
| 19. | Swapan Das | —do— |
| 20 | Dulal Debnath | —do— |
| 21. | Gautam Saha | —do— |
| 22. | Nantu Saha | —do— |
| 23. | Sambu Saha | —do— |
| 24. | Abdul Gani, Masjid Road. | Agartala |
| 25 | Bhupan Das, Surja Road. | ,, |

MELAGHAR

1) Shri Sushanta Mahalanabis, Jangalia Bishalghar.
2) Shri Bimal Bhattacherjee, Jangalia, Bishalghar
3) Shri Uttam Saha, Bishalghar Bazar
4) Ashoke Chakraborty. Ramnagar Agartala
5) Amitabha Saha. Central Road, Agartala
6) Tapan Saha, Mantribari Road, Agartala
7) Shyamal Saha, Central Road. ,,
8) Samarendra Saha, Santipara ,,
9) Pradip Saha ,, ,,
10) Gautam Saha ,, ,,
11) Nitai Paul ,, ,,
12) Dilip Saha ,, ,,
13) Gautam Saha ,,
14) Bimal Bhattacharjee College Road Agartala

15) Shir Sanjib Deb Nath, College Road, Agartala
16) Shri Prabal Roy, College Road, Agartala.
17) shri Ratan Biwwas, College Read, Aagartala.
18) Shri Madhu Mangal Saha, College Road. Agartala

MOHANPUR.

1) Shri Sakti Saha, Surja Road, Agartala.
2) Shri Pradip Datta, Bardowali, Agartala.
3) Shri Ram Krishna Charkraborty. Indranagar
4) Shir Jahangir Mia, Masjid Road. Aartala.
5) Shir Nepal Ch Paul. Pratapghar, Agatala
6) Shri Harun Mia, Masjid Road, Agartala.
7) Shir Idan Mia, Pratapgarh, Agartala.
8) Shir Sarajit Datta Choudhury, Banamalipur Agartala
9) Shir Amit Bhowmik, Joynagar, Agartala
10) shir Ashish Kr. Bhowmik, Joynagar, Agartala
11) Shir Pradip Charaborty, Krishnagar
12) shri Shymal Charkraborty. Krishnagar
13) shri Ashotosh Das, Nutanpally, Krishnagar Agartala
14) Shri Badal Ko. Roy Bhati Aphoynagar, Agartala
15) Shri Chandan Majumder, Dhaleswar, Agartala
16) Shri Sanat Biswas, East Barjala. Agartala.
17) Shri Ranjit Nandi, Barjala, Agartala.
18) Shri Janjit houban, Gorkhabaste, Agartala.
19) Shri Narayan Deb Nath, Nutannagar- Agartala
20) Shri Ramen Sinha, Barjala, Agartala.
21 Shri Sudha Das, Khosh Bagan, Agartala
22) Shri Nimai Saha Banamlipur, Agartala .
23) Shri Subash Saha Surja, Road. Agartala

24) Shri Pradip Das. C. R. Road, Agartala

JIRANIA

1) Shai Vivekananda Choudhury, Jirania.
2) M,S. Atunu Enterprise, Banamalipur, Agartala

JAMPAIJALA

1) Shri Babul Roy, Ramnagar 3, Agartala
2) Chinmoy Saha. Town Pratapgarh, Agartala
3) Mantosh Chakraborty. Brajapur, Bishalghar
4) Supriya Das, Janjalia, Bishalghar
5) Ashis Deb ,, ,,
6) Chanchal Sengupta, Gandhighat, Agartala
7) Debashish Datta ,, ,,
8) Anil Banik, Melarmath, Agartala
9) Nandadulal Paul, Gandhighat ,,
10) Bimal Saha, Town Pratapgarh
11) Shyamal Saha. Khoshbagan, Agartala
12) Sudhan Das ,, ,,

KHOWAI

1) Shri Ranjit Baul Khowai
2) Samir Bhowmik ,,
3) Tapau Podder, Gangail Road Agartala
4) Arun Bir Laxminarayanpur Khowai
5) Babul Saha North Banimalipur Agartala
6) Sangeet Das ,, ,,
7) Chantu Saha ,, ,,

TELIAMURA

1) Shri Jagannath Mallik Rajnagar Teliamura
2) Satyendra Ch. Das Purba Ramchandraghat
3) Sujit Das Rajnagar Teliamura

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS & ANSWERS)

| | | |
|---|---|---|
| 4) | Malav Deb | Santinagar ,, |
| 5) | Nitish Das | Batuka Kalayanpur |
| 6) | Pardip Roy | ,, ,, |
| 7) | Kripesh Das | Kalyanpur |
| 8) | Dherendra Debnath | Kunjaban Kalyanpur |
| 9) | Sajal Roy | Ghaniamara, Kalyanpur |
| 10) | Dhananjoy Roy, | Kalyanpur |

Admitted UP-Starred Question No—54

Name of Member :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Rural Develoment be bleased to Sat-te-

— প্রশ্ন —

১) বর্তমান আর্থিক বছরে সমষ্টি উন্নয়ন কর্তৃক সালেমা ব্লকে পেছনে পড়াজাতি গোষ্ঠী গরীব মানুষকে এন, আর, ইপি এবং আর এল ই জি পি স্কীক এর মাধ্যমে গৃহ নির্মান ক দেওয়া হয়েছে কি ?

২) যদি হ্যাঁ হয় তবে উক্ত ব্লকের অন্তর্গত এলাকায় কত টাকা ব্যয়ে কতজনকে উক্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে (নামের তালিকাসহ পঞ্চায়েতভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত গৃহনির্মান প্রকল্পে কোনরূপ নিয়মনীতি আছে কি ?

৪) যদি হ্যাঁ হয় তবে ইহার বিবরন ?

উত্তর

Name of Minister :— Shri Birajit Sinha.

১) হ্যাঁ

২ নং এর উত্তর — এন, আর, ই, পি, প্রকল্পে মোট ৩'৫৪, ১০৫ টাকা ব্যয়ে ৪৩ জন লোককে এবং আর. এল. ই. জি. পি. প্রকল্পে মোট ৫, ১০, ০০০ টাকা ব্যয়ে ৪০ জন

লোককে গৃহনির্মান করে দেওয়া হয়েছে । গাঁওসভাভিত্তিক নামের তালিকা এতৎসহ দেওয়া গেল ।

## Gaon Panchayat Wire List Of The Benificiaries Under N. R. E. P. (RD) SCHEME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avange :- | 1) | Shri Ananga Debbarma | Rs. 8,235.00 | |
| | | 2) | Tr sh Sinha | Rs. 8.235 00 | |
| | | 3) | Raimohan Sinha | Rs. 8,235 00 | |
| | | | | | Rs 24,705 00 |
| 2. | Baralutma | 1) | Shri Rajendra Deb | Rs. 8,235.00 | |
| | | 2) | Hutubi Sinha | Rs. 8.235.00 | |
| | | 3) | Sashi Sinha | Rs. 8,235.00 | |
| | | | | | Rs. 24.705.00 |
| 3. | Kanchanpur | 1) | Shri Prahla Debbarma | Rs. 8,235.00 | |
| | | 2) | Basanta Das | Rs. 8.235 00 | |
| | | 3) | Amit Lal Das | Rs. 8,235.00 | |
| | | | | | Rs. 24,705.00 |
| 4, | Jamthum | 1) | Shri Mati Lal Das | Rs. 8,235.00 | |
| | | 2) | Lilu Bala Das | Rs. 8,235,00 | |
| | | 3) | Gouranga Das | Rs. 8,235,00 | |
| | | 4) | Rohini Das | Rs. 8.235,00 | |
| | | 5) | Basu Deb Das | Rs. 8.235.00 | |
| | | 6) | Chitta Rn. Das | Rs. 8,235.00 | |
| | | 7) | Upendra Das | Rs. 3,235.00 | |
| | | 8) | Sankar Das | Rs. 8,235.00 | |
| | | 9) | Dulal Das | Rs. 8 235.00 | |
| | | 10) | Jagyaeswar Das | Rs. 8,225.00 | |
| | | 11) | Dulul Das | Rs. 8,235,00 | |
| | | 12) | Binobini Das | Rs. 8,235.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 13) | Amulya Das | Rs. 8,235.00 |
| 14) | Jarindra Das | Rs. 8,235,00 |
| 15) | Dulal Das | Rs. 8,235,00 |
| 16) | Basudeb Das | Rs. 8.235,00 |
| 17) | Mantu Das | Rs. 8.235.00 |
| 18) | Sankar Rn. Das | Rs. 8,235.00 |
| 19) | Arati Bala Das | Rs. 8.235.00 |
| 20) | Robati Das | Rs. 8,235.00 |
| 21) | Ananta Kr. Das | Rs. 8.235.00 |
| 22) | Mohan Das | Rs. 8,225.00 |
| 23) | Makhan Das | Rs. 8,235,00 |
| 24) | Ratan Das | Rs. 8.235,00 |
| 25) | Jatindra Das | Rs. 8.235.00 |
| 26) | Anil Das | Rs. 8 235 00 |
| 27) | Krishna Kr. Das | Rs, 8,235,00 |
| 28) | Arati Bala Das | Rs. 8.235.00 |
| 29) | Khagendra Das. | Rs.8,235,00 |
| 30) | Raimohan Das | Rs, 235,00 |
| 31) | Narayan Ch Das | Rs,235,00 |

Rs,2,56.285.00

5. Baralutma.

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Shri Kusuk Malakar | Rs,8.235 00 |
| 2) | Shri Mohan Sinha | Rs, 8.235,00 |

Rs,16,470.00

6) Ambasa.

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Shri Badal Das | Rs.8,235.00 |

Rs. 8,235 00

Rs, 3, 54,10500

(Rupees three lakh fifty four thousand one hundred five) onl

## GAON PANCHAYAT WISE LIST OF BENEFICIARIES UNDER R. L. E. G. P. SCHEME :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Katalutma | 1) | Smti Madhabi Debbarma | Rs. 13,000,00 |
| | 2) | Shri Haria Debbarma | Rs. 13,000,00 |
| | 3) | Smti Sampti Debbarma | Rs. 13,000,00 |
| | 4) | Smti Krishnabari Debbarma | Rs. 13,000,00 |
| | 5) | Shri Rabati Mohn Debbarma | Rs. 13000.00 |
| | | | Rs. 65,000. 00 |
| 2. Kamalachhera. | 1) | Shri Ranjit Rn. Hrangle | Rs. 13,000, 00 |
| | 2) | Shri Hari Rn kalai. | Rs. 13,000.00 |
| | 3) | Smti Mashya Rani Rishi | Rs. 13, 000, 00 |
| | 4) | shri Bung pinlian kuki | Rs, 13, 000. 00 |
| | 5) | Snti Purni Radha Malsum | Rs. 13,000,00 |
| | | | Rs. 65,000.00 |
| 3. Chancup. | 1) | Shri Braja Lal Namasudra | Rs, 13,000,00 |
| | 2) | Shri Sachindar Das | Rs.13000,00 |
| | 3) | Shri Dependra Nama | Rs. 13,000. 00 |
| | 4) | Shri Harender Nama Das | Rs. 13 000, 00 |
| | 5) | Shri Shyam Lal Das | Rs. 13,000, 00 |
| | | | Rs, 65 000, 00 |
| 4. Bamunchhera. | 1) | Shri Brajendra Das | Rs. 13, 000,00 |
| | 2) | Shri Dhanajoy Das | Rs. 13, 000, 00 |
| | 3) | Shri Upananda Das | Rs. 13, 000, 00 |
| | 4) | Shri Kamakhya Das | Rs. 13. 000. 00 |
| | 5) | Shri Brajendra Nama Sudra | Rs. 13, 000. 00 |
| | | | Rs, 65, 000, 00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Kanchanpur. | 1) | Shri Sadhan Bhowmik | Rs. 13,000,00 |
| | | 2) | Shri Gagan Debnath | Rs. 13,000,00 |
| | | 3) | Shri Ram Chandra Dhar | Rs. 13,000,00 |
| | | 4) | Shri Sudhir Chakraborty | Rs. 13,000,00 |
| | | 5) | Smt. Santi Bala Das | Rs. 13,000,00 |
| | | | | Rs. 65,000,00 |
| 6. | East Daluchara | 1) | Smt. Suchamati Nama Sudra | Rs. 13.000 00 |
| | | 2) | Smt. Malati Namasudra | Rs. 13.000,00 |
| | | 3) | Shri Vila C. Debbarma | Rs. 13,000,00 |
| | | 4) | Shri Sachindra Debbarma | Rs 13,000.00 |
| | | 5) | Shri Aghore Debbarma | Rs. 13,000,00 |
| | | | | Rs. 65,000,00 |
| 7. | Baralutma. | 1) | Shri Sashi Kr. Singha | Rs. 13,000.00 |
| | | 2) | Shri Mohan Singha | Rs 13.000,00 |
| | | 3) | Shri Rajendra Deb | Rs. 13,000,00 |
| | | 4) | Shri Dhirendra Deb | Rs. 13,000,00 |
| | | 5) | Smt. Purabi Sinha | Rs. 13,000 00 |
| | | | | Rs, 65,000,00 |
| 8. | | 1) | Smt,Babli Deb | Rs. 13,000,00 |
| | | 2) | Shri Adhir paul | Rs. 13,000,00 |
| | | 3) | Shri Dinesh Namasudra | Rs. 13,000,00 |
| | | 4) | Shri Hamendra Malakar | Rs. 13,000,00 |
| | | 5) | Shri Hamendra Malakar | Rs. 13,000,00 |
| | | | | Rs. 65,000.00 |
| | | | | Rs. 5, 20,000,00 |

(Rupees five lakh twenty thousand) only.

Admitted Un-Starred Question No—57

Name of Member:— Sri Gouri Sanker Reang

Will the Hon'ble MiNister in-charge of the Cooperative Department be Pleased to State.

১] রাজ্যে বর্তমানে ল্যাম্পস, প্যাকস, ও ব্যাক্তিগত মালিকাধীনে পরিচালিত নায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা কত, [আলাদা, আলাদা হিসাব],

২] ইহা কি সত্য ল্যাম্পস প্যাকস ও ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন কর্তৃক পরিচালিত নায্য মূল্যের দোকানগুলি বছরের পর বছর আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ?

৩] সত্য হলে তার প্রতিকারের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছে কি না।

ANSWER

Minister in Charge of the Co-operative Department.

১] রাজ্যে বর্তমানে ৪৬ টি ল্যাম্পস কর্তৃক পরিচালিত ১৩৬টি, ১৪৮ টি প্যাকস কর্তৃক পরিচালিত ২৭৭ টি এবং ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন ৭৬২টি নায্য মূল্যের দোকান আছে।

২] পুরোপুরি সত্য নহে। তবে কিছু কিছু ল্যাম্পস ও প্যাকস এর অধীনে অতি অল্পসংখ্যক রেশনকার্ড থাকায় এবং উক্ত সমিতিগুলি প্রকৃত পরিবহন রিবেট না পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

৩] উপরোক্ত কারনে ৩০০-এর কম রেশনকার্ড লইয়া যেসব রেশনসপ ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলি চালাইতেছে — তাহার জন্য আলাদাভাবে পরিচালনগত ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা সমবায় বিভাগ হইতে করা হইয়াছে।

Admitted Un Starred Question No—61

Name of Member:- Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Rural Development be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮—৮৯ বর্ষে এস, আর; ই, পি এন, আর ই, পিএর আর, এল. ই, জি পি, প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন বেকারদের কর্ম—সংস্থানের জন্য ৩১ জানুয়ারী ১৯৮৯ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এই আর্থিক বর্ষে আরও কতটাকা ব্যয় হবে অনুমিত হয়েছে —ক ভিত্তিক হিসাবে)

২) বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে মোট কত শ্রম দিবসের কাজের সংস্থান হয়েছে,

৩) এই সকল প্রকল্পের মজুরি বাবত বরাদ্দকৃত খাদ্যের পরিমান কত ছিল এবং

৪) উক্ত বরাদ্দকৃত খাদ্যের মধ্যে কত পরিমান বনটন হয়েছে ?

—উত্তর—

**Name of Minister :— shri Biregit Sinha.**

১নং ২নং ৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর এতৎসহ দেওয়া গেল

১নং প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর

১৯৮৮—৮৯ বর্ষের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত S R E P, N R E P, এবং R L E G P প্রকল্পের ব্লকভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব

| ব্লকের নাম | SREP | NREp | RLEGP |
|---|---|---|---|
| বিশালগড় | ১৮, ৬৮, ৪৪০ | ৭, ৬০, ৬৬৮ | — |
| খোয়াই | ১৬, ১৮, ০৭৭ | ৫, ৮৫, ৪৩০ | ২৮, ৪৩০ |
| মোহনপুর | ২৬, ৯৯, ০০২ | ৬, ৫২, ৭০২ | — |
| জিরানীয়া | ২২, ৬০, ২২৬ | ৬, ৭৪ ৪৭৪ | ২, ৯৬, ৩৫৪ |
| তেলিয়ামুড়া | ১৪, ৯০, ০৭৬ | ৬, ০১, ৮১৩ | ৭৮, ৯৪৮ |
| [illegible] | ৫, ৭৪, ১৬০ | ২, ৪৭, ৪৮৪ | ৪৫, ৪২৮ |
| মেলাঘর | ১২, ৪৮, ৬৩০ | ৩, ৬০, ১২৩ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাঞ্চনপুর | ৮৭৮. ৪২২, ২ | ৪, ৩৯. ৯৩ | ৫. ৩৫, ৪৫৫ |
| পানিসাগর | ১৯, ৭৩, ৪২৬ | ৯. ৮৩, ৪১০ | ৫, ৫৭, ৪৬৫ |
| কুমারঘাট | ২৬, ৩৭, ৯১৪ | ১০, ২০, ৫০৪ | ৪, ২৮, ৩৫২ |
| ছামনু | ৭: ৪৬, ৬৬৩ | ১, ৭০, ৭২৫ | ২, ৬৭, ৪৬৯ |
| সালেমা | ১৫, ৮৪, ০৩০ | ৩, ৩৭. ৬৫২. | ৩, ৫৬, ২৭৭ |
| ডম্বুরনগর | ১১, ৬৩, ৮৭৬ | ১, ১৩. ২৭৫ | ২, ৫০, ০২২ |
| সাতচান | ২৭, ৩০, ৬৬৭ | ৫, ৯৩, ৬৬৩ | ১, ২৬, ০০০ |
| রাজনগর | ২০. ৮৯, ৮৯১ | ২, ৮১, ৪৯৯ | ৪৮, ৮৪০. |
| মাতারবাড়ী | | ৯, ৮৪, ২৫৩ | ২. ৯০, ২৭৪ |
| অমরপুর | ২৫, ৬৫, ৪৪৫ | ৫, ২২, ০৫৭ | ৩, ১১, ১৬২ |
| বগাফা | ১৯. ৯৬. ৭০৬ | ৬. ১৭' ৫৬৭ | ১, ৩২. ৬২৬ |

১ নং প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর

১৯৮৮-৮৯ বর্ষের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত SREP, NREP, এবং RLEGP প্রকল্পের ব্লকভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব।

| ব্লকের নাম | SREP | NREP | RLEGP |
|---|---|---|---|
| জিরানিয়া | ৪, ৯৭, ০৬৮. ৯২ | ২৩, ০৫৬, ০.০ | ৯, ১৩, ৬৫৭, ৬০ |
| খোয়াই | ৩, ৮২, ৯২৩ | ১, ৯৩, ৩৭৩ ৫৫ | ৬. ৭২, ৬৫১ ১৬ |
| মেলাঘর | ২. ৯১. ৩৭০ | ৭. ৩৫. ৮৭৮ | ৪. ৮৯, ৭০৫ |
| বিশালগড় | ৬. ৭৬ ৫৬০ | ৮, ১৭. ৫১৩ | ১, ৭৩, ০৮১ |
| মোহনপুর | ৩, ১২, ০০০ | ৭, ১৪, ৫৯৮ | ৪, ৮০, ১৮৬ |
| তেলিয়ামুড়া | ৩, ৬৮. ১৩৪ | ১, ১৬, ৫২৫ | ৮, ৮৬, ৬৫০ |
| জম্পুইজলা | ১, ৬৪, ৮৪০ | ১, ১৭, ৮১১ | ৪, ৯৮, ১৬৭ |
| সালেমা | ৩, ৫০, ৯৬০ | ৩, ৭৮, ৬৪৪ | ২, ৩২, ৫০৬ |
| ছামনু | ৩, ৫৩, ৫৩৬ | ৪, ৩৯, ৮৭৭ | ৩, ৬৬, ০১২ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পানিসাগর | ২. ৫১. ৫৭৪ | ৮৪. ০৩৩ | ১৪,৭৪৭ |
| কুমারঘাট | ২, ০৭, ০৮৬ | ৪৫, ৭২২ | ৩, ৩৩, ৯৭০ |
| কাঞ্চনপুর | ৩, ২১,১৭৮ | ৩, ২৬. ০৬৬ | ১, ১৬, ৯৭৪ |
| মাতারবাড়ী | ১, ৯৩, ৩১৬ | ৩, ৪৪, ৭৪১ | ১, ৮৫,০৪৫ |
| অমরপুর | ৯, ৭৩. ২৫৪ | ৮, ৯৪, ৯৫৮ | ৩, ৭০, ৩৫০ |
| সাতচাঁদ | ৩, ৪৩. ৩০৬ | ৫, ৫১. ৫৭৫ | ১, ৪১, ৬২১ |
| বগাফা | — | — | ১, ৪১, ২৯৫ |
| রাজনগর | ৫, ৮৭, ৮৮৯ | ৫, ৬৯, ৪৪৭ | ২. ৩০,০২৬ |
| ডম্বুরনগর | ৩. ২২. ৮২৭ | ৫৮: ২৮৬ | ১২. ০০০ |

২নং প্রশ্নের উত্তর

বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৩১ শে জনুয়ারী পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মোট ব্লকভিত্তিক শ্রমদিবসের হিসাব:

| | ব্লকের নাম | মোট শ্রমদিবস |
|---|---|---|
| ১) | খোয়াই | ৯, ৮৩, ১৯৫ |
| ২) | তেলিয়ামুড়া | ২, ১০, ৫৮৮ |
| ৩) | মোহনপুর | ১, ৯৮, ৮০২ |
| ৪) | বিশালগড় | ৩, ২১, ৯৯৬ |
| ৫) | জম্পুইজলা | ৫৬, ২২০ |
| ৬) | জিরানীয়া | ১, ৮৭, ৬১৮ |
| ৭) | মেলাঘর | ১, ০১, ৪০৯ |
| ৮) | মাতারবাড়ী | ২. ১৩ ৭৭৬ |
| ৯) | অমরপুর | ১, ৪৯,৫২৪ |
| ১০) | রাজনগর | ১. ৬৯ ৪১৫ |
| ১১) | বগাফা | ১ ৬৭ ০৩০ |
| ১২) | সাতচাঁন্দে | ২ ১৫ ০৮৬ |
| ১৩) | ডম্বুরনগর | ১ ৩৫ ০৬১ |

| | |
|---|---|
| ১৪) পানিসাগর | ১ ৭৩ ৬৩৭ |
| ১৫) ছামেনু | ৬৯ ৮৭০ |
| ১৬) কাঞ্চনপুর | ৯৪ ৫৪৫ |
| ১৭) সালেমা | ১ ২৮ ৯৭৪ |
| ১৮) কুমারঘাট | ২ ০৭ ১১৪ |

৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর

এই সকল প্রকল্পে মজুরী বাবাদ বরাদ্দ কৃত খাদ্যের পরিমান এবং বন্টনের হিসাব

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপে

| ব্লকের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যের পরিমান | খাদ্য বন্টনের পরিমান |
|---|---|---|
| মোহনপুর | ৪৫৬.৫৬৫.MT | Nil |
| খোয়াই | ১৭৪৪৬৩. ৮০০kg. | ২৪৮৫৮১, ৮০০kg |
| তেলিয়ামুড়া | ৭৫, ৮৩০kg. | ৩৩৬০kg |
| জম্পুজলা | ৯৫, ৬৮৩ MT. | ৭২,৬৯৩MT |
| জিরানীয়া | ৩০৭. ১২৫MT | ২১, ১১৭MT |
| বিশালগড় | ২২২০৩৬,১০kg | ৮৮৫১০,৫kg |
| মেলাঘর | ৯৮৭৪৫kg | ৬৬৭৬kg |
| মাত্তারবাড়ী | ১,২৮,৪৮১kg | ৪৪,৮৭২kg |
| অমরপুর | ৪৬, ১৮৭৫kg | ৩৬.১৮৭৫kg |
| রাজনগর | ৪২.২৬২MT | ৪২, ২৬২MT |
| বগাফা | ১২২,১১১MT | ২৮,১৪৮MT |
| সাতচাঁদ | ৪৬. ২২৭MT. | ৩২,৭৬MT |
| ডম্বুরনগর | Nil | Nil |
| কাঞ্চনপুর | ৪২,৮৮১MT | ২২. ৩৬২MT |

| | | |
|---|---|---|
| পানিসাগর | ৬৮, ২৯৭MT | ২৪, ০৬৯MT |
| ছামনু | ৪৬, ৭৭৭MT | ৯. ৫৬৭MT |
| সালেমা | ৪৪. ২০৫MT | ৫৯, ২১৭MT |
| কুমারঘাট | ৬৯.০১৯ | ৮৬,৫৬৪ |

Admitted Un-Starred Question No-65
Name of Member :— Sri Gouri Sanker Reang
Will the Hon'ble Minister in charge of the Cooperative Department be pleased to State-

১) ইহা কি সত্য যে IRDP'ST—SC কর্পোরেশনের সমস্তরকম লোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি গুলির মাধ্যমে বিলির চিন্তাভাবনা রাজ্য সরকার করেছেন ।
২) যদি করে থাকেন তবে কবেনাগাত তা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ।

ANSWER

১) ইহা সত্য নহে যে IRDP এবং ST—SC কর্পোরেশনের সমস্তরকম লোনই কপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে বিলি করার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন । তবে বর্তমানে ল্যাম্প্রস ও প্যাকসগুলির সভ্যদের মধ্যে আই, আর, ডি, পি এবং এস, টি —এস, সি কর্পোরেশনের লোন যতদূর সম্ভব ঐ সব ল্যাম্পস/ প্যাক্সগুলির মাধ্যমে বিলি করার ব্যবস্থা রহিয়াছে ।
২)প্রশ্নই ওঠে না ।

Admitted UP-Starred Question No—66
Name of Member :— Shri Samar Choudhury
Will the Hon'ble Minister in Charge of the Rural Develoment be pleased to -State-

১) গত ১৯৮৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ল্যাম্পস ও প্যাক্সসমূহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের কত সংখ্যক উপজাতি ও অ-উপজাতি ব্যক্তি কত টাকা —ন পেয়েছিলেন ,

২) বর্তমানে এই ···নের কি পরিমান টাকা অনাদায়ী রয়েছে এবং সুদে আসলে বর্তমানে সরকারের পাওনা কত,

৩) জুমিয়া ও গরীব কৃষকদের মধ্যে যারা ···ন পরিশোধে অক্ষম তাদের এই —ন মুকুব করার জন্য রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন কি'

৪) জানালে সরকার এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

## ANSWER

Minster in-charge of the Co-operative Department.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Name of Member :—Shri Rudreswar Das.

Admitted Unstarred Question No .69 .

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Rural Developement Department pe pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে (২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং ) কতগুলো টিউবওয়েল,আর সি সি রিং ওয়েল ও মার্ক টু টিউবওয়েল আছে ( ব্লকভিত্তিক হিসাব ),

২) এগুলোর মধ্যে কতগুলি চালু অবস্থায় আছে এবং কতগুলি অকেজো অবস্থায় আছে (ব্লকভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েল গুলি চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন কি না,

৪) ১৯৮৮ ইং সনের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে কতগুলি টিউবওয়েল ,আর সি সি রিং ওয়েল ও মার্ক টু টিউবওয়েল ছিল,

৫) রাজ্যে নূতন করে টিউবওয়েল, আর সি সি রিং ওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য-সরকারের আছে কি না?

Name of Minister:— Shri Birajit Sinha.

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর ANNEXURE A তে- দেওয়া গেল।

৩নং হ্যাঁ

৪নং প্রশ্নের উত্তর ANNEXURE B তে দেওয়া গেল।

৫নং নূতন করে মার্ক টু টিউবওয়েল স্থাপন ও বর্তমান সাধারন টিউবওয়েল গুলি পুনঃস্থাপন/পুনঃ-খনন করার পরিকল্পনা আছে।

- ২ —

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

ANNEXURE 'A"

ত্রিপুরা রাজ্যে ( ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং ) পর্য্যন্ত টিউবওয়েল, আর সি সি রিং ওয়েল ও মার্কা টিউবওয়েলের ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা এবং চালু ও অকেজো ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ : -

| Name of Blocks | Tule well | | | R c c well | | | Masu II Tule well | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | চালু | অকেজো | মোট | চালু | অকেজো | মোট | চালু | অকেজো |
| বিশালঘর— | 1961 | 1667 | 294 | 628 | 534 | 94 | 270 | 268 | 2 |
| মেলাঘর— | 1495 | 1420 | 75 | 477 | 420 | 57 | 169 | 149 | 20 |
| জম্পুইজলা— | 268 | 196 | 72 | 137 | 90 | 47 | 79 | 78 | 1 |
| মোহনপুর— | 1578 | 947 | 631 | | 465 | 243 | 216 | 214 | 2 |
| জিরানীয়া— | 1800 | 1525 | 275 | 410 | 254 | 156 | 202 | 197 | 5 |
| তেলিয়ামুড়া— | 1425 | 1276 | 149 | 427 | 317 | 110 | 168 | 155 | 13 |
| খোয়াই— | 1435 | 1200 | 235 | 55 | 350 | [illegible] | 173 | 167 | 6 |
| কুমারঘাট— | 1222 | 875 | 347 | 590 | 500 | 90 | [illegible] | [illegible] | 34 |
| পানিসাগর - | 1044 | 812 | 232 | 603 | 560 | 43 | 135 | 123 | 12 |
| ছামনু- | 339 | 242 | 97 | 542 | 399 | 143 | 70 | 65 | 5 |
| সেলেমা— | 967 | 571 | 396 | 586 | 357 | 229 | 173 | 143 | 30 |
| কাঞ্চনপুর— | — | — | — | 651 | 379 | 272 | 4 | 4 | — |
| সাতচাঁদ— | 906 | 562 | 344 | 597 | 331 | 266 | 179 | 171 | 8 |
| বগাফা— | 1214 | 995 | 219 | 463 | 312 | 151 | 183 | 178 | 5 |
| অমরপুর | 1003 | 726 | 277 | 441 | 285 | 156 | 181 | 159 | 22 |
| মাতারবাড়ী— | 1442 | 1102 | 340 | 418 | 238 | 180 | 221 | 217 | 4 |
| ডম্বুরনগর— | 14 | 9 | 5 | 217 | 210 | 7 | 50 | 39 | 11 |
| রাজনগর— | 1029 | 818 | 211 | 352 | 196 | 156 | 195 | 184 | 11 |

৪নং প্রশ্নের উত্তর —৪— ANNEXURE "B"

১৯৮৮ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে, কতকগুলি টিউবওয়েল. আর সি, সি রিং ওয়েল ও মার্কট টিউওয়েল ছিল তার হিসাব নিম্নরূপ :—

| ব্লকের নাম | টিউবওয়েল | আর, সি, সি রিং ওয়েল | মার্কট টিউবওয়েল |
|---|---|---|---|
| বিশালঘর— | ১৯৫০ | ৬১৮ | ২৬৮ |
| জম্পুইজলা— | ২৬৮ | ১৩৭ | ৭৯ |
| তেলিয়ামুড়া— | ১২২৯ | ৪২১ | ১৬৮ |
| মেলাঘর— | ১৪৯৫ | ৪৭৭ | ১৭৮ |
| জিরানীয়া— | ১৮০০ | ৪০৮ | ২০২ |
| মোহনপুর— | ১৫৬৩ | ৪০৫ | ২২৯ |
| খোয়াই— | ১৪৩৫ | ৪৫৫ | ১৭৬ |
| কুমারঘাট— | ১২২২ | ৫৯০ | ১৪৮ |
| পানিসাগর— | ১০৪৪ | ৬০১ | ১৫১ |
| ছামনু— | ৩৩৩ | ৫৩৯ | ৫৩ |
| সেলেমা— | ৯৬৭ | ৫৮৬ | ২৪ |
| কাঞ্চনপুর— | — | ৬৫১ | ৪ |
| সাতচাঁদ— | ৯৩৭ | ৫৮৬ | ১৫৩ |
| বগাফা— | ১২১৩ | ৪৬৩ | ১৩১ |
| অমরপুর— | ১০০৩ | ৪৪১ | ১৩৮ |
| মাতারবাড়ী— | ১৪৪১ | ৪১৮ | ১৪১ |
| ডম্বুরনগর— | ১৪ | ২১৭ | ৩৬ |
| রাজনগর— | ১০২৯ | ৩৫২ | ১২৬ |

Admitted Un-starred Question No—79

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state·

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে গাঁওয়ের সংখ্যা ৬৯৮ ।

প্রশ্ন

২) ইহা কি সত্য যে পঞ্চায়েত অধীনে গঠিত গাঁও সভাগুলিকে ভেঙ্গে নূতন গাঁওসভা গঠন করা হচ্ছে ?

উত্তর

২) কিছু সংখ্যক গাঁও পুর্নগঠন করা হচ্ছে ।

প্রশ্ন

৩) যদি সত্য হয় কোন কোন গাঁওসভা কিসের ভিত্তিতে ভাঙ্গা হচ্ছে এবং পরিষদীয় বিরোধী দল সমূহকে এই সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে কি না ?

উত্তর

৩) এলাকা, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক সম্ভাবাবতা, সামাজিক সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে ছোট ও বৃহৎ গাঁও গুলিকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে । এবং এই সম্পর্কে পরিষদীয় বিরোধী দল সমূহকে অবহিত করার প্রশ্ন আসে না, যেহেতু পুনর্গঠন আইনমোতাবেক সরকার কর্তৃক করা হয় । ব্লক ভিত্তিক গাঁও গুলির নাম দিয়ে দেওয়া গেল ।

পানিসাগর ব্লক

১) নর্থ হুরুয়া, ২) গঙ্গানগর, ৩) ডুপীর বান্ধ, ৪) কুর্ত্তী, ৫) সাতসঙ্গন, ৬) বালিছড়া, ৭) চুরাইবাড়ী, ৮) শনিছড়া, ৯) জলাবাসা, ১০) পানি-সাগর, ১১) দক্ষিন পদ্মবিল, ১২) উওর পদ্মবিল, ১৩) রোয়া, ১৪) তিলথৈ, ১৫) রানীবাড়ী।

কাঞ্চনপুর ব্লক

১) কাঞ্চনপুর, ২) তুইছামা, ৩) মনুছৈলেংটা, ৪) দশমনিপাড়া, ৫) গাছরামপাড়া, ৬) খেদাছড়া, ৭) কালাপানি, ৮) ভাণ্ডারীমা, ৯) আনন্দসাগর, ১০) দক্ষিন লালজুরী ১১) সাবুয়াল, ১২) ভাঙ্গমুন, ১৩) পশ্চিম সাতনালা, ১৪) পূব সাতনালা, ১৫) উজান মাছমারা, ১৬) চণ্ডীপুর, ১৭) শিবনগর, ১৮) দক্ষিন ধনীছড়া, ১৯) উওর ধনীছড়া ২০] আনধারছড়া, ২১] টুইসাং, ২২] উওর মাছমারা, ২৩] দক্ষিন মাছমারা. ২৪] পিপলাছড়া

কুমারঘাট ব্লক :—

১) রাঙ্গউটি, ২) লাটিয়াপুরা, ৩) গকুলনগর, ৪) ইষ্ট রাতাছড়া, ৫) জগন্নাথপুর ৬) মশাউলি ৭) ওয়েষ্ট রাতাছড়া, ৮) টিলাগাঁও, ৯) শ্রীনাথপুর, ১০) লক্ষীপুর, ১১) ইছবপুর, ১২) গৌরনগর, ১৩) শ্রীরামপুর, ১৪) সমরুরপাল, ১৫) ভারুলতলী, ১৬) বিলাসপুর; ১৭) কৃষ্ণনগর, ১৮) রাধানগর, ১৯) ফটিকরায় ২০) দুধপুর, ২১) ওয়েষ্ট কাঞ্চনবাড়ী, ২২) রাংবুং ২৩) মনুভ্যালী, ২৪) মুক্তিছড়া ২৫) ইরানী, ২৬) সাইদাছ ২৭) রাজকান্দি, ২৮) দেওড়াছড়া আর, এফ

ছাওমনু ব্লক :—

১) ওয়েষ্ট করমছড়া, ২) ইষ্ট করমছড়া, ৩) সাউথ ধুম্রাছড়া, ৪) জামীরছড়া, ৫) কাঠাল ছড়া, ৬) ভেমছড়া, ৭) মনু, ৮) গণ্ডনামা, ৯) দুর্গাছড়া ১০) নর্থ লংথরাই ১১) ইষ্ট ছাওমনু ১২) মানিকপুর, ১৩) মালিধর, ১৪) গোবিন্দবাড়ী, ১৫) নাভিনমনু ১৬) দেও আর,এফ, ১৭) সিনধু কুমার পাড়া, ১৮) লংতরাই আর,এফ।

কমলপুর ব্লক

১) কলাছড়ি, ২) হালহুলী, ৩) কুচাইনালা, ৪) বামনছড়া, ৫) হালাহালী, ৬) আভাঙ্গা, ৭) সালেমা, ৮) পূর্ব নালীছড়া, ৯] কুলাই, ১০] কচুছড়া, ১১] বলরাম, ১২] জগন্নাথপুর, ১৩] হরিমঙ্গলপাড়া, ১৪] শিকারীবাড়ী।

খোয়াই ব্লক

১] পূর্ব সিংঘীছড়া, ২] পশ্চিম সিংঘীছড়া, ৩] পশ্চিম গনকী, ৪] পূর্ব গনকী, ৫] সোনাতলা, ৬] পশ্চিম চেবরী, ৭] পূর্ব রাজনগর, ৮] পশ্চিম-রাজনগর।

তেলিয়ামুড়া ব্লক —

১) মোহরছড়া, ২) হাওয়াইবাড়ী, ৩) তুইচিন্দ্রাই, ৪) কমলপুর, ৫) পূর্ব কল্যাণপুর ৬) দুর্গাপুর, ৭) শান্তিনগর, ৮) দ্বারিকাপুর ৯) ইষ্ট তেলিয়ামুড়া এক, ১০) উত্তর কৃষ্ণপুর ১১) পশ্চিম কল্যাণপুর ১২) দক্ষিণ মহারাণীপুর ১৩) গয়ামনিবাড়ী ১৪) উত্তর পুলিনপুর ১৫) দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট ১৬) সাউথ পুলিনপুর ১৭) কাঙ্ড়াজড়া ১৮) আঠারমুড়া

মোহনপুর ব্লক: —

১) দেবেন্দ্রনগর ২) ফটিকছড়া ৩) কলকালয়া ৪) বামুটিয়া ৫) তারানগর ৬) মোহনপুর ৭) বোধজংনগর ৮) সুরেন্দ্রনগর ৯) কামকছড়া।

জিরানীয়া ব্লক

১) মজলিশপুর ২) তুলাকোনা ৩) ধূপছড়া ৪) রাধাকিশোর নগর ৫) পূর্ব নওয়াগাঁও ৬) উত্তর চম্পামুড়া ৭) ভুচুদাসবাড়ী ৮) বেলবাড়ী ৯) শান্তিনগর ১০) জম্মুজয়নগর ১১) দীনবন্ধু নগর ১২) মান্দাই নগর ১৩) দুর্গানগর ১৪) লক্ষ্মীপুর।

জম্পুইজলা-টাকারজলা সাবব্লক

১) শাম্মুমাবাড়ী ২) জম্পুইজলা ৩) মীঘনিয়ামারা, ৪) অমরেন্দ্রনগর ৫) শ্রীনগর।

বিশালগড় ব্লক -

১] চন্দ্রনগর ২] নবীনগর ৩) ব্রজপুর ৪) বিশালগড় ৫) রাউথখলা ৬] কৃষ্ণ কিশোর নগর ৭) পুরাখল রাজনগর ৮) গকুলনগর ৯) খাসমধুপুর ১০) গজারিয়া ১১) বাধারঘাট ১২] অরুন্ধতিনগর ১৩] রাজলক্ষীনগর ১৪] মধুবন ১৫] ডুকলী ১৬] প্রতাপগড় ১৭] আড়ালিয়া ১৮] পাণ্ডুপুর ১৯) যোগেন্দ্রনগর ২০] আনন্দনগর ২১] কোনাবন ২২] গোপীনগর ২৩] লাটিয়াছড়া ২৪] রামনগর।

মেলাঘর ব্লক

১] কলমচোরা ২] রামনগর ৩, তেতুয়ারচড় ৪ আড়ালিয়া ৫] দুর্লভনারায়ন ৬] লক্ষণঢেপা ৭] চৌমুহনী ৮) কৈজিলিং ৯) ইস্টনলছড় ১০] মোহনভোগ ১১) মেলাঘর ১২) রুদ্রজলা ১৩) উরমাই ১৪) রবীন্দ্রনগর ১৫) পাহাড়পুর ১৬] মহেশপুর ১৭) কুলুবাড়ী ১৮) আনন্দনগর ১৯] ধনপুর ২০) জগৎরামপুর ২২] বৌন্দাল।

উদয়পুর ব্লক

১) তুলামুড়া ২) হোলাক্ষেত ৩] চন্দ্রপুরভিলেজ ৪] ফুলকুমারী ৫) শালবরা ৬] গর্জনমুড় ৭) রাজারবাগ ৮) উত্তর লক্ষীপতী ৯) উত্তর মহারাণী ১০) গর্জীছড়া ১১] তৈনানী ১২] কাঁচিগাং ১৩) আঠার-বোলা।

বগাফা ব্লক

১) মুহুরী পুর, আর, এফ, ২) দক্ষিণ জোলাইবাড়ী, ৩) উত্তর জোলাইবাড়ী, ৪] কাঞ্চননগর ৫) শান্তিরবাজার ৬) লাউগাং ৭) ইস্ট বগাফা ৮] মধ্যপিলাক ৯) দেবীপুর ১০) মনিরামপুর ১১) বীরেন্দ্রনগর ১২) লক্ষীছড়া ১৩] পতিছড়ি ১৪) রতনপুর ১৫] ইষ্ট পলাক ১৬) বীরচন্দ্রনগর ১৭) দক্ষিণ হিচাছড়া।

রাজনগর ব্লক

১) দক্ষিণ শ্রীরামপুর ২) ওয়েষ্ট পিপাড়ীয়াখলা ৩) পাইখলা ৪) উত্তর ভারতচন্দ্রনগর ৫] দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর ৬) চিত্তামারা ৭) কলাবাড়িয়া ৮) কমলপুর ৯) উত্তর সোনাইছড়ি ১০) দক্ষিণ সোনাইছড়ি ১১) সারাশীমা ১২) বড় পাথরী ১৩) রাজনগর ১৪) মতাই।

অমরপুর ব্লক :—

১) ইচাছড়ি ২) ইষ্ট করবুক ৩) ওয়েষ্ট করবুক ৪) সাউথ করবুক ৫) রামভদ্র ৬) পূর্ব মানিক্যদেওয়ান ৭) নুতন বাজার ৮) দক্ষিণ চেলাগাং ৯) পাহাড়পুর ১০) মালবাসা ১১) পশ্চিম মালবাসা ১২) সোনাছড়া ১৩) সাউথ মনগং ১৪) পূর্ব তৈসলং ১৫) পশ্চিম তৈসলং ১৬) অম্পিনগর ১৭) ধনলেখা ১৮) দক্ষিণ তৈদু ১৯) তৈদু ঢেপা ২০) জম্বুকছড়া ২১) পাক্ ২২) উত্তর তৈদু ২৩) রাঙ্গামাটি ২৪) পীরগঞ্জ ২৫) বাসপুর।

ডম্বুরনগর ব্লক :—

১) জগবন্ধু পাড়া ২) সবমা, ৩) ভাগীরথ ৪) লক্ষীপুর ৫) দলপতি ৬) রতননগর ৭) তৈচাকমা ৮) রাইমা ৯) রামনগর।

সাতচাঁন্দ ব্লক

১) ব্রজেন্দ্রনগর, বিজয়নগর ৩) দক্ষিণ ভুরাতলী ৪) গোয়াচাঁন্দ ৫) পূর্ব জলেফা ৬) পশ্চিম জলেফা ৭) দৌলবাড়ী ৮) কৃষ্ণনগর ৯] কালাঢেপা ১০] শ্রীনগর ১১) তৈছামা ১২) শুকনাছড়ি ১৩) বিষ্ণুপুর ১৪] বক্সাছাতল ১৫] কাপতলী ১৬) বেতাগা ১৭) বউবিল ১৮) বাগমারা ১৯) দক্ষিণ মনুবনকুল ২০) উত্তর মনুবনকুল ২১) শাকবাড়ী।

**Admitted Un-Starred Question No—81**

**Name of Member :— Shri Samar Choudhury**

**Will the Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Department. be pleased to state.**

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের প্রতি গাঁওসভায় গ্রামীণ বেকারদের লেবার কার্ড দিয়ে সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্পে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ দেবার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল

২) যদি সত্য হয় তবে জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে এই লেবার কার্ডের সংখ্যা কত ছিল ? এবং

৩) বর্তমানে এই লেবার কার্ড প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে কত ?

৪) ১৯৮৮-৮৯ইং বৎসরের লেবার কার্ড প্রাপ্ত শ্রমিকদের মোট কত সংখ্যক কত দিনের কাজ পেয়েছেন ?

উত্তর

তথ্যসংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No-83

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to Sta-te-

১) ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে ১৭ই মার্চ পর্যান্ত কোন রেভিনিউ সার্কেলে কত সংখ্যায় গৃহহীন, ভূমিহীন এবং ভূমিয়াকে মোট কত পরিমাণ মোট জমি এ্যাল্টমেন্ট দেয়া হয়েছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব

২) এই সকল এ্যাল্টমেন্ট এর মধ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকার মধ্যে কত এবং তার বাইরে কত (আলাদা আলাদা হিসাব)

৩) এ্যাল্টমেন্টের জন্য বেনিফিসারী নির্বাচনে ভিত্তি কি ?

উত্তর

Minister in Charge of the Rv Dep't :— Revume Minister

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে
৩)

## (QUESTIONS & ANSWERS)

Name of Member :—Shri Samar Choudury, M.L.A.

Admitted Unstarred Question No .84

Will the Hon'ble Minister -in—charge of the Revenue Department pe pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দানের জন্য ১৯৮৭ ইং সনে সরকার নিয়েছিলেন

২) যদি সত্য হয় তবে সহায়তা দানের নিয়মনীতি কি কি সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছিল

৩) এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যের কোথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সরকার সহায়তা দিয়েছেন এবং সহায়তার পরিমাণ কি ?

উত্তর

Minister in-Charge of the Rv Deptt Revume Minister

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩

Admitted Un-starred Question No—88

Name of Member :— Shri Revenue Das M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Chaŀge of the Revenue Department be pleased to state·

১] ১৯৮৮ ইংসনের ১লা ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৮৯ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী র্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন বর্গাদারের নাম রেমর্ডভুক্ত করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) ইহা কি সত্য যে ১৯৮৮ই সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য কিছু রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে,

৩] যদি সত্য হয় তবে কত জনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister in Charge of the Deprt Revenvue Ministei

| | |
|---|---|
| ১) সদর— | ২৪ জন |
| খোয়াই– | ৪ ,, |
| সোনামুড়া — | ৪ ,, |
| কৈলাসহর — | -- ,, |
| কমলপুর--- | ১১ ,, |
| ধর্মনগর — | — ,, |
| উদয়পুর | — ,, |
| অমরপুর— | — ,, |
| বিলোনীয় — | ১২ ,, |
| সাব্রুম— | — ,, |
| | মোট — ৫১ জন |

২] এরূপ ঘটনা সরকারের গোচরে আসে নাই ।

৩] প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Un-Starred Question No—81

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Department, be pleased to state.

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে কোন কোন জিনিসের ক্ষেত্রে Sale Taes মুকুব বা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

২) উপরোক্ত সময়ে Sale Tan আদায় করার জন্য সরকার কতটি ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কতটি ক্ষেত্রে আদায় করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর.

Minister in Charge of the Rv Deptt :— Revume Minister

PRINTED BY

*Secretary,*

**ALL TRIPURA SMALL PRESS OWNER'S ASSOCIATION**

**Office : C/O. Paul Printing House**

AKHAURA ROAD, AGARTALA, TRIPURA (W.)